আমার বই

দ্বিতীয় শ্রেণি

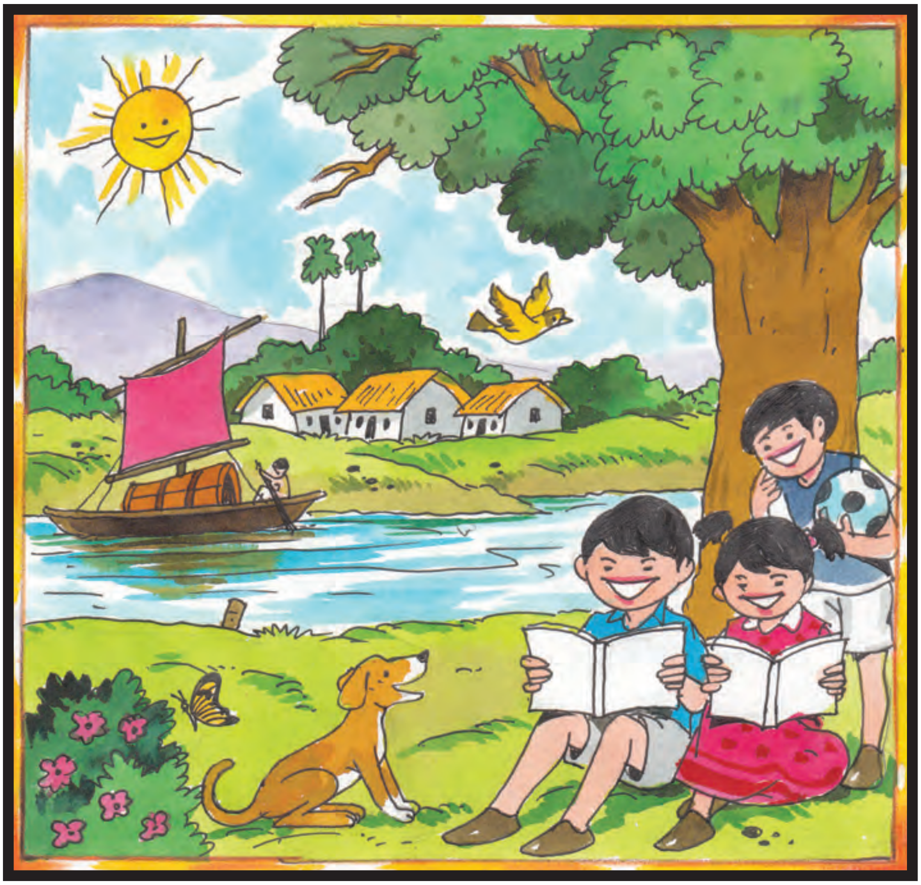

বিদ্যালয় শিক্ষা দপ্তর। পশ্চিমবঙ্গ সরকার

পশ্চিমবঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদ

বিদ্যালয় শিক্ষা দপ্তর | পশ্চিমবঙ্গ সরকার

বিকাশ ভবন, কলকাতা - ৭০০ ০৯১

পশ্চিমবঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদ

ডি কে ৭/১, বিধাননগর, সেক্টর -২
কলকাতা - ৭০০ ০৯১

Neither this book nor any keys, hints, comment, notes, meanings, connotations, annotations, answers and solutions by way of questions and answers or otherwise should be printed, published or sold without the prior approval in writing of the Director of School Education, West Bengal. Any person infringing this condition shall be liable to penalty under the West Bengal Nationalised Text Books Act, 1977.

প্রথম সংস্করণ : ডিসেম্বর, ২০১৩
দ্বিতীয় সংস্করণ : ডিসেম্বর, ২০১৪
তৃতীয় সংস্করণ : ডিসেম্বর, ২০১৫
পুনর্মুদ্রণ : ডিসেম্বর, ২০১৬
পুনর্মুদ্রণ : মার্চ, ২০১৭

মুদ্রক
ওয়েস্ট বেঙ্গল টেক্সট বুক কর্পোরেশন লিমিটেড
(পশ্চিমবঙ্গ সরকারের উদ্যোগ)
কলকাতা-৭০০ ০৫৬

পর্ষদ-এর কথা

নতুন পাঠক্রম ও পাঠ্যসূচি অনুযায়ী দ্বিতীয় শ্রেণির 'আমার বই' প্রকাশ করা হলো। বইটির মধ্যে প্রথম ভাষা বাংলা, দ্বিতীয় ভাষা ইংরেজি এবং গণিত সমন্বিত (Integrated) আকারে পরিবেশন করা হয়েছে। জাতীয় পাঠক্রমের রূপরেখা ২০০৫ এবং শিক্ষার অধিকার আইন ২০০৯—এই নথিদুটিকে নির্ভর করে এই অভিনব পরিকল্পনা করা হয়েছে। বইটির কেন্দ্রে রয়েছে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রচিত 'সহজপাঠ' দ্বিতীয় ভাগ। রাজ্যের মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী শ্রীমতী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ২০১১ সালে একটি 'বিশেষজ্ঞ কমিটি' তৈরি করেন। সেই কমিটিকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল প্রথম শ্রেণি থেকে দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত বিদ্যালয়স্তরের পাঠক্রম, পাঠ্যসূচি এবং পাঠ্যপুস্তকগুলিকে সমীক্ষা এবং পুনর্বিবেচনা করা। সেই কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী নতুন পাঠক্রম, পাঠ্যসূচি এবং পাঠ্যপুস্তক নির্মিত হয়েছে।

গত বছর নতুন পাঠক্রম অনুযায়ী প্রথম শ্রেণির 'আমার বই' নির্মিত হয়েছিল। শিক্ষার্থীর সুবিধার জন্য সেই বইয়ের অন্তিম সামর্থ্যের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে দ্বিতীয় শ্রেণির 'আমার বই' প্রস্তুত করা হয়েছে। এই নতুন পাঠ্যপুস্তকটিতে প্রাসঙ্গিক পাতায় 'শিখন পরামর্শ' যেমন আছে, শেষাংশে অনুপুঙ্খে বইটিকে শ্রেণিকক্ষে ব্যবহারের নানা অভিমুখ নিয়েও আলোচনা করা হয়েছে। আশা করা যায়, রাজ্যের শিশুদের শিক্ষার ক্ষেত্রে এই বই বড়ো ভূমিকা পালন করতে সমর্থ হবে। সূচনা হবে বুনিয়াদিস্তরে শিক্ষার নতুন যুগের।

এই বইটি নির্মাণে নির্বাচিত শিক্ষাবিদ, শিক্ষক-শিক্ষিকা এবং বিষয় বিশেষজ্ঞদের বিরাট ভূমিকা রয়েছে। তাঁদের নিরন্তর শ্রমেই বইটি অল্পসময়ের মধ্যে প্রস্তুত করা সম্ভবপর হলো।

বিভিন্ন শিক্ষাবিদ, সমাজের বিভিন্ন স্তরের শিক্ষাপ্রেমী মানুষ, শিক্ষাব্রতী এবং অভিভাবকবৃন্দের মতামতও বইটির নির্মাণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। তাঁদের ধন্যবাদ জানাই।

যে সকল লেখক-লেখিকার রচনা বইটিতে সংকলিত হয়েছে, তাঁদের কৃতজ্ঞতা জানাই। পশিচমবঙ্গ সরকার প্রাথমিক শিক্ষার সমস্ত বিষয়ের বই ছাপিয়ে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সমস্ত ছাত্রছাত্রীকে বিনামূল্যে বিতরণ করে থাকে। এই প্রকল্প রূপায়ণে নানাভাবে সহায়তা করেন পশ্চিমবঙ্গ সরকারের শিক্ষাদপ্তর, পশ্চিমবঙ্গ শিক্ষা অধিকার এবং পশ্চিমবঙ্গ সর্বশিক্ষা মিশন। দ্বিতীয় শ্রেণির 'আমার বই' ২০১৫ সালে সম্পূর্ণ নতুন অবয়বে, নতুন পরিকল্পনায় মুদ্রিত হলো। বইটি আমাদের রাজ্যের প্রতিটি প্রান্তে যথাসময়ে পৌঁছে যাবে। বইটির উৎকর্ষ বৃদ্ধির জন্য সকলকে মতামত আর পরামর্শ জানাতে আহ্বান করছি।

মার্চ, ২০১৭

আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র ভবন
ডি-কে ৭/১, সেক্টর ২
বিধাননগর, কলকাতা ৭০০ ০৯১

(স্বাক্ষর)
সভাপতি
পশ্চিমবঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদ

প্রাক্ কথন

২০১১ সালে মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী শ্রীমতী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উদ্‌যোগে বিদ্যালয় পঠনপাঠনের ক্ষেত্রে একটি 'বিশেষজ্ঞ কমিটি' গঠিত হয়। এই 'বিশেষজ্ঞ কমিটি'-র দায়িত্ব ছিল বিদ্যালয় পাঠক্রম, পাঠ্যসূচি এবং পাঠ্যপুস্তকগুলির পর্যালোচনা এবং পুনর্বিন্যাস করা। সেই 'বিশেষজ্ঞ কমিটি'-র সুপারিশ অনুযায়ী নতুন পাঠক্রম এবং পাঠ্যসূচি তৈরি হয়েছে। আমরা সেই কাজ করার ক্ষেত্রে জাতীয় পাঠক্রমের রূপরেখা ২০০৫ এবং শিক্ষার অধিকার আইন ২০০৯ এই নথিদুটিকে ভিত্তি হিসেবে ব্যবহার করি। ২০১৩ সাল থেকে পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষাক্ষেত্রে ভারত সরকার কর্তৃক গৃহীত শিক্ষার অধিকার আইন পূর্ণত বলবৎ হয়েছে। ফলে, নতুনভাবে 'শিশুকেন্দ্রিক' শিক্ষার উপযোগী পাঠক্রম, পাঠ্যসূচি এবং পাঠ্যপুস্তকের প্রয়োজনীয়তা ছিল। মনে পড়ে, আক্ষেপ করে একদা লিখেছিলেন রবীন্দ্রনাথ, '... আমরা নোট নিয়েছি, মুখস্থ করেছি, পাশ করেছি। বসন্তের দখিন হাওয়ার মতো আমাদের শিক্ষা মনুষ্যত্বের কুঞ্জে কুঞ্জে নতুন পাতা ধরিয়ে ফুল ফুটিয়ে তুলছে না। ... এর মধ্যে সংগীত নেই, চিত্র নেই, আত্মপ্রকাশের আনন্দময় উপায় উপকরণ নেই। এ যে কত বড়ো দৈন্য তার বোধশক্তি পর্যন্ত আমাদের লুপ্ত হয়ে গেছে।'

এই মহান স্রষ্টার শিক্ষাদর্শ অনুসরণ করে আমরা পাঠক্রম, পাঠ্যসূচি এবং পাঠ্যপুস্তকে সংগীত, চিত্র আর 'আত্মপ্রকাশের আনন্দময় উপায় উপকরণ' সমন্বিত আকারে পরিবেশন করার চেষ্টা করেছি। সারস্বত সামর্থ্য অর্জনের পাশাপাশি এর মাধ্যমে শিশু যেন সার্বিক বিকাশের দিকে এগিয়ে যেতে পারে, বিশেষজ্ঞ কমিটির সেটাই লক্ষ্য। নোট নেওয়া, মুখস্থ করা আর তার চর্বিতচর্বণ পরীক্ষার খাতায় কোনোক্রমে ছড়িয়ে দেওয়া, এই পদ্ধতিকে আমরা শিক্ষার আঙিনা থেকে বাতিল করতে চেয়েছি। যদি আমাদের রাজ্যে শিক্ষাক্ষেত্রে এই বইটির মাধ্যমে বড়ো পরিবর্তন ঘটে তবেই আমাদের পরিশ্রম সার্থক হয়েছে মনে করব।

দ্বিতীয় শ্রেণির 'আমার বই'-এর মধ্যে বাংলা, ইংরেজি এবং গণিত এই বিষয় তিনটিকে আমরা সমন্বিত আকারে পরিবেশন করেছি। পুরো বইটিতেই শিক্ষার্থীকে নানা হাতে-কলমে কাজের মধ্য দিয়ে নির্দিষ্ট সামর্থ্যে পৌঁছে দেবার চেষ্টা করা হয়েছে। বইটির পাতায় পাতায় রং বেরঙের ছবি যেমন আছে, প্রতিটি প্রাসঙ্গিক পৃষ্ঠার নীচে 'শিখন পরামর্শ'-ও দেওয়া হয়েছে। বইটির শেষাংশে রয়েছে তুলনায় বিস্তারিত শিখন পরামর্শ। এই নতুন 'কৃত্যালি নির্ভর শিখন' (Activity Based Learning) প্রক্রিয়াকে, আশাকরি, শিক্ষার্থীরা উপভোগ করবে।

দ্বিতীয় শ্রেণির 'আমার বই'তে বর্ণ চেনা ও শব্দভাণ্ডার তৈরির ক্ষেত্রে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর প্রণীত 'বর্ণপরিচয়' বইটিকে বহুলাংশে অনুসরণ করা হয়েছে।

শিক্ষার্থীর কাছে শিখন যাতে 'আনন্দময়' এবং 'আতঙ্কহীন' হয় তার প্রয়াস আমরা করেছি। নির্বাচিত শিক্ষাবিদ, শিক্ষক-শিক্ষিকা এবং বিষয়-বিশেষজ্ঞবৃন্দ অল্পসময়ের মধ্যে পাঠ্যপুস্তকগুলি নির্মাণ করেছেন। পশ্চিমবঙ্গের প্রাথমিক শিক্ষার সারস্বত নিয়ামক পশ্চিমবঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদ। তাঁদের নির্দিষ্ট কমিটি বইটি অনুমোদন করে আমাদের বাধিত করেছেন। তাঁদের অশেষ কৃতজ্ঞতা জানাই। এধরনের সমন্বিত পুস্তকের নির্মাণ ভারতে তো বটেই বিশ্বেও প্রায় নজিরবিহীন। এই বইয়ের মাধ্যমে বিদ্যালয় শিক্ষার ক্ষেত্রে যদি নতুন যুগের সৃষ্টি হয়, তাহলেই আমাদের শ্রম সার্থক মনে করব। নানাস্তরে আমাদের সহায়তা প্রদান করেছেন পশ্চিমবঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদ, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের শিক্ষা দপ্তর এবং পশ্চিমবঙ্গ সর্বশিক্ষা মিশন। তাঁদের ধন্যবাদ জানাই।

মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী ড. পার্থ চ্যাটার্জী বিভিন্ন মতামত এবং পরামর্শ দিয়ে আমাদের বাধিত করেছেন। তাঁকে কৃতজ্ঞতা জানাই।

সমস্ত শিক্ষাপ্রেমী মানুষের কাছে আমাদের নিবেদন, বইটির উৎকর্ষবৃদ্ধির জন্য তাঁদের মতামত এবং পরামর্শ আমরা সাদরে গ্রহণ করব।

অভীক মজুমদার

চেয়ারম্যান
'বিশেষজ্ঞ কমিটি'
বিদ্যালয় শিক্ষা দপ্তর
পশ্চিমবঙ্গ সরকার

মার্চ, ২০১৭
নিবেদিতা ভবন, পঞ্চমতল
বিধাননগর, কলকাতা ৭০০ ০৯১

বিশেষজ্ঞ কমিটি পরিচালিত পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন পর্ষদ

সদস্য

অভীক মজুমদার (চেয়ারম্যান, বিশেষজ্ঞ কমিটি)   রথীন্দ্রনাথ দে (সদস্য-সচিব, বিশেষজ্ঞ কমিটি)

রত্না চক্রবর্তী বাগচী (সচিব, পশ্চিমবঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদ)

ঋত্বিক মল্লিক   সৌম্যসুন্দর মুখোপাধ্যায়   রুদ্রশেখর সাহা   মিথুন নারায়ণ বসু

অনুরাধা ঘোষ   পূর্ণেন্দু চ্যাটার্জী   রাতুল কুমার গুহ   সৈকত রাউত   বিপুল সন্ন্যাসী

শংকরনাথ ভট্টাচার্য   সুমনা সোম   তপসুন্দর বন্দ্যোপাধ্যায়

মলয় কৃষ্ণ মজুমদার   পার্থ দাস   প্রদ্যুৎ পাল

সন্দীপ রায়   নীলাঞ্জন দাস

দ্বীপেন বসু

প্রচ্ছদ ও অলংকরণ

গৌতম চট্টোপাধ্যায়

রূপায়ণ

বিপ্লব মণ্ডল

সহায়তা : সাধন চক্রবর্তী   শুভঙ্কর ভুঁইয়া   দীপ্তেন্দু বিশ্বাস

বিশেষ কৃতজ্ঞতা

এ.কে. জালালউদ্দিন   যোগেন চৌধুরী

বিদিশা মুখোপাধ্যায়

আমার বই

নাম ....

মায়ের নাম ....

বাবার নাম ....

বিদ্যালয়ের নাম ....

রোল নম্বর ....

বাড়ির নম্বর ও রাস্তার নাম ....

....

গ্রামের নাম/শহরের নাম ....

জেলার নাম ....

এক

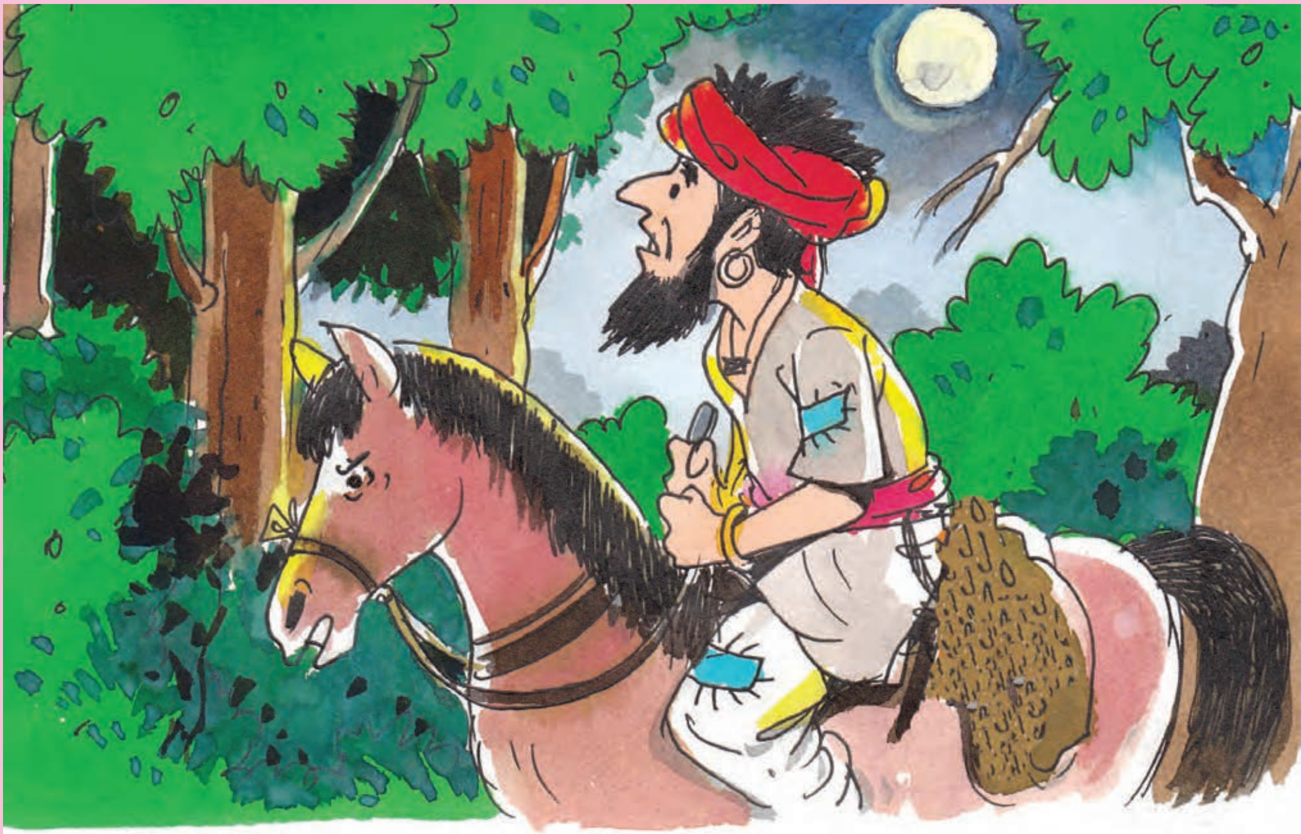

বনের পথে

আলিবাবা ক্বচিৎ এ পথে আসে। ঘন বনে এগোনো শক্ত। ডালপালায় ধাক্কা দিয়ে ঘোড়া এগিয়ে চলে। শুক্লাতিথির চাঁদের আলোয় ভাসছে চারপাশ। ভয় হয়, বনের পথ না জানলে বিপদ। তবে মাথায় সবসময় ঘোরে সেই ‘চিচিং-ফাঁক’।

শিখন পরামর্শ : শিক্ষার্থীদের যুক্তব্যঞ্জনের ব্যবহার ও তৈরির ধারণা গঠন হবে। শিক্ষার্থীরা বিভিন্ন ক্ষেত্রে যুক্তব্যঞ্জন প্রয়োগ করতে শিখবে। **(৩-২৫** পাতা)

চলো আমরা রঙিন অংশগুলিকে ভেঙে দেখি :

ক্ক	=	ক	+	ক
ক্ত	=	ক	+	ত
ক্ব	=	ক	+	ব
ক্ল	=	ক	+	ল

এসো একইরকমের নতুন কথা শিখি : এক্কা, মুক্তি, ক্লাস, পক্ব ।

ঘর পূরণ করি :

শ	+	ক্ত	=	
ধা	+	ক্কা	=	

ঘুড়ি ওড়াবার দিনে

শুক্রবার এলে বিক্রমের ভারি মজা। সামনেই শনি-রবির ছুটি। ও আর টিপু ঘুড়ি ওড়াতে দক্ষ। ঘুড়ি ওড়ানোয় ওদের সমকক্ষ কেউ নেই।

চলো আমরা রঙিন অংশগুলিকে ভেঙে দেখি :

ক্র	=	ক	+	র
ক্ষ	=	ক	+	ষ

এসো একইরকমের নতুন কথা শিখি :

বক্র, চক্র, পক্ষ, অক্ষর।

ঘর পূরণ করি :

ক্র	+	ম	+	শ	=	
ক্র	+	মি	+	ক	=	
স	+	ক্ষ	+	ম	=	
শি	+	ক্ষ	+	ক	=	

আকাশে কত তারা

রাতের আকাশে অসংখ্য তারা। মগ্ন হয়ে গুনি। দিনের আকাশে থাকে রবি। তার আলোয় জাগ্রত থাকে চারপাশ। রবির কিরণে মুছে যায় সব গ্লানি। মুগ্ধ হয়ে দেখি।

চলো আমরা রঙিন অংশগুলিকে ভেঙে দেখি :

খ্য	=	খ	+	য
গ্ন	=	গ	+	ন
গ্র	=	গ	+	র
গ্ল	=	গ	+	ল
গ্ধ	=	গ	+	ধ

এসো একইরকমের নতুন কথা শিখি : মুখ্য,

ভগ্ন, অগ্র, গ্রাম, গ্লাস, দগ্ধ ।

ঘর পূরণ করি। একটি করে দেওয়া হলো :

খ্যাতি	=	খ্যা	+	তি
সখ্য	=		+	
গ্রাম	=		+	
রুগ্ন	=		+	
দুগ্ধ	=		+	

খেলার মাঠে

আজ ছিল ফাইনাল খেলা। গ্যালারিতে খুব ভিড়। দিগ্বিদিক থেকে লোক এসেছে। কোনো দলই গোল করতে পারল না। খেলা শেষে দু-দলকেই যুগ্মবিজয়ী ঘোষণা করা হলো। একজন আহত হওয়ায় খেলায় বিঘ্ন ঘটেছিল। মাঠে চিকিৎসক থাকায় সে শীঘ্র সেরে ওঠে।

চলো আমরা রঙিন অংশগুলিকে ভেঙে দেখি :

গ্ব = গ + ব

গ্ম = গ + ম

ঘ্ন = ঘ + ন

ঘ্র = ঘ + র

গ্য = গ + য

এসো একইরকমের নতুন কথা শিখি :

যোগ্য, বাগ্মী, প্রাণ, তমোঘ্ন ।

বামদিকের সাথে ডানদিক মেলাই :

দিগ্বিদিক	তাড়াতাড়ি
গ্যালারি	বাধা
যুগ্ম	চারদিক
বিঘ্ন	মাঠে বসার জায়গা
শীঘ্র	দুজন একসাথে

নাও চলেছে

ওই ভাসে ময়ূরপঙ্খী নাও। কঙ্কা ওতে চলেছে। আকাশে শঙ্খচিল। ওরা যাবে মঙ্গলপুর। নবীন সঙ্ঘের মাঠে হবে চড়ুইভাতি।

চলো আমরা রঙিন অংশগুলিকে ভেঙে দেখি :

ঙ্ক	=	ঙ	+	ক
ঙ্গ	=	ঙ	+	গ
ঙ্খ	=	ঙ	+	খ
ঙ্ঘ	=	ঙ	+	ঘ

এসো একইরকমের নতুন কথা শিখি : অঙ্ক, শঙ্খ, রঙ্গ, জঙ্ঘা ।

ঘর পূরণ করি :

অ	ঙ্ক	ন	=	অঙ্কন
জ	ঙ্গ		=	
ল	ব		=	
ল		ন	=	

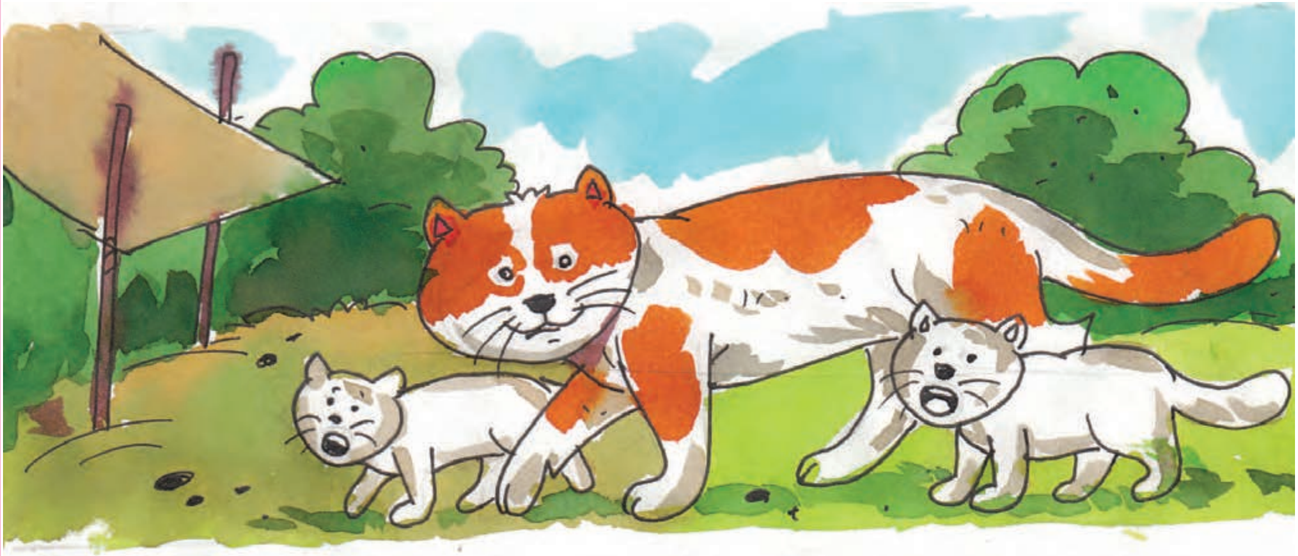

মা বিড়াল আর ছানা বিড়াল

মা বিড়াল দুটো বাচ্চা নিয়ে চলেছে। বাইরে খুব রোদ। মা খুঁজে বের করল ছায়ার আচ্ছাদন। খুশি হয়ে ছানারা চ্যাটাল নাক ঘষছে মায়ের গায়ে।

চলো উপরের রঙিন অংশগুলিকে ভেঙে দেখি :

চ্চ = চ + চ

চ্ছ = চ + ছ

চ্য = চ + য

এসো একইরকমের নতুন কথা শিখি : চচ্চড়ি, আচ্ছা, পাচ্য ।

ঝুড়ি থেকে যুক্তব্যঞ্জন নিয়ে মিলিয়ে লিখি :

মো		ব	=	
সা			=	
	লা		=	

চ্যা

চ্ছ

চ্চা

মেলার মাঠে

বজ্রপুরের মেলার সাজসজ্জা দেখে তাক লাগে। শীতের কুজ্ঝটিকা সরিয়ে চারদিকে জ্বলে ওঠে উজ্জ্বল আলো। ছ্যাঁক-ছ্যাঁক করে ভাজা হয় জিলিপি। চারিদিক থেকে আসা জ্ঞাত-অজ্ঞাত নানা মানুষের ভিড়ে জমে যায় মেলা।

শিখন পরামর্শ : শিক্ষার্থীরা তিনটি বর্ণ বিশিষ্ট যুক্তব্যঞ্জন প্রয়োগ করতে শিখবে। শিক্ষিকা/শিক্ষকেরা এই ধরনের আরো তিন বর্ণ বিশিষ্ট যুক্তব্যঞ্জনের উদাহরণ শিক্ষার্থীদের সামনে তুলে ধরবেন।

চলো উপরের রঙিন অংশগুলিকে ভেঙে দেখি :

ছ্য = ছ + য

জ্জ = জ + জ

জ্ঞ = জ + ঞ

জ্ব = জ + ব

জ্ঝ = জ + ঝ

জ্র = জ + র

জ্জ্ব = জ + জ + ব

এসো একইরকমের নতুন কথা শিখি :

ছ্যাঁদা, বিজ্ঞান, লজ্জা, জ্বালানি ।

ঝুড়ি থেকে অক্ষর নিয়ে মিলিয়ে লিখি :

	জ্ঞা	

	জ্জা

জ্ব	

অ

ম

র

=

=

=

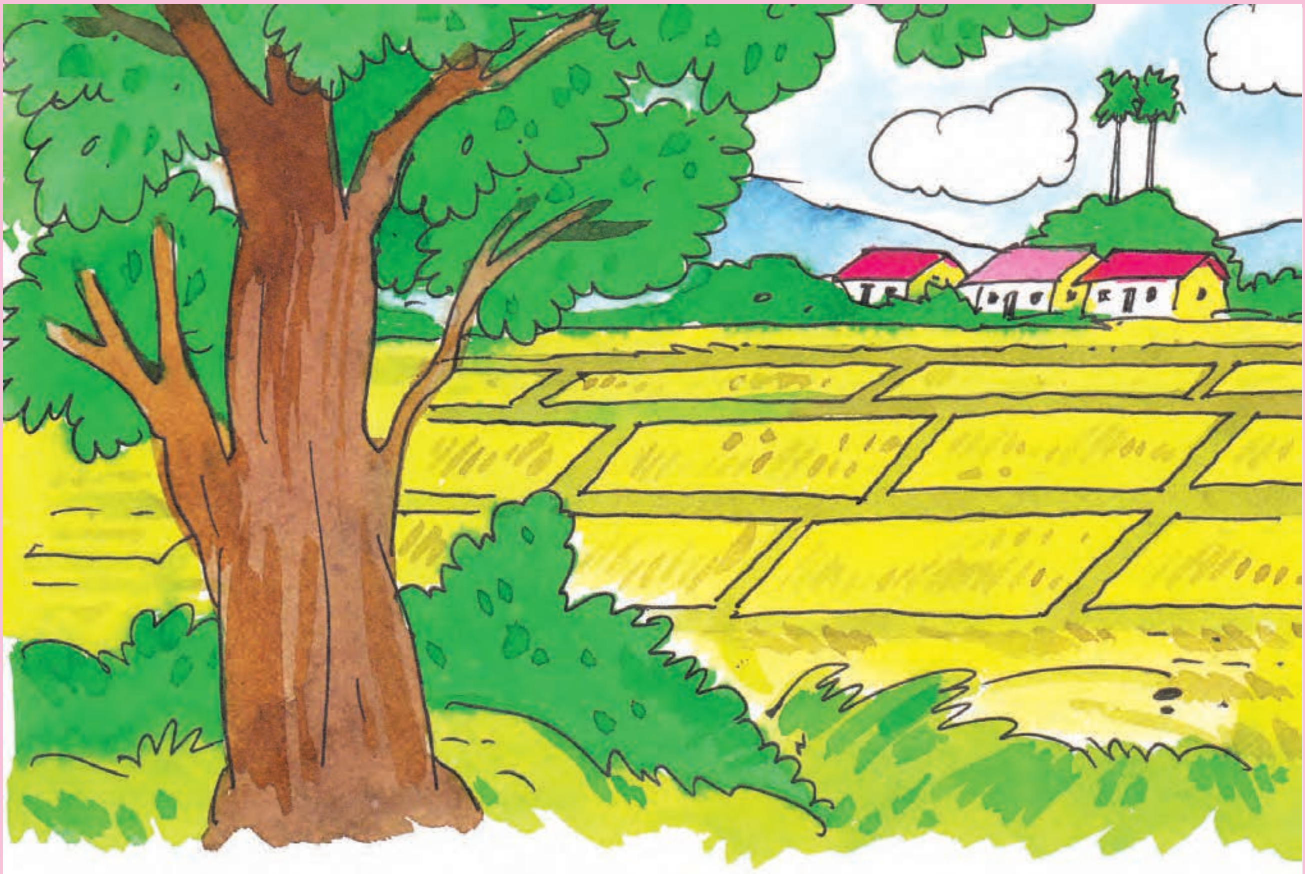

ঘাসের নকশা

গাঁ-গঞ্জে গাছপালা বেশি। মাঠে শতরঞ্চির মতো ঘাসের নকশা। আকাশে মেঘের আনাগোনা। গাছগুলি ঝড়ঝঞ্ঝার লাঞ্ছনা সয়েও ভারি খুশি।

চলো উপরের রঙিন অংশগুলিকে ভেঙে দেখি :

ঞ্চ = ঞ + চ   ঞ্ছ = ঞ + ছ

ঞ্জ = ঞ + জ   ঞ্ঝ = ঞ + ঝ

এসো একইরকমের নতুন কথা শিখি : বাঞ্ছা, মঞ্চ, গুঞ্জন, ঝঞ্ঝাট।

ঘর পূরণ করি :

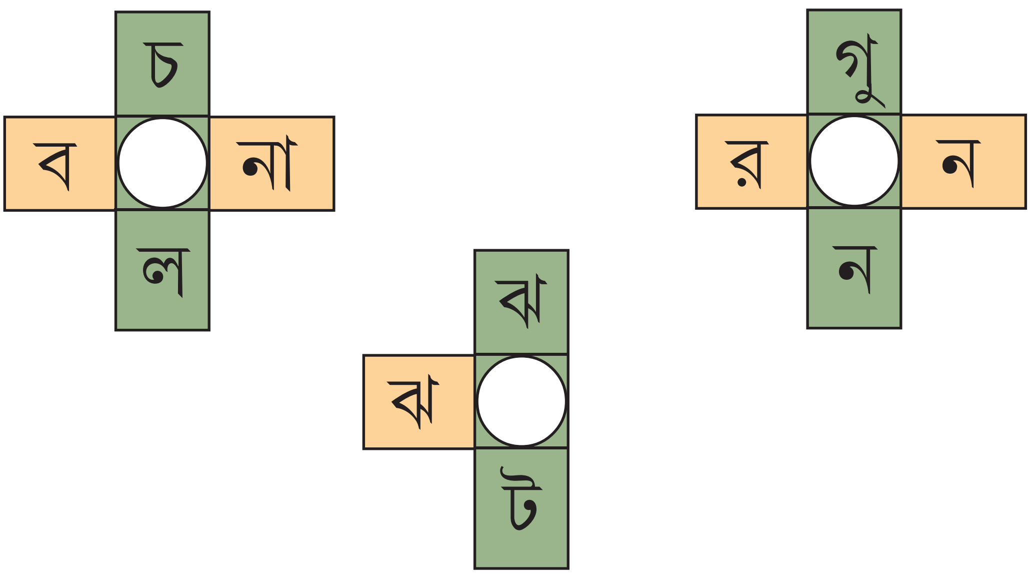

হাসির নাটক

নাট্য অভিনেতা মঞ্চে। অট্টহাসি হাসছেন। শুনে ছোটোদের মুখে ট্যাঁ-ফো নেই। সেরা অভিনেতা পাবে ট্রফি। এ নাটক পাঠ্য বইয়ে নেই।

চলো আমরা রঙিন অংশগুলিকে ভেঙে দেখি :

ট্ট = ট + ট   ঠ্য = ঠ + য

ট্য = ট + য   ট্র = ট + র

এসো একইরকমের নতুন কথা শিখি : ট্যাংরা, ট্রাম, অট্টালিকা, ঠ্যাং ।

ঝুড়ি থেকে অক্ষর নিয়ে ফাঁকা জায়গা পূরণ করি :

(১) দড়ি দিয়ে ঘোরাই লা____ ।

(২) যিনি নাটক লেখেন , তিনি না____কার।

(৩) দূরপাল্লার ____নে করে যাব মধুপুর।

(৪) ____লা গাড়িতে ডেগচি , হাঁড়ি চাপিয়ে চলেছি বনভোজনে।

ট্ট   ট্রে   ঠ্যা   ট্টু

বাজনার তালে তালে

আজ খেলার মাঠে বড্ড ভিড়। ড্রাম বাজছে। তালে তালে ড্রিল করছে ছেলে-মেয়েরা। আকাশে উড্ডীন বেলুনের সারি।

চলো আমরা রঙিন অংশগুলিকে ভেঙে দেখি :

ড্ড = ড + ড   ড্র = ড + র

এসো একইরকমের নতুন কথা শিখি : আড্ডা, ড্রেস।

ঘর পূরণ করি :

ড্ড	+	আ	=	ড্ডা	→	আড্ডা
ড্ড	+	ঈ	=		→	
ড্ড	+	উ	=		→	
ড্র	+	আ	=		→	
ড্র	+	ই	=		→	

গুপির বিপদ

রাজা ছিলেন খুবই অহংকারী। তিনি ঢ্যাঁড়া পিটিয়ে গুপিকে গ্রাম ছাড়া করলেন। বিষণ্ণ গুপি গেল অরণ্যে। রাজার আদেশ খণ্ডন করবে কে?

চলো আমরা রঙিন অংশগুলিকে ভেঙে দেখি :

ঢ্য	=	ঢ	+	য
ণ্ড	=	ণ	+	ড
ণ্ণ	=	ণ	+	ণ
ণ্য	=	ণ	+	য

এসো একইরকমের নতুন কথা শিখি : ধণাঢ্য, ভাণ্ড, হিরণ্য ।

পাশের ঝুড়ি থেকে কথা নিয়ে বসাই :

মাঠের ধারে বসেছে রবিবারের হাট। পেছনে ________ তাল গাছের সারি। আলু, পটল, বেগুন, ________, পেঁপে রকমারি আনাজের কেনাবেচা চলছে। ঘটছে কতরকমের ________। ________ মানুষের ভিড়ে বাজার ঠাসা।

ট্যাঁড়শ, ঢ্যাঙা, কাণ্ড, অগণ্য

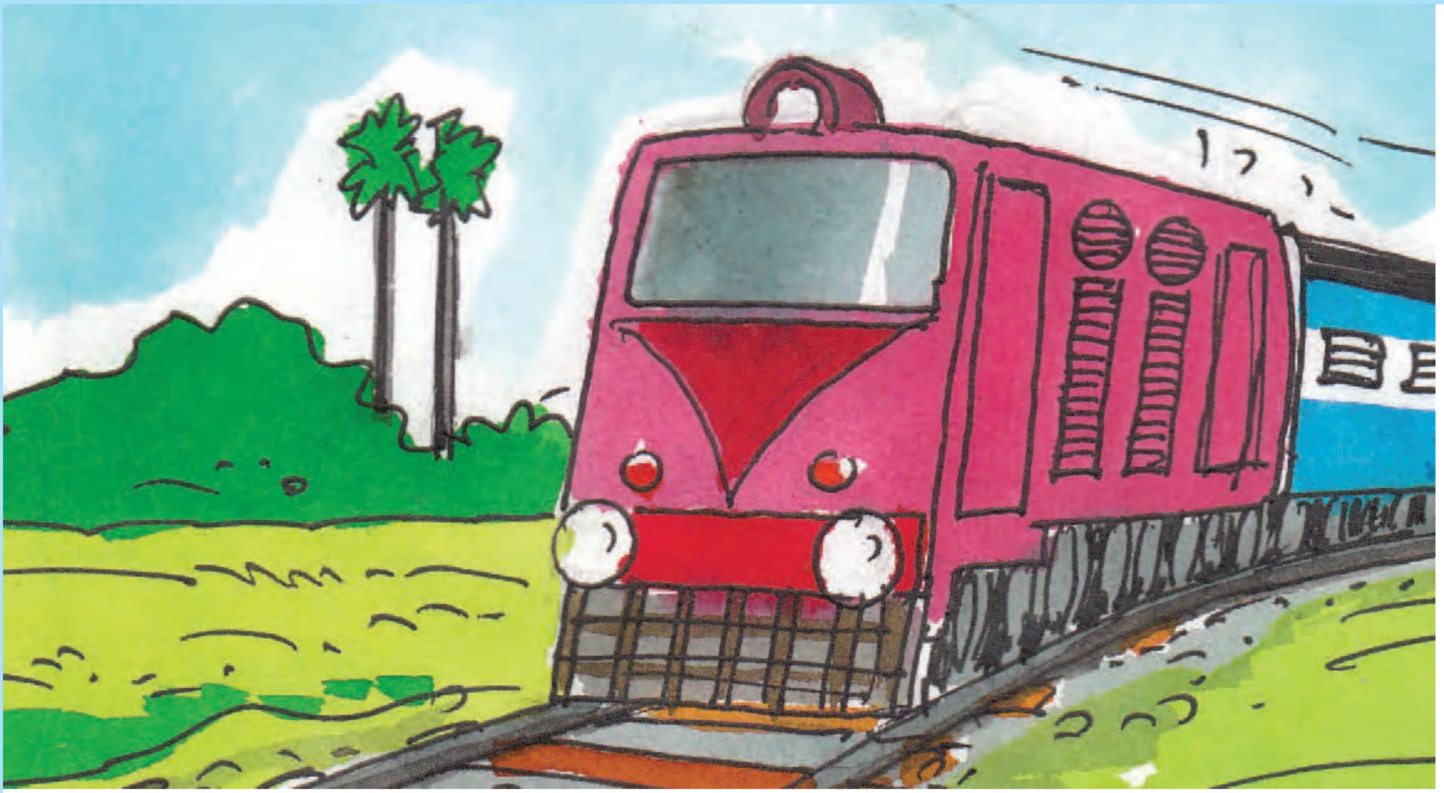

হাওয়ায় ছুটি

ত্বরিতগতিতে ছুটছে ট্রেন। পেরিয়ে যাচ্ছে তালপদ্মের মাঠ। ট্রেনে অনেক যাত্রী। উত্থানবাবু তাঁর জিনিসপত্তর যত্ন করে গুছিয়ে রাখছেন। ছোটার মজায় তিনিও আত্মহারা । মুখ বাড়িয়ে দেখছেন হাওয়ার সঙ্গে চাকার দ্বৈরথ। দ্রিমি দ্রিমি আওয়াজে কাঁপে চারপাশ। সত্যিই অদ্ভুত এ পৃথ্বী।

চলো আমরা রঙিন অংশগুলিকে ভেঙে দেখি :

ত্ত = ত + ত

ত্ব = ত + ব

ত্ম = ত + ম

ত্য = ত + য

দ্ব = দ + ব

ত্থ = ত + থ

ত্ন = ত + ন

থ্ব = থ + ব

ত্র = ত + র

দ্ভ = দ + ভ

দ্র = দ + র

এসো একইরকমের নতুন কথা শিখি : ত্বক, গাত্র, মহাত্মা, নিত্য, রত্ন, দ্বিতীয়, ভাদ্র, উদ্ভব।

এসো ছক পূরণ করি :

পাশাপাশি

৩. মহান মানুষ

৪. নিশা

৬. ২৯- এর থেকে ১ বেশি

৮. ঘ্রাণ

উপরনীচ

১. তাড়াতাড়ি

৩. মাতোয়ারা

৫. ছেড়ে দেওয়া

৭. মিত্রের বিপরীত

সমাধান :

পাশাপাশি

৩. মহাত্মা

৪. রাত্রি

৬. ত্রিশ

৮. গন্ধ

উপর-নীচ

১. ত্বরা

৩. মত্ত

৫. ত্যাগ

১.			৩.		
৪.					
		৫.		৬.	৭.
		৮.			

বাক্য রচনা করি :

পৃথ্বী ____________________

অদ্ভুত ____________________

রৌদ্র ____________________

ভোরের আকাশে

ভোর হলে আকাশের ধ্যান ভাঙে। ছিন্ন হয় অন্ধকার। জন্ম নেয় নতুন দিন। কানে আসে পাখির কলকাকলির ধ্বনি। এ যেন এক অন্য পৃথিবী। অন্তরে জাগে আনন্দের শিহরণ।

চলো আমরা রঙিন অংশগুলিকে ভেঙে দেখি :

ধ্য	=	ধ	+	য	ন্ত	=	ন	+	ত
ধ্ব	=	ধ	+	ব	ন্দ	=	ন	+	দ
ন্ধ	=	ন	+	ধ	ন্ন	=	ন	+	ন
ন্ম	=	ন	+	ম	ন্য	=	ন	+	য

এসো একইরকমের নতুন কথা শিখি : বাধ্য, ধ্বজা, অন্ন, কন্যা, বন্ধ।

ঘর পূরণ করি :

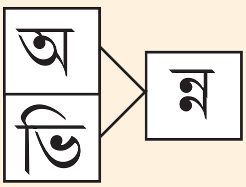

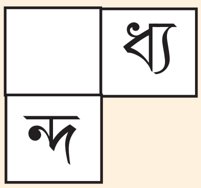

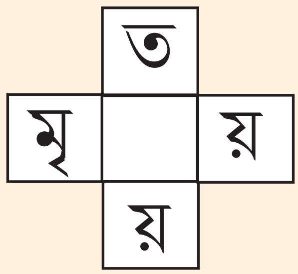

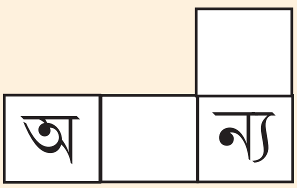

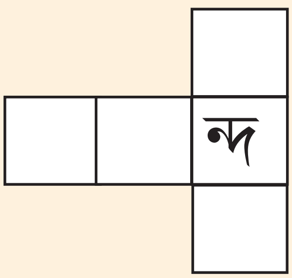

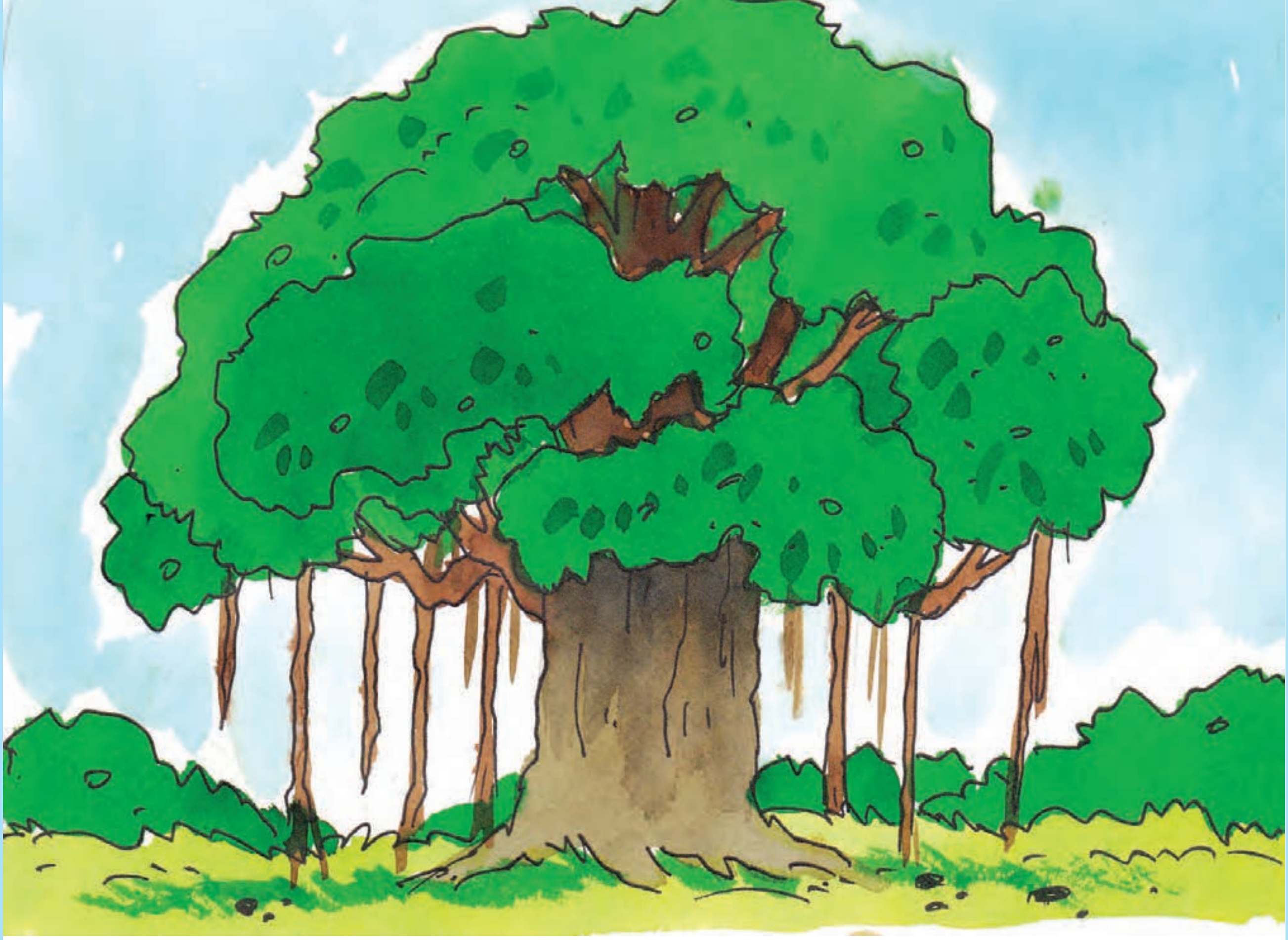

ঝুরি নামে মাটিতে

আফ্রিকা জুড়ে জঙ্গল। প্রকাণ্ড সব গাছ। এদের দৃপ্ত শিকড় মাটির গভীরে, প্লাবনও একে নড়াতে পারে না। ফ্যাকাসে আকাশে পাখির মেলা।

চলো আমরা রঙিন অংশগুলিকে ভেঙে দেখি :

প্র = প + র   প্ত = প + ত

প্ল = প + ল   ফ্য = ফ + য

ফ্র = ফ + র

এসো একইরকমের নতুন কথা শিখি :

প্রচুর, ফ্রক, ফ্যান, আপ্লুত, সপ্তাহ।

দাগ দিয়ে শব্দ খুঁজে বার করি ও লিখি :

ফ্রি আ কা প্র চু প্লু ভু স র ফ্যা ন প্তা ত হ র

= ফ্যান

=

=

=

=

হাটে বাজারে

বাজার বসেছে ব্রজপুরে। ব্যবসায়ীরা পশরা আনেন গ্রামগঞ্জ থেকে। এখানে সবই সহজলভ্য। ভ্রমর এসেছে বাবার সঙ্গে। লোকজনের হাঁকডাকের শব্দে বাজার মশগুল। মাছের দোকানে বিকোচ্ছে জব্বর একটা কাতলা মাছ। দেখেতো ও তাজ্জব হয়ে গেছে।

চলো আমরা রঙিন অংশগুলিকে ভেঙে দেখি :

ব্দ	=	ব	+	দ
ভ্য	=	ভ	+	য
ব্র	=	ব	+	র
ব্য	=	ব	+	য
ব্ব	=	ব	+	ব
ভ্র	=	ভ	+	র

এসো একইরকমের নতুন কথা শিখি :

জব্দ, আব্বা, ব্যয়, তীব্রতা, সভ্য, ভ্রমণ।

নতুন নতুন কথা বানাই :

	ব্যা	
অ		য়
	কু	ল
স		তা
	ব্র	

আমরা পাঠ থেকে কথা নিয়ে ছকটি পূরণ করি :

পাশাপাশি

২. ভুল

৪. সাজা পেয়েছে এমন

৬. যেখানে বেচাকেনা চলে

উপর- নীচ

১. বেড়াতে যাওয়া

৩. আওয়াজ।

৪. খুব বড়ো, বিরাট।

৫. আব্বা।

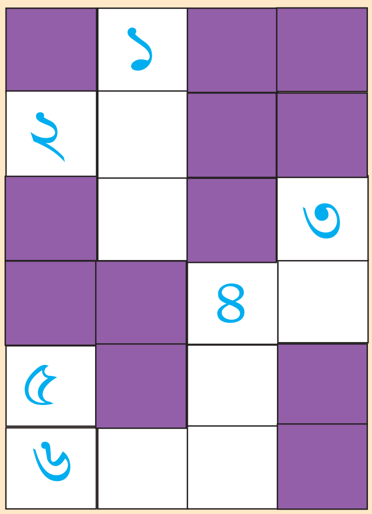

সমাধান

পাশাপাশি	উপর-নীচ
২. ভ্রম,	১. ভ্রমণ,
৪. জব্দ,	৩. শব্দ,
৬. বাজার।	৪. জব্বর,
	৫. বাবা।

পাহাড়ের হাতছানি

লম্বা পাহাড়ি পথ। নিম্নে নদী। লম্ফ-ঝম্ফ করলে চলবে না। আলো ম্লান হয়ে এসেছে। আর ওঠা অসম্ভব। সবার সম্মতি নিয়ে এখানেই তাঁবু ফেলো। দেখো ঐ সুরম্য পাহাড়ের চূড়ার হাতছানি।

চলো আমরা রঙিন অংশগুলিকে ভেঙে দেখি :

ম্ন	=	ম	+	ন
ম্ব	=	ম	+	ব
ম্ম	=	ম	+	ম
ম্ভ	=	ম	+	ভ
ম্ফ	=	ম	+	ফ
ম্ল	=	ম	+	ল
ম্য	=	ম	+	য

এসো একইরকমের নতুন কথা শিখি : সম্বল, আম্মা, আরম্ভ, কম্পন, গুম্ফ, অম্ল, আম্র ।

সাজিয়ে নিয়ে শব্দ বানাই এবং বাক্য রচনা করি :

ল ম্ব অ ________ ________________________________

ন ক ম্প ________ ________________________________

স অ ব ম্ভ ________ ________________________________

তি ম্ম স ________ ________________________________

ন্ম ত য় ________ ________________________________

অজানা ইতিহাস

রোদ্দুরে কুয়াশার পর্দা কর্পূরের মতো উবে গেল। সামনেই পুরানো দুর্গ। বয়সের ভারে জীর্ণ। তবু নির্বিকার দাঁড়িয়ে। আমরা ধৈর্য ধরে ঘুরে ঘুরে দেখি। এই দুর্গে লুকিয়ে আছে অজানা ইতিহাসের বর্ণময় কথা। এ নিয়ে কারও মনে কোনো তর্ক নেই।

চলো আমরা রঙিন অংশগুলিকে ভেঙে দেখি :

র্দ	=	র	+	দ	র্প	=	র	+	প
র্ণ	=	র	+	ণ	র্ব	=	র	+	ব
র্গ	=	র	+	গ	র্য	=	র	+	য

র্ক	=	র	+	ক

এসো একইরকমের নতুন কথা শিখি : অর্চনা, চর্ম, দর্শন, অর্ধ, ফর্দ, চর্চা, বার্ষিক

ডানদিক ও বামদিক মেলাই :

র	+	গ		দ্র
র	+	ক		র্য
দ	+	র		র্গ
ক	+	র		র্ক
র	+	য		ক্র

একই অর্থযুক্ত শব্দ পাঠ থেকে খুঁজে নিয়ে লিখি :

যবনিকা = ______

কেল্লা = ______

ভগ্নপ্রায় = ______

উদাসীন = ______

মজার চিড়িয়াখানা

গিয়েছিলাম চিড়িয়াখানায়। বল্গা হরিণ, ভাল্লুক দেখলাম। আর দেখলাম উল্টে-পাল্টে লাফ দিচ্ছে হনুমান। পাশেই বোল্ডার দিয়ে ঘেরা গন্ডারের খাঁচা। উটপাখির গা যেন কল্কাদার শাল! এসব একেবারেই কল্পনা নয়। সত্যিই মজার অভিজ্ঞতা!

চলো আমরা রঙিন অংশগুলিকে ভেঙে দেখি :

ল্গ	=	ল	+	গ	ল্ক	=	ল	+	ক
ল্ট	=	ল	+	ট	ল্ড	=	ল	+	ড
ল্ল	=	ল	+	ল	ল্প	=	ল	+	প

এসো একইরকমের নতুন কথা শিখি : শিল্প, কল্য,

পল্টন, বিল্ব, উল্লাস, ল্যাংচা, গুল্ম

পাঠটি পড়ে একটি বাক্যে উত্তর লিখি :

১. চিড়িয়াখানায় হনুমান কীভাবে লাফ দিচ্ছে ?

২. গন্ডারের খাঁচা কী দিয়ে ঘেরা ?

৩. উট পাখির গা-কেমন ?

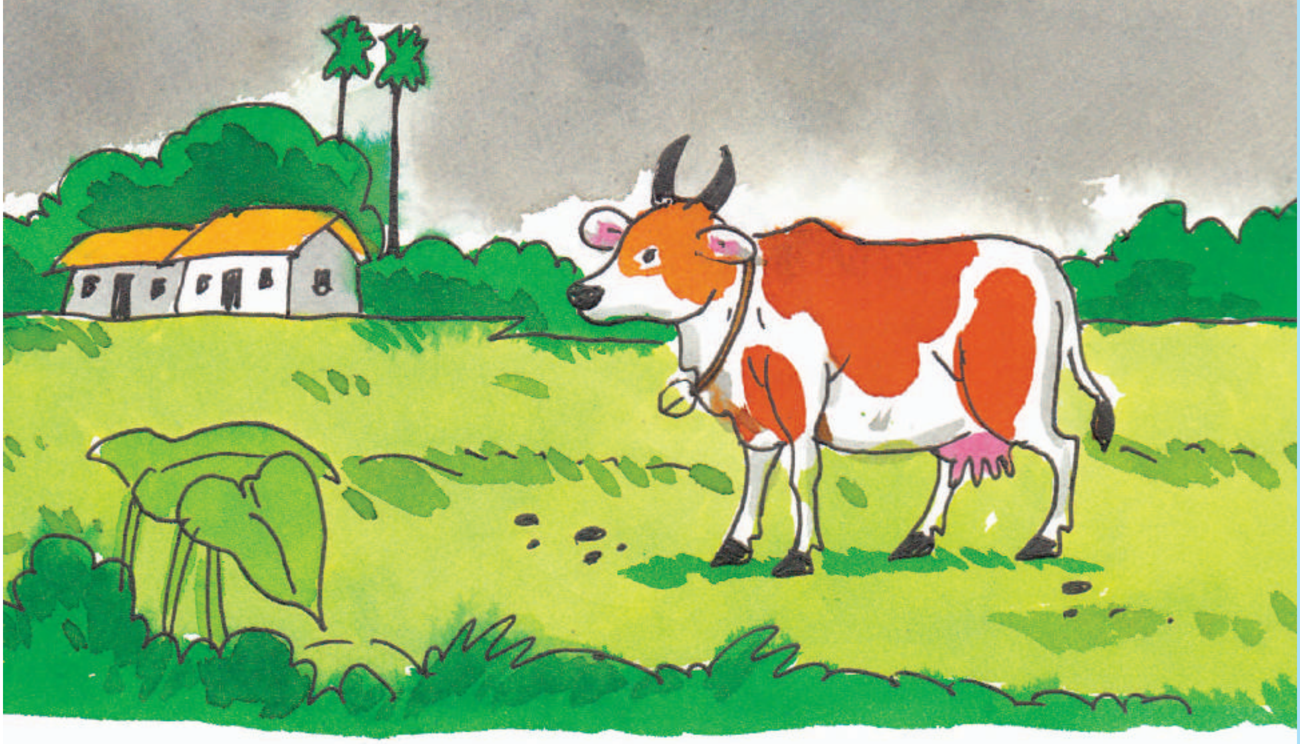

মেঘের ঘনঘটা

এখন শ্রাবণ মাস। পশ্চিমে ঘন কালো মেঘ জমে। গোটা বিশ্ব নিথর নিশ্চুপ। অবশ্যই ঝড় আসছে। শ্লথ পায়ে গোরু হাঁটছে মাঠে। আজ আর আলোর দর্শন মিলবে না। বিকেলে বেড়াতে যাবার প্রশ্নই নেই।

চলো আমরা রঙিন অংশগুলিকে ভেঙে দেখি :

শ্র = শ + র

শ্ব = শ + ব

শ্ল = শ + ল

শ্চ = শ + চ

শ্ন = শ + ন

এসো একইরকমের নতুন কথা শিখি :

বর্শা, দৃশ্য, নিশ্চয়,

প্রশ্ন, শ্লাঘা, রশ্মি

শ্র/ শ্রা/ শ্রু/ শ্ল/ শ্লা/ শ্য/ শ্চি/ শ্ব/ শ্ন বসিয়ে পাশাপাশি শব্দ তৈরি করি :

দৃ				ঘা		প্র	
	প		ম			ব	ণ
	তি		বি				ন্ত
		থ		বি		ম	

পাঠ পড়ে একটি বাক্যে উত্তর লিখি :

১. কোথায় ঘন কালো মেঘ জমে ?

২. গোরু কেমন করে হাঁটে ?

৩. আজ আর কী মিলবে না ?

জল থইথই

সকাল থেকে বৃষ্টি। কিছুই শুষ্ক নেই। বর্ষাতি গায়ে লোক চলেছে পথে। কোনোক্রমে গা-বাঁচাতে এই শ্রেষ্ঠ পথ। একমাত্র কৃষ্ণকাকুর দোকান খোলা। যাই, সর্ষে আনতে হবে।

চলো উপরের রঙিন অংশগুলিকে ভেঙে দেখি :

ষ্ক	=	ষ	+	ক	ষ্ট	=	ষ	+	ট
ষ্ঠ	=	ষ	+	ঠ	ষ্ণ	=	ষ	+	ণ

এসো একইরকমের নতুন কথা শিখি : নষ্ট, সৃষ্টি, পুষ্করিণী, পৃষ্ঠা, কাষ্ঠ, বিষ্ণু, বৈষ্ণব।

নতুন একটা শব্দ বানাই :

ষ্ট	→	সৃষ্টি	বৃষ্টি
ষ্ঠ	→	কাষ্ঠ	
ষ্ক	→	আবিষ্কার	
ষ্ণ	→	জিষ্ণু	

পাঠটি পড়ে একটি বাক্যে উত্তর লিখি :

১. পথে লোক কী গায়ে দিয়ে চলেছে?

২. কার দোকান খোলা?

৩. কী আনতে যেতে হবে?

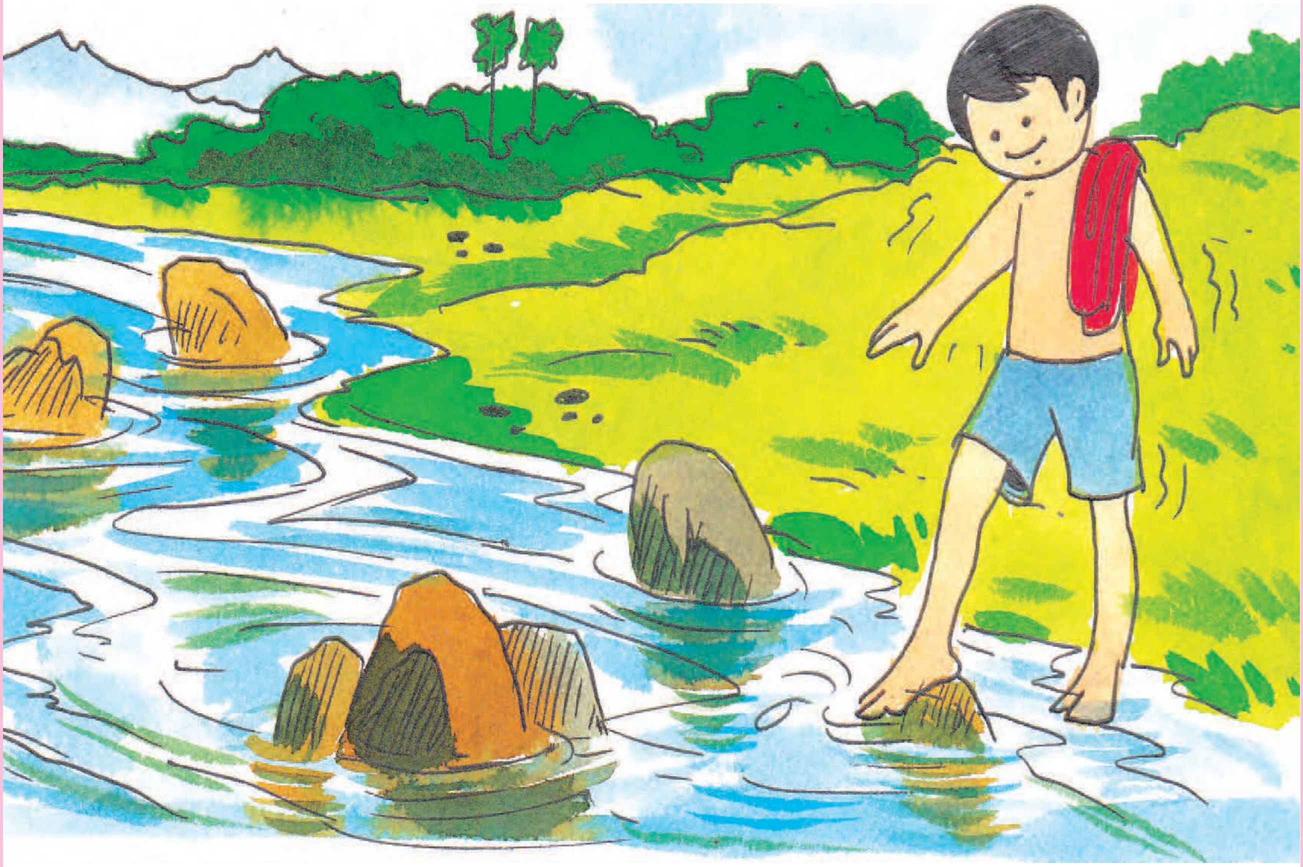

নাইতে নামি

নদীতে খুব স্রোত। আস্তে নামি। অস্থির হলে চলবে না। ইস্পাতের মতো শক্ত পাথরে পা রেখে স্নান সারতে হবে। চলো স্পর্শ করি ঠান্ডা নির্মল জল। এত স্বচ্ছ আর স্পষ্ট যে নীচ অব্দি দেখা যায়।

চলো আমরা রঙিন অংশগুলিকে ভেঙে দেখি :

স্র = স + র

স্ব = স + ব

স্থ = স + থ

স্প = স + প

স্ত = স + ত

স্ন = স + ন

এসো একইরকমের নতুন কথা শিখি :

অজস্র, স্থাপন, অস্পষ্ট, স্নাত, স্বপ্না, রহস্য ।

নীচের যুক্তব্যঞ্জনগুলিকে শব্দের প্রথমে, মাঝে এবং শেষে ব্যবহার করে অর্থপূর্ণ শব্দ বানাই:

স্তা স্প
স্পৃ স্র

○	ষ্ট	ত
নি	○	হ

	○	ষ্টা
প্র	○	ব

স	হ	○

নতুন শব্দগুলিকে বাক্যে ব্যবহার করি :

....

....

বিকেলের নানা রং

এখন অপরাহ্ণ বেলা। হ্রদের জলে সূর্য অস্ত যায়। সারা আকাশ জুড়ে লাল বহ্নির রকমারি ছটা। দেখে আহ্লাদে মন ভরে যায়। এমন সন্ধ্যার আহ্বান মনোমুগ্ধকর।

চলো আমরা রঙিন অংশগুলিকে ভেঙে দেখি :

হ্ল	=	হ	+	ল	হ্ব	=	হ	+	ব
হ্ণ	=	হ	+	ণ	হ্র	=	হ	+	র

হ্ন	=	হ	+	ন

এসো একইরকমের নতুন কথা শিখি : পূর্বাহ্ণ, সায়াহ্ন, চিহ্ন, দাহ্য, প্রহ্লাদ ।

ঠিক জায়গায় যুক্তবর্ণ বসাই :

পূ	র্বা		
ম	ধ্যা		
সা	য়া		
অ	প	রা	

পাঠটি পড়ে একটি বাক্যে উত্তর লিখি :

১.বিকেলের আরেক নাম কী ?

২.কার জলে সূর্য অস্ত যায় ?

৩.আকাশ জুড়ে কীসের রকমারি ছটা ?

See and say :

CAPITAL LETTERS

VOWEL					
A	B	C	D		
E	F	G	H		
I	J	K	L	M	N
O	P	Q	R	S	T
U	V	W	X	Y	Z
	CONSONANT				

small letters

vowel					
a	b	c	d		
e	f	g	h		
i	j	k	l	m	n
o	p	q	r	s	t
u	v	w	x	y	z
	consonant				

Circle the capital letters :

This is my bat.

I love my school.

That is Debu's ball.

We live in India.

We play cricket every Sunday.

The Taj Mahal is in India.

Read the sentences. Notice the Capital Letters :

1. She is Minu .
2. I have a pet cat.
3. Pinaki is my brother.

Use of Capital Letters :

1. In case of **I**
2. At the beginning of a sentence
3. In case of names of people, place, village, country, river, mountain, days of the week etc.

Rewrite the sentences using capital letters :

i am mouli. mita is my friend. we live in belna. belna is beside the river damodar. every sunday, we play together.

See and say :

Say :

1

one cat

bat mat

hat rat

2

two dogs

bog hog

fog log

See and say :

Say :

3 three

hug mug
jug rug

three bugs

4 four

den pen
men ten

four hens

See and say :

Say :

5 five

big fig

dig wig

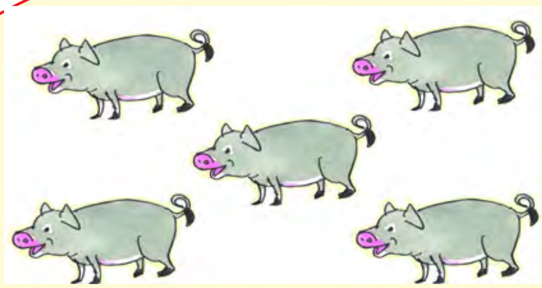

five pigs

6 six

cook moon

hook pool

six books

See and say :

Say :

7 seven

call hall

fall tall

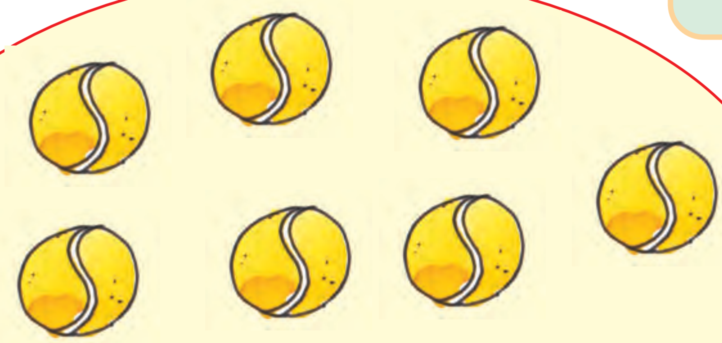

seven balls

8 eight

free heel

jeep peel

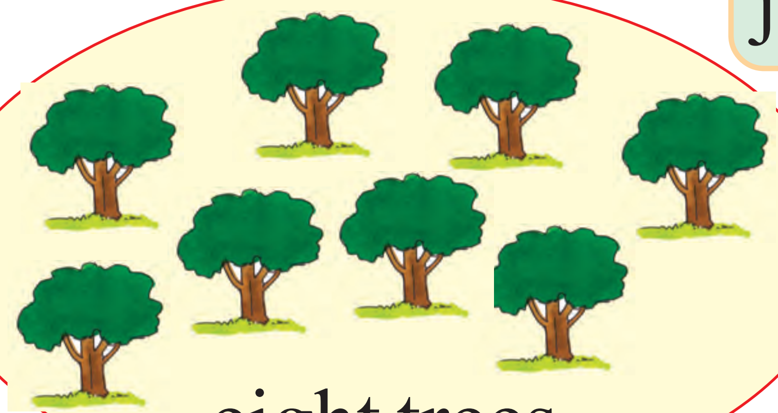

eight trees

See and say :

Say :

9 nine

ship cash

shut fish

nine shops

10 ten

back clock

pack rock

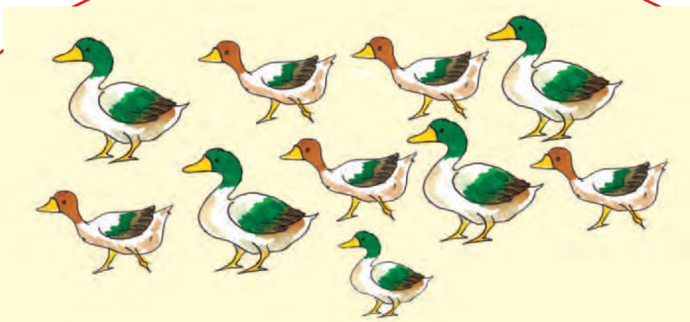

ten ducks

Look at the pictures. Fill in the gaps :

three green trees

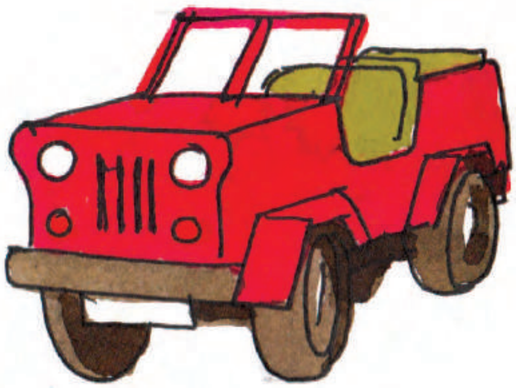 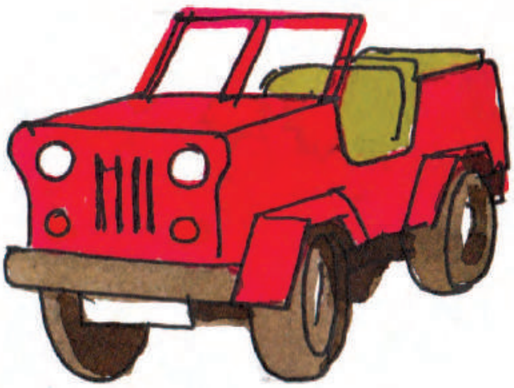

_______________ red jeeps

Look at the pictures. Fill in the gaps :

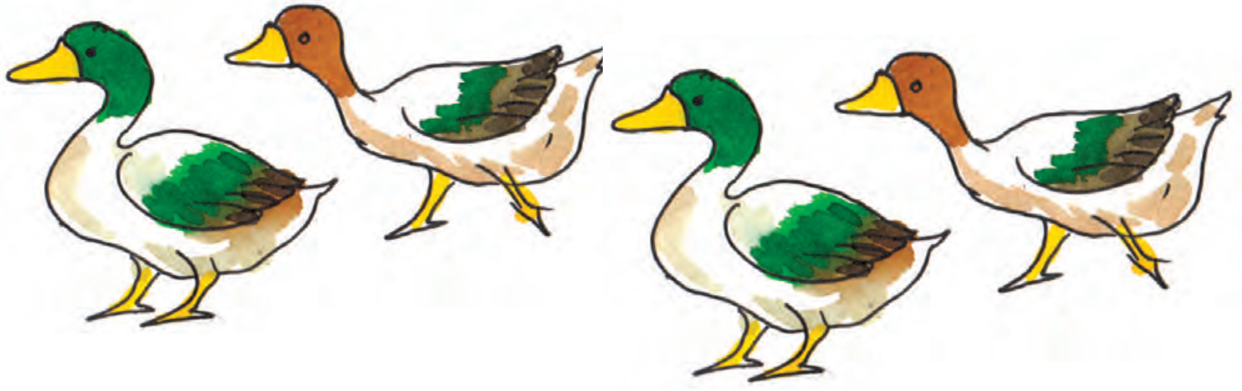

__________________ small ducks

__________________ big bags

Look at the pictures. Fill in the gaps :

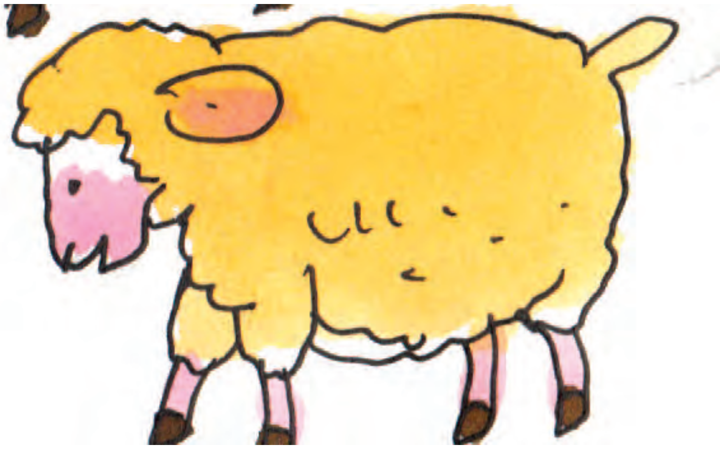

____________________ fat sheep

____________________ huge ships

Look at the pictures. Fill in the gaps :

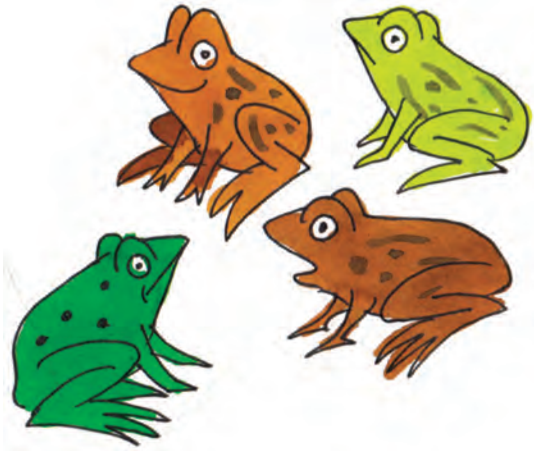

__________________ hopping frogs

__________________ sailing boat

Look at the pictures. Fill in the gaps :

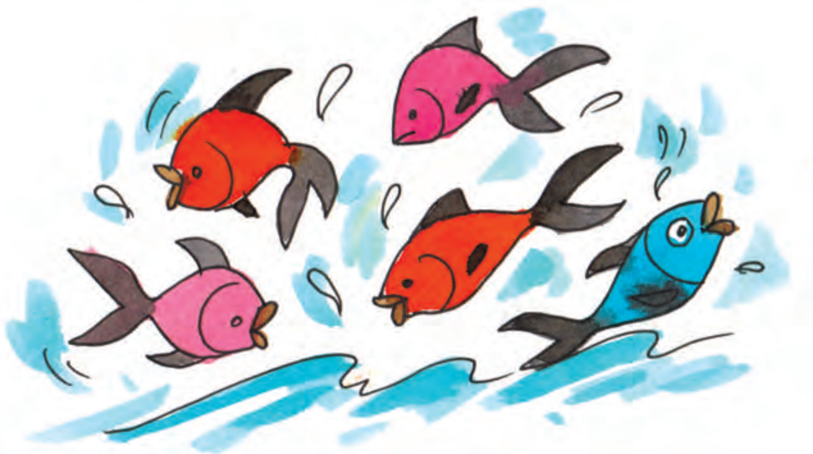

_______________ jumping fishes

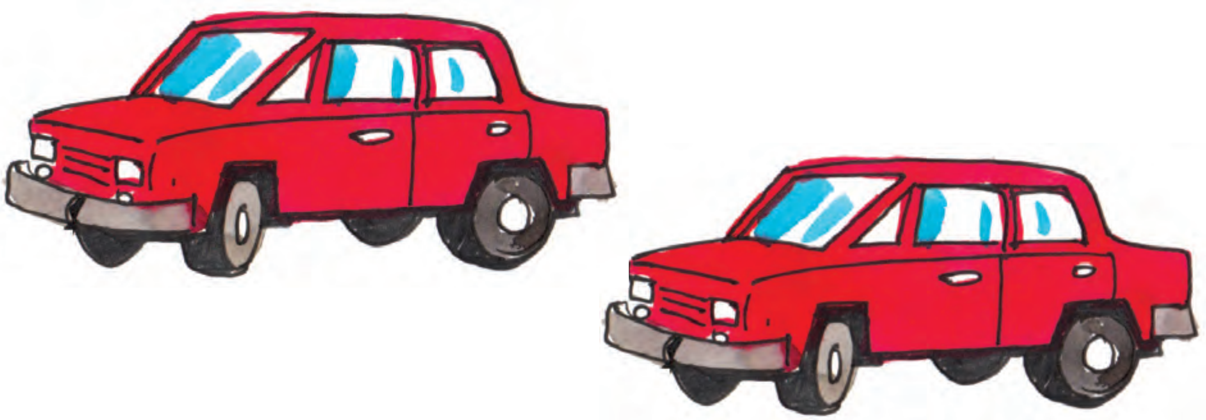

_______________ tiny cars

Match column A with column B :

A	B
1) sky	a) green
2) milk	b) black
3) leaf	c) yellow
4) crow	d) white
5) yolk	e) blue

Colour the picture. Write three sentences about the picture:

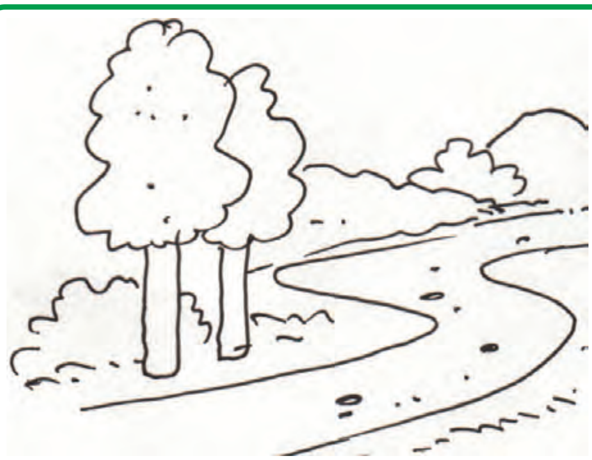

____

____

____

____

____

____

____

See and Say :

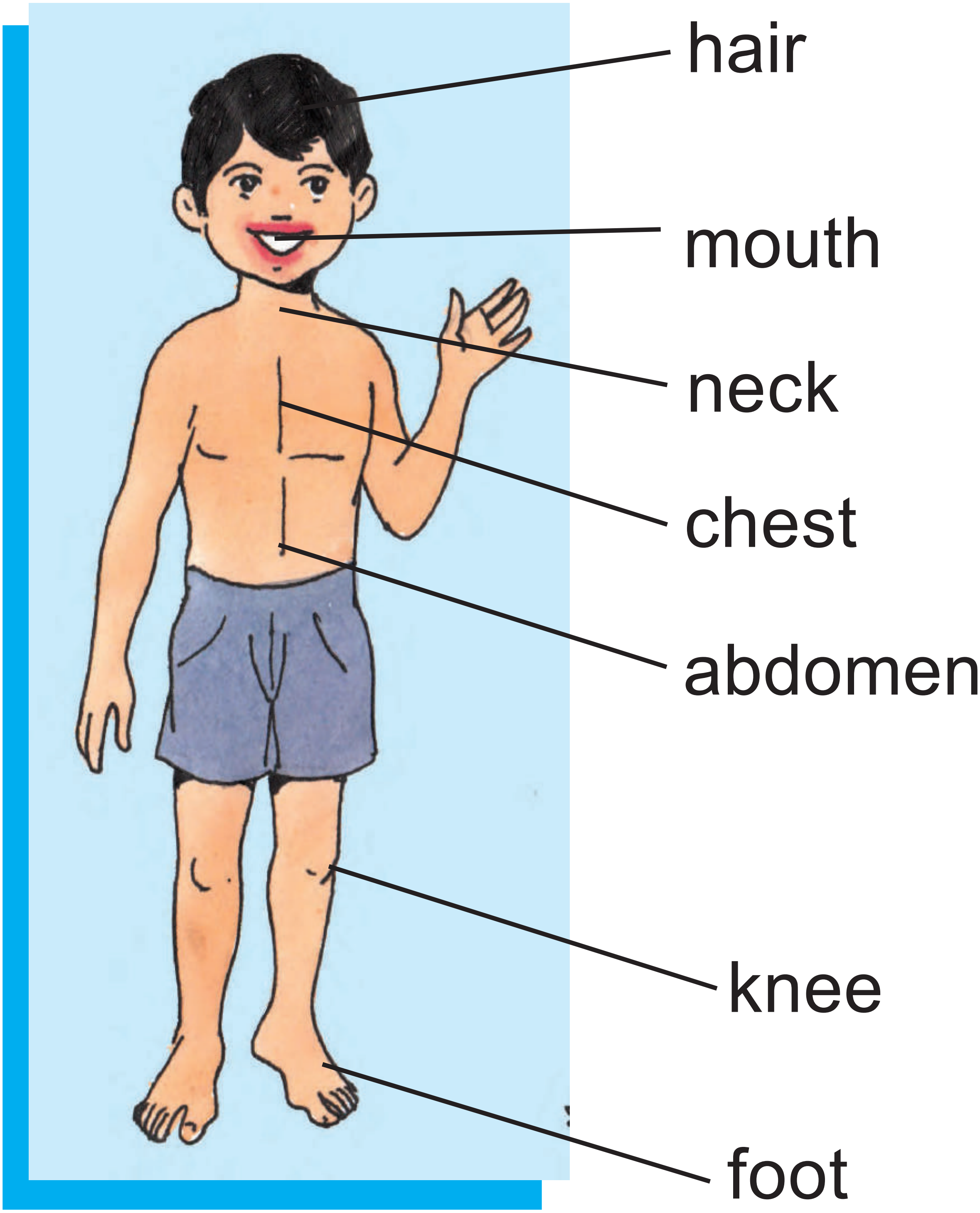

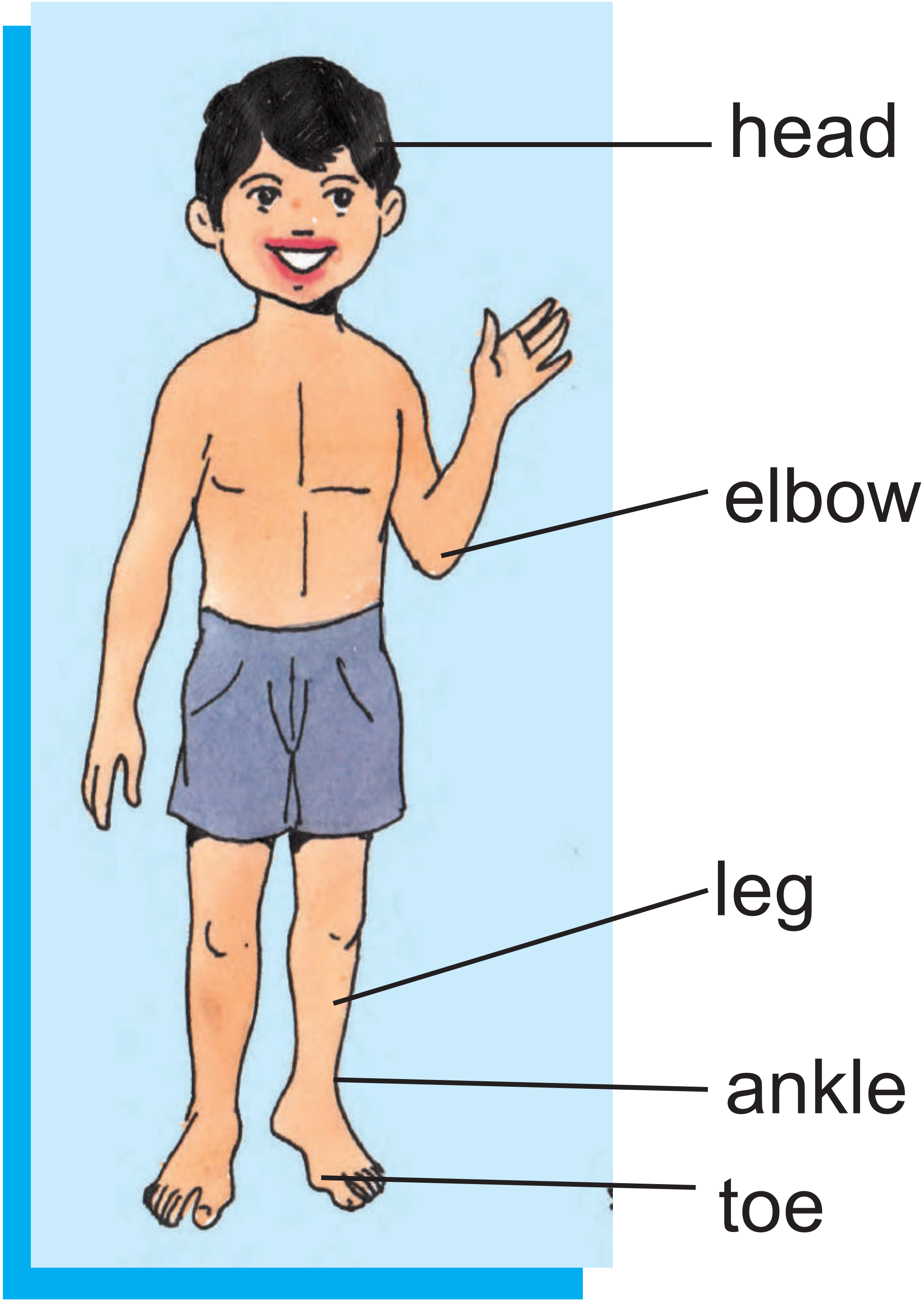
head
elbow
leg
ankle
toe

See the words in the help box .
Fill in the gaps correctly :

1. I ________ my hands.

2. I ________ my head.

3. I ________ on my legs.

4. I ________ on my feet.

Help box

nod

clap

run

stand

আলো আমার আলো

আলো আমার, আলো ওগো, আলো ভুবন-ভরা
আলো নয়ন-ধোওয়া আমার, আলো হৃদয়-হরা ॥
নাচে আলো নাচে, ও ভাই, আমার প্রাণের কাছে—
বাজে আলো বাজে, ও ভাই, হৃদয়বীণার মাঝে—
জাগে আকাশ, ছোটে বাতাস, হাসে সকল ধরা ॥
আলোর স্রোতে পাল তুলেছে হাজার প্রজাপতি।
আলোর ঢেউয়ে উঠল মেতে মল্লিকা মালতী।
মেঘে মেঘে সোনা, ও ভাই, যায় না মানিক গোনা—
পাতায় পাতায় হাসি, ও ভাই, পুলক রাশি রাশি—
সুরনদীর কূল ডুবেছে সুধা-নিঝর-ঝরা ॥

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

শিখন পরামর্শ : *শিক্ষার্থীরা শ্রেণিকক্ষে উপরের গানটি সুর ও ছন্দ মিলিয়ে গাইবে।*

প্রভাত বর্ণন

মদনমোহন তর্কালঙ্কার

পাখি সব করে রব, রাতি পোহাইল।
কাননে কুসুম কলি, সকলি ফুটিল॥
রাখাল গোরুর পাল, লয়ে যায় মাঠে।
শিশুগণ দেয় মন, নিজ নিজ পাঠে॥
ফুটিল মালতী ফুল, সৌরভ ছুটিল।
পরিমল লোভে অলি, আসিয়া জুটিল॥
গগনে উঠিল রবি লোহিত বরণ।
আলোক পাইয়া লোক, পুলকিত মন॥

শিখন পরামর্শ : *শিক্ষার্থীরা শ্রেণিকক্ষে উপরের কবিতাটি ছন্দ সহযোগে পাঠ করবে।*

শীতল বাতাস বয়, জুড়ায় শরীর।
পাতায় পাতায় পড়ে, নিশির শিশির ॥
উঠো শিশু, মুখ ধোও, পরো নিজ বেশ।
আপন পাঠেতে মন, করহ নিবেশ ॥

নীচের ছবিটিকে নিজের পছন্দ মতো রং করি :

See and say :

tongue

nose

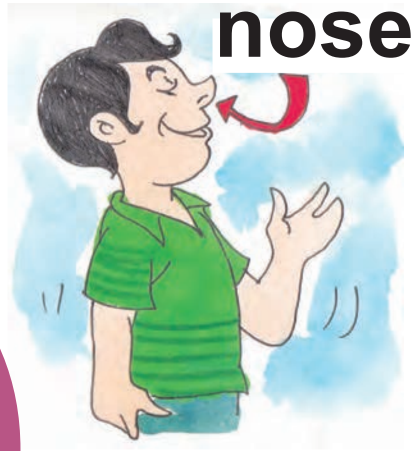

eye

sense organs

ear

skin

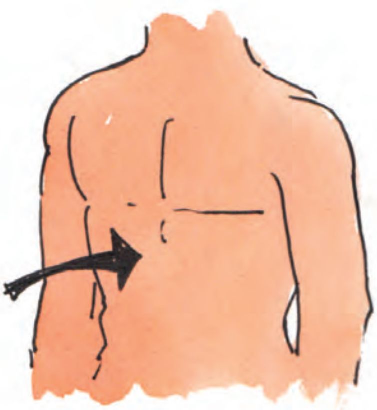

See the words in the help box . Fill in the gaps correctly :

1. I ________________ with my eyes.
2. I ________________ with my nose.
3. I ________________ with my ears.
4. I ________________ with my tongue.
5. I ________________ with my skin.

Help box

smell taste

touch see

hear

See and write :

I can see a _______________.

I can see a _______________.

I can see a _______________.

I can see a _______________.

I can see a _______________.

Match column A with column B :

A	B
1. china rose	1. white
2. sunflower	2. pink
3. lotus	3. violet
4. lily	4. yellow
5. dahlia	5. red

See and write :

I can see a ______________.

I can see a ______________.

See and write :

I can see a _______________.

I can see a _______________.

I can see a _______________.

Make a list of fruits :

1. l emon	4. b __________
2. m __________	5. g __________
3. j __________	6. w __________

Draw pictures of your favourite flowers and fruits:

Write the names of the flowers and fruits :

Flowers	Fruits
1.	1.
2.	2.
3.	3.

Listen and say :

Watermelon, watermelon
Rolling down the street.
Watermelon, watermelon
Stopped at my feet.

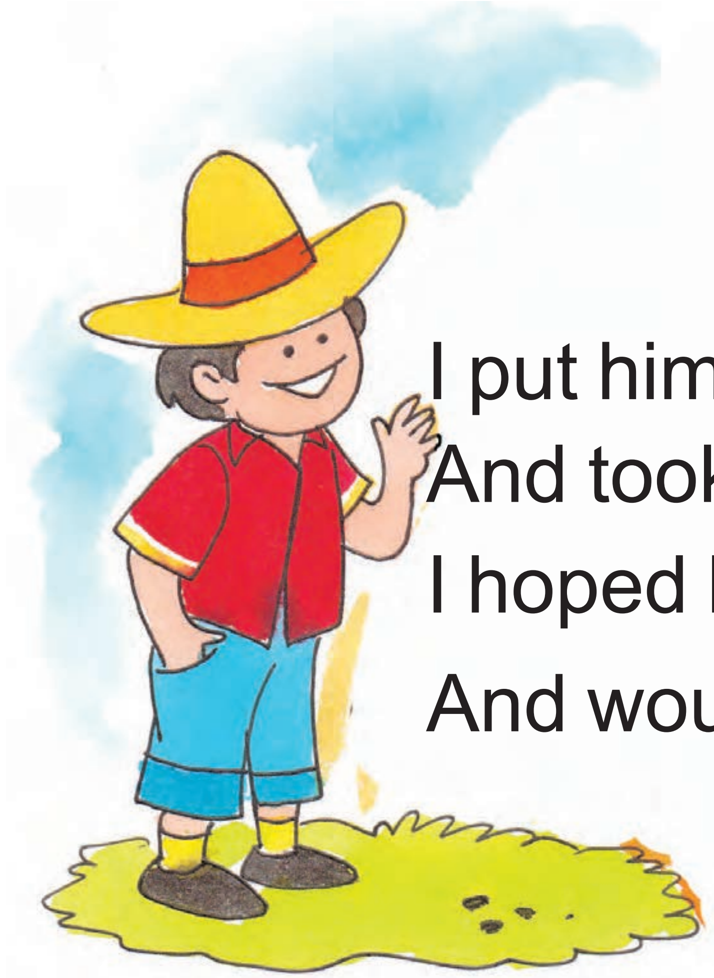

I put him in my wagon
And took him home.
I hoped he liked it
And wouldn’t try to roam.

See and say :

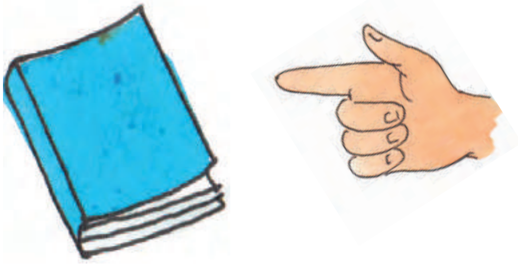

What is this ?
This is a book.

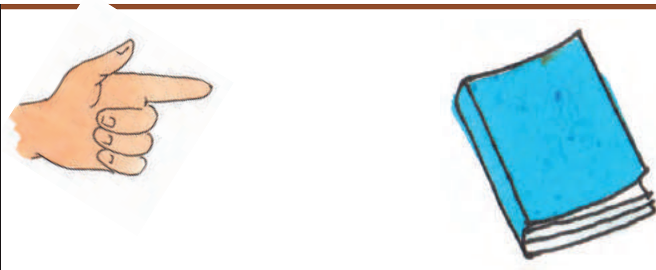

What is that ?
That is a book.

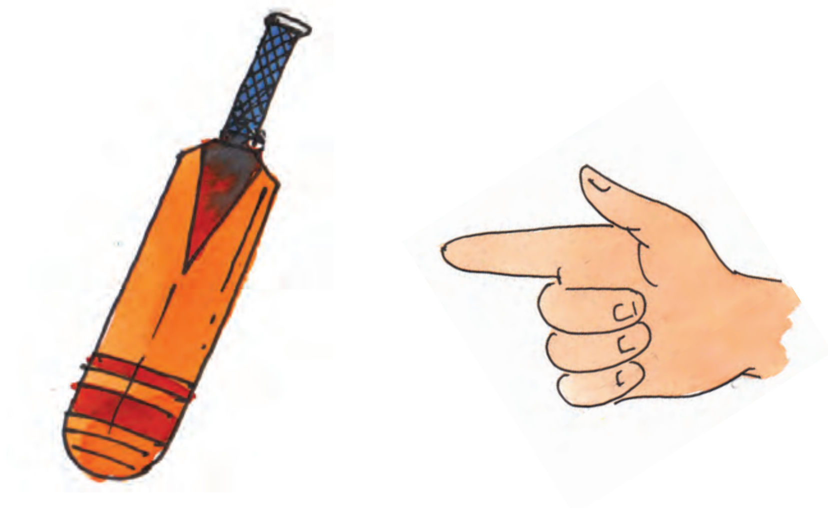

What is this ?

....

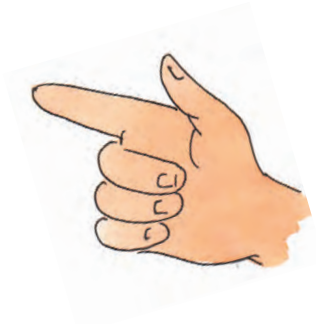

What is that ?

....

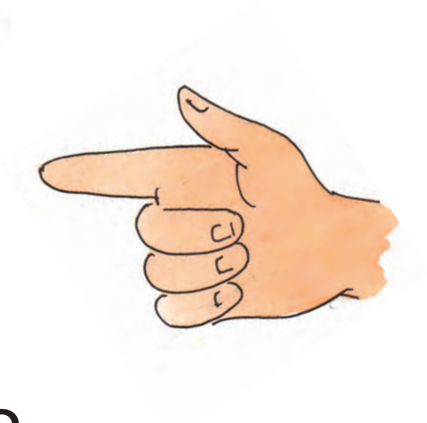

What is this ?

....

What is that ?

....

A telling sentence starts with a capital letter and ends with a full stop [.]

An asking sentence starts with a capital letter and ends with a question mark [?]

See and Say :

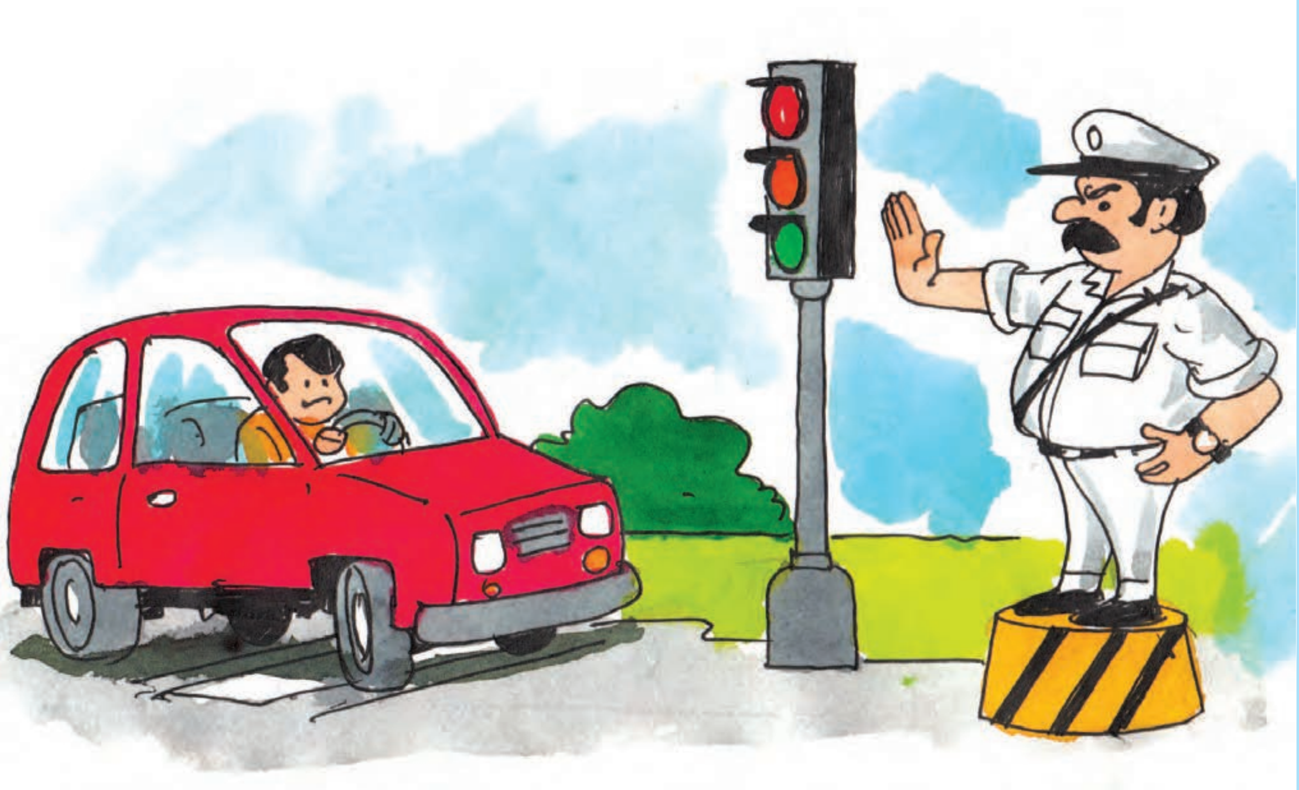

The signal was red.

The car did not stop at the signal.

The driver broke the rule.

Read the sentences:

There are six members in our family. They are my grandfather, grandmother, father, mother, sister and me. My father is a teacher. He teaches English. My mother is a housewife. She takes good care of us. My sister reads in class three. I am in class two. We are a very happy family.

Fill in the gaps with words from the passage:

a) There are __________ members in our family.

b) My father is a ______________.

c) My sister reads in class _______.

d) We are a very __________ family.

Draw the pictures :

the sun

a banana

a glass

a leaf

an umbrella

a hut

ছবি দেখে ফাঁকা ঘরে ঠিকমতো লিখি

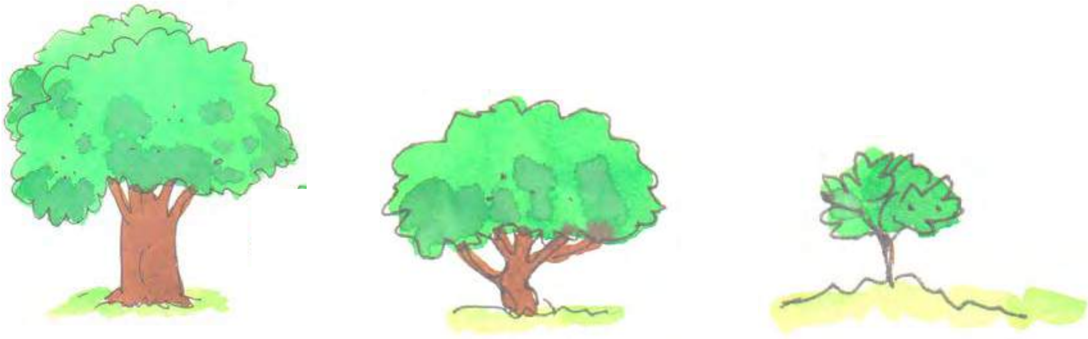

১ ২ ৩

ছবিতে ২নং গাছ ১নং গাছের চেয়ে ____, অথচ ৩নং গাছের চেয়ে লম্বা। এখানে ১নং গাছ সবচেয়ে ____ ও ৩নং গাছ সবচেয়ে ____।

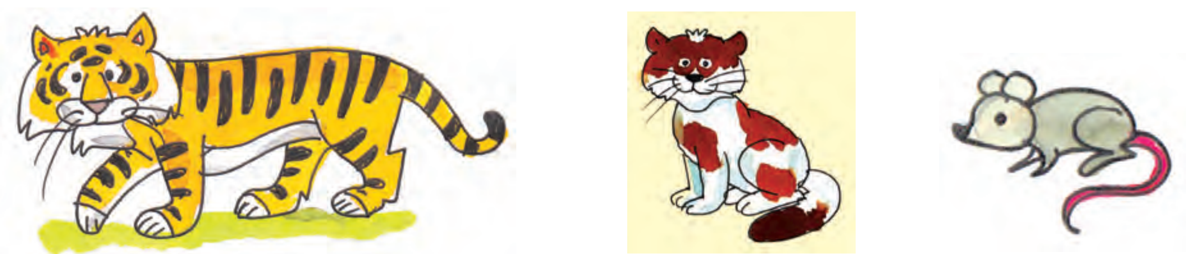

এখানে বিড়াল, বাঘের থেকে ____, অথচ ইঁদুরের চেয়ে বড়ো। এখানে ইঁদুর সবার থেকে ____, বাঘ সবার থেকে ____।

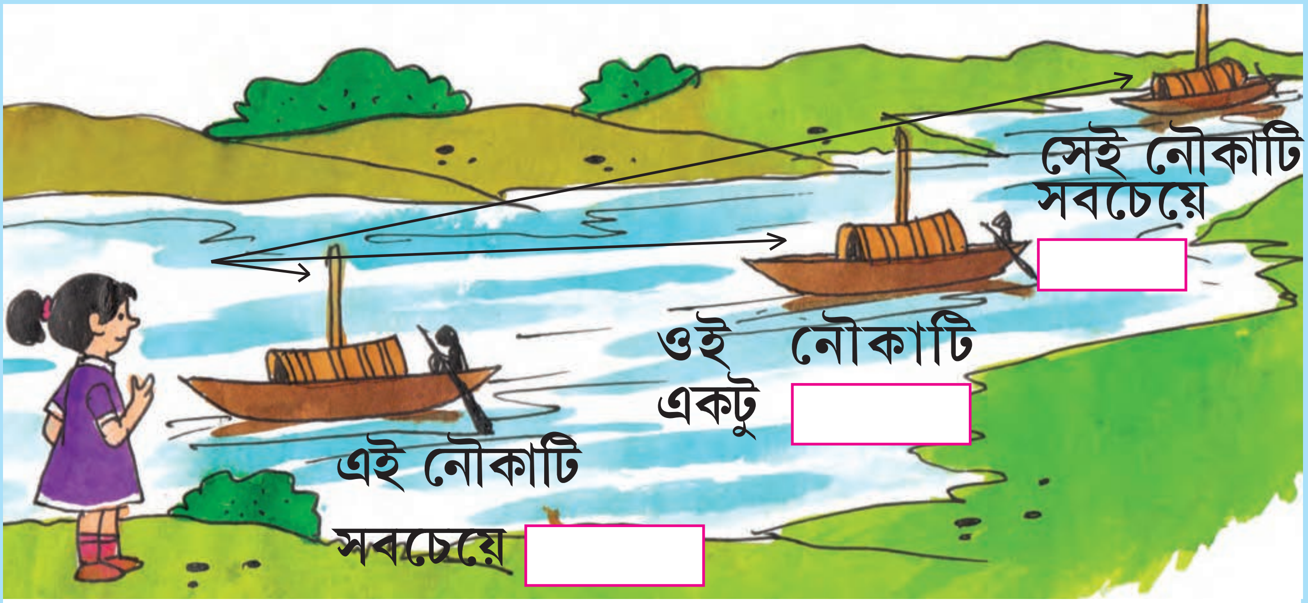

সাবিনা নদীর পাড়ে দাঁড়িয়ে দেখছে তিনটি নৌকার কোনটি তার কাছাকাছি আর কোনটি সবচেয়ে দূরে।

২ নং শিশিতে ১ নং শিশির থেকে ☐ মধু আছে, অথচ ৩ নং শিশির থেকে বেশি মধু আছে।

(১) মাঝের শিশিতে বাঁদিকের শিশির চেয়ে ☐ মধু আছে।

(২) মাঝের শিশিতে ডানদিকের শিশির চেয়ে

[ ] মধু আছে।

(৩) এখানে সবচেয়ে বেশি মধু আছে [ ]

নং শিশিতে।

(৪) এখানে সবচেয়ে কম মধু আছে [ ] নং

শিশিতে।

আমরা খাঁচার

[ ] অথচ হরিণ

খাঁচার [ ] ।

হনুমানও খাঁচার

[ভিতরে] ।

ছবি দেখে ফাঁকা ঘরে ঠিকমতো লিখি

মীর

রাজু

রানা

রাজুর হাতের বল, রানার হাতের বলের থেকে [বড়ো], অথচ মীরের হাতের বলের থেকে ______ । এখানে মীরের হাতের বল সবচেয়ে ______ ও রানার হাতের বল সবচেয়ে ______ ।

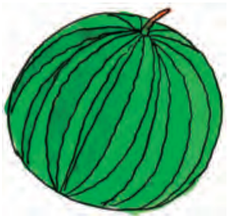

তরমুজ

কমলালেবু

লিচু

কমলালেবু, তরমুজের থেকে [হালকা], লিচুর থেকে ______ । এখানে তরমুজ সবথেকে ______, লিচু সবথেকে ______ ।

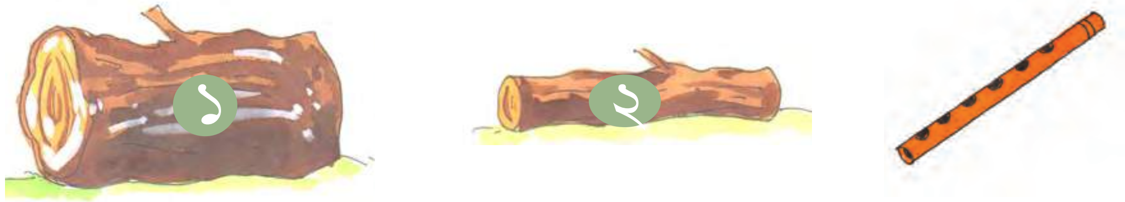

২নং গাছের গুঁড়ি ১নং গাছের গুঁড়ির থেকে ☐ অথচ বাঁশির থেকে [মোটা]। এখানে ১নং গাছের গুঁড়ি সবচেয়ে ☐। বাঁশি সবচেয়ে ☐।

এই আমটা একটু ☐-তে, তাই সৌমেন আঁকশি দিয়ে পাড়ছে।

এই আমটা অনেক ☐-তে। তাই ডেভিড গাছে উঠে পাড়ছে।

এই আমটা বেশ ☐-তে। তাই আসিফ মাটিতে দাঁড়িয়ে পাড়ছে।

এখানে সবচেয়ে উঁচুতে আম পাড়ছে ☐, সবচেয়ে ☐-তে আম পাড়ছে আসিফ।

ছবি দেখে ফাঁকা ঘরে ঠিকমতো লিখি

দিদিমা মেঝেতে বসে বই পড়ছে। বইটা মোটা। বোন টেবিলে বসে বই পড়ছে। বইটা দিদিমার বইয়ের থেকে ______।

ছেলেরা দৌড়াদৌড়ি করছে। ববি সবার ______ আছে।
সবার পেছনে আছে ______।

সলমন জনের সামনে আছে অথচ ববির ______ আছে।

জন সানির ______ আছে অথচ ______-এর পিছনে আছে।

ছবি দেখি ও খুঁজি

বেশি-কম, ভারী-হালকা, লম্বা-খাটো, বড়ো-ছোটো, দূরে- কাছে, ভিতরে- বাহিরে, মোটা-সরু, উপরে- নীচে, সামনে-পিছনে, সোজা-বাঁকা।

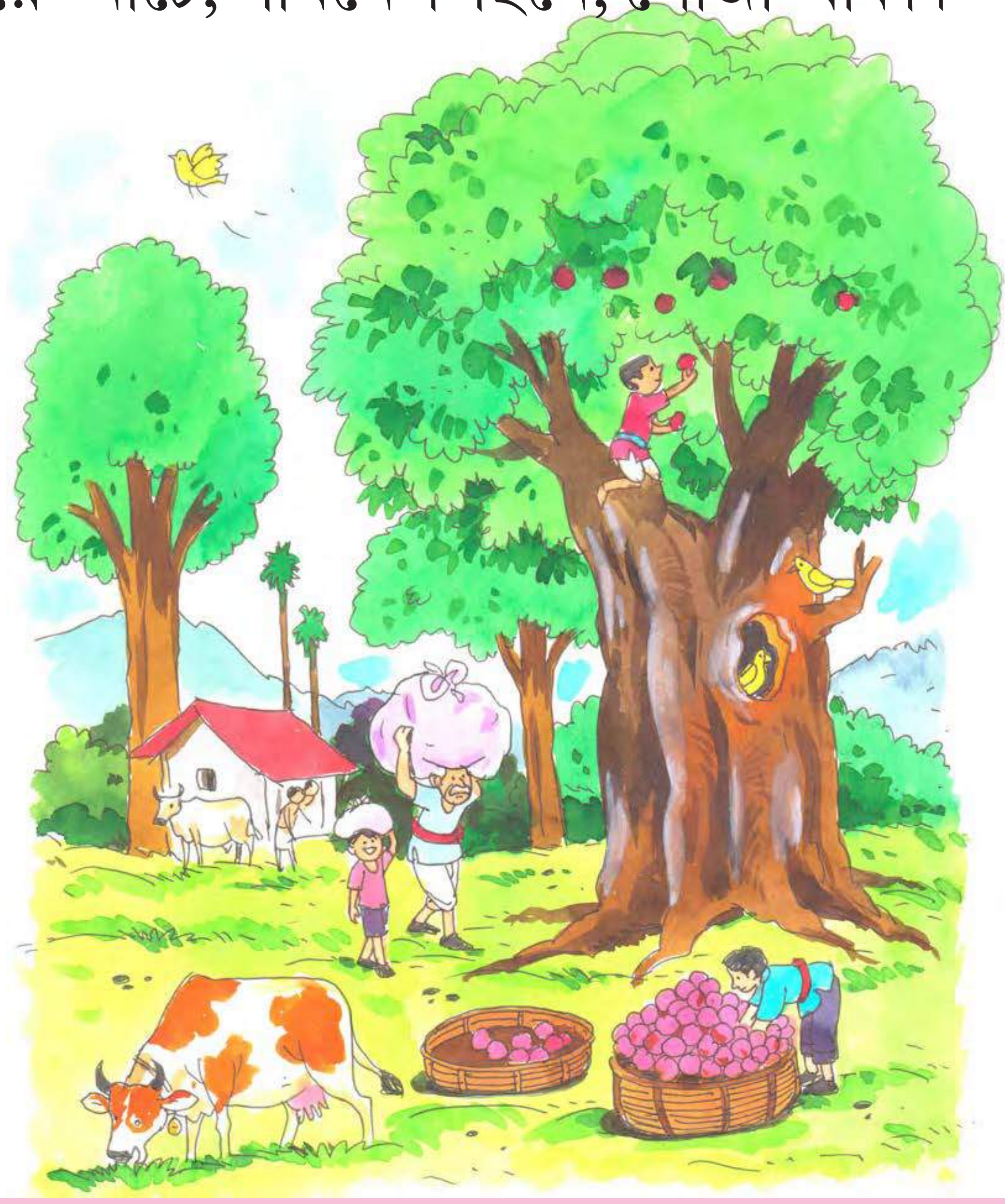

ছবি দেখে ফাঁকা ঘরে ঠিকমতো লিখি

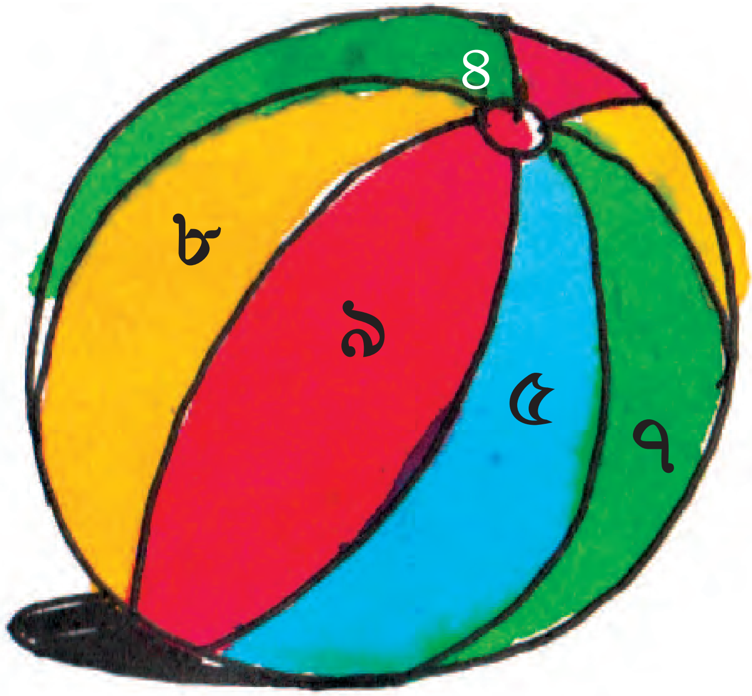

৪	<	৫	<	৭	<	৮	<	৯

	<		<		<		<	

ছবি দেখে ফাঁকা ঘরে ঠিকমতো লিখি

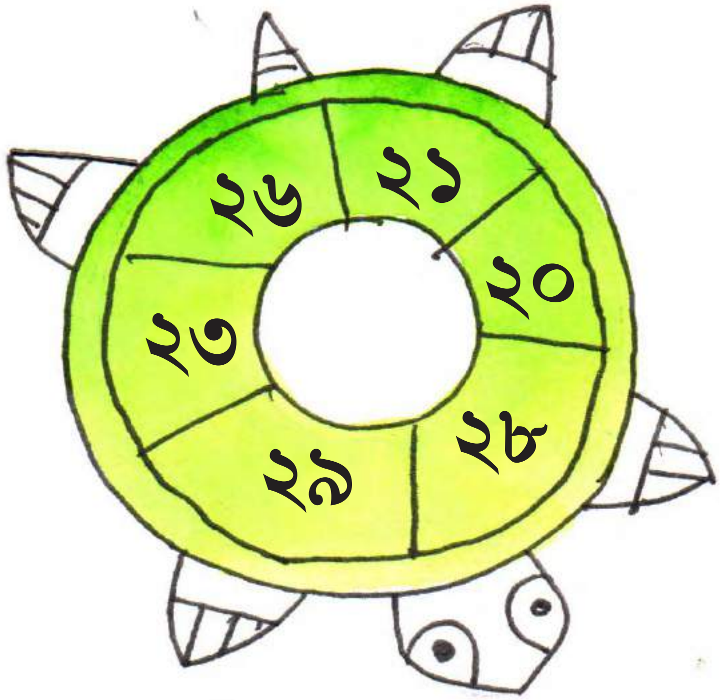

☐ < ☐ < ☐ < ☐ < ☐

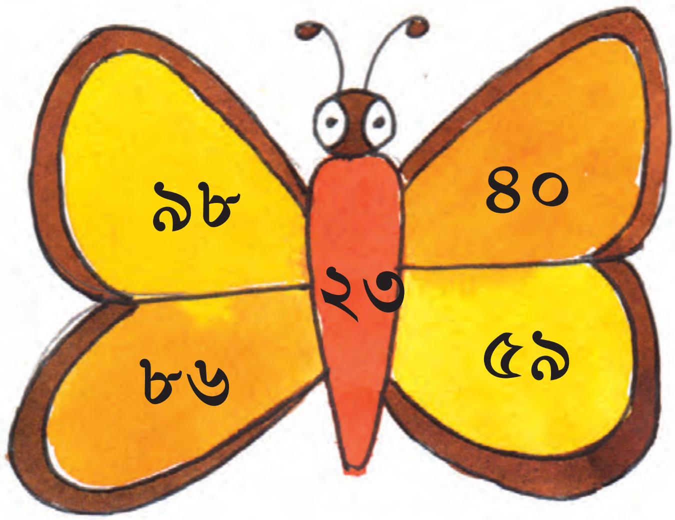

☐ < ☐ < ☐ < ☐ < ☐

ছবি দেখে ফাঁকা ঘরে ঠিকমতো লিখি

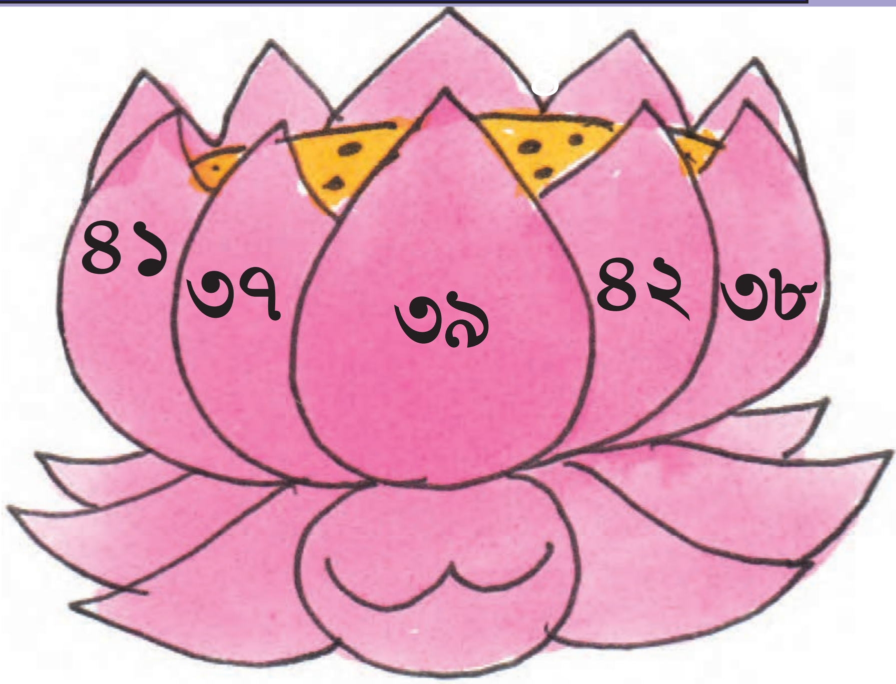

□ < □ < □ < □ < □

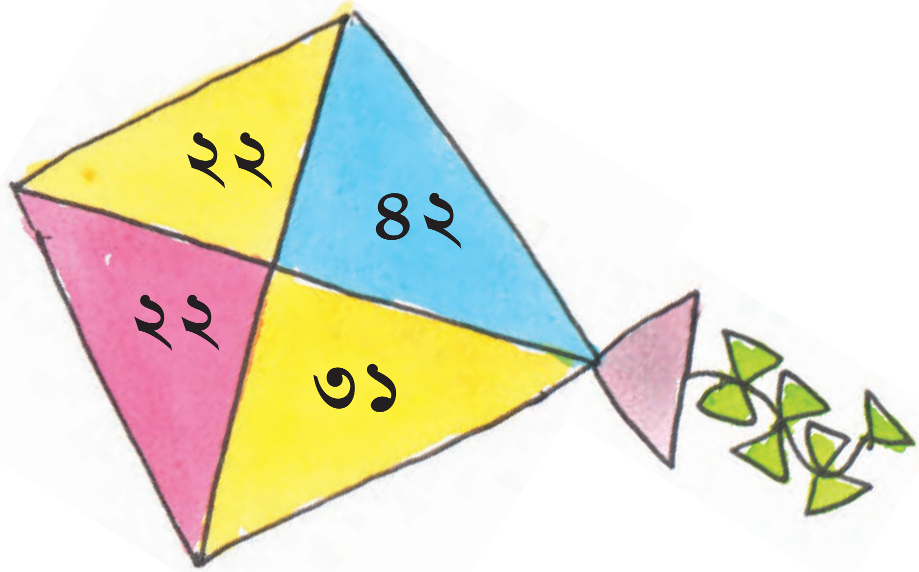

□ < □ < □ < □ < □

ছবি দেখে বুঝে লিখি

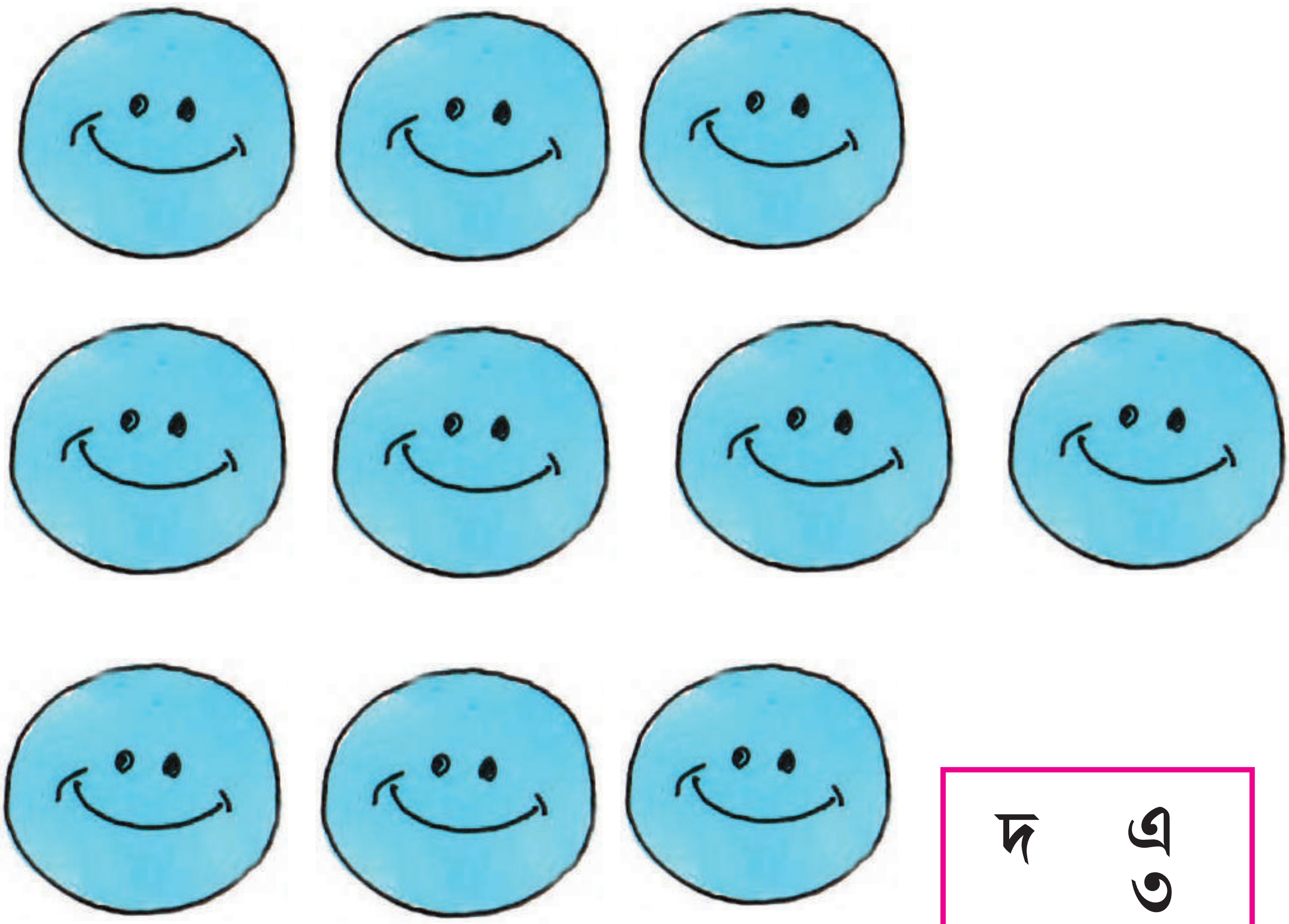

দ	এ
	৩
	+ ৪
	+ ৩
	☐

☐ + ☐ + ☐ = ☐

ছবি দেখে বুঝে লিখি

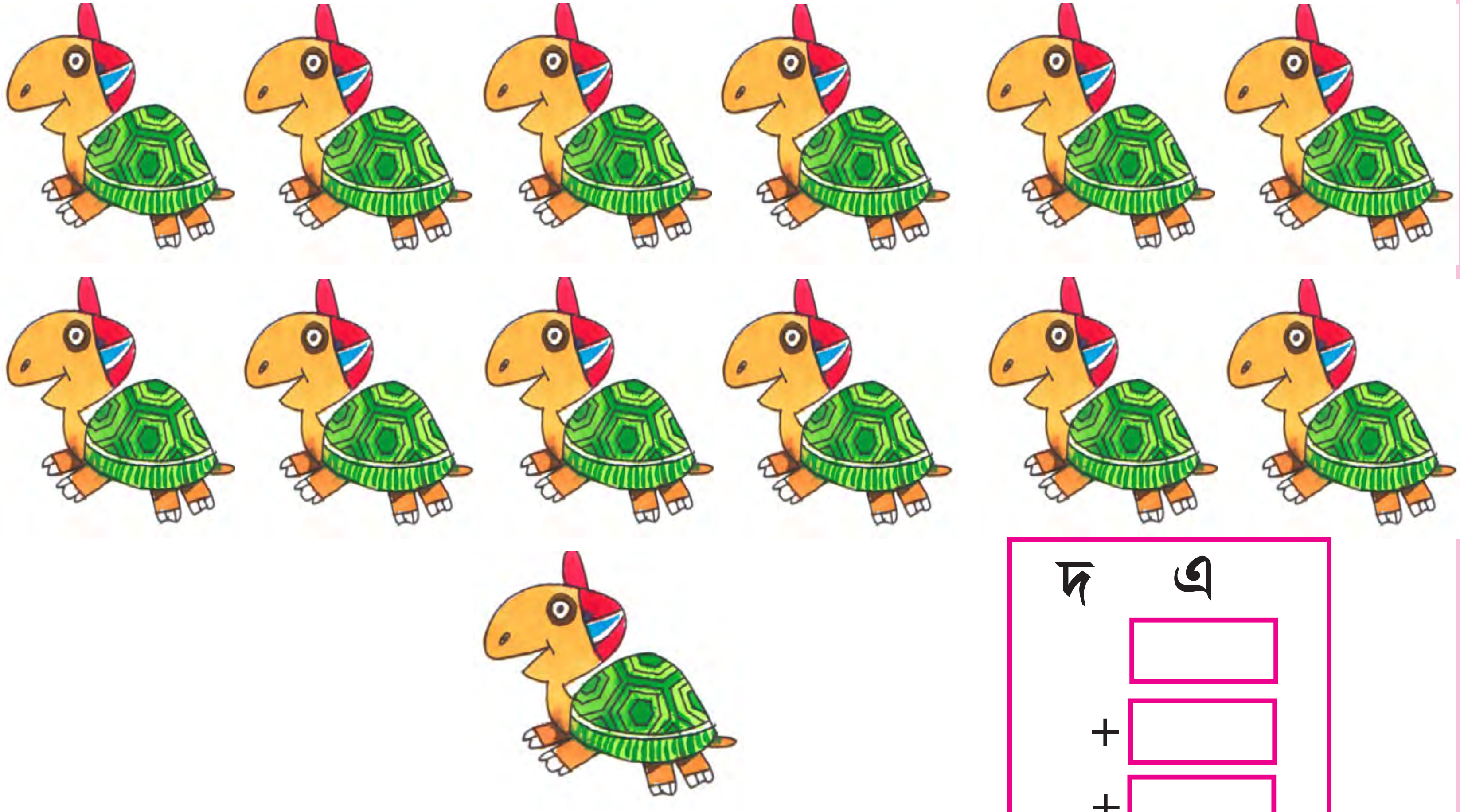

☐ + ☐ + ☐ = ☐

দ এ

☐
+ ☐
+ ☐
———
☐
———

ছবি দেখে বুঝে লিখি

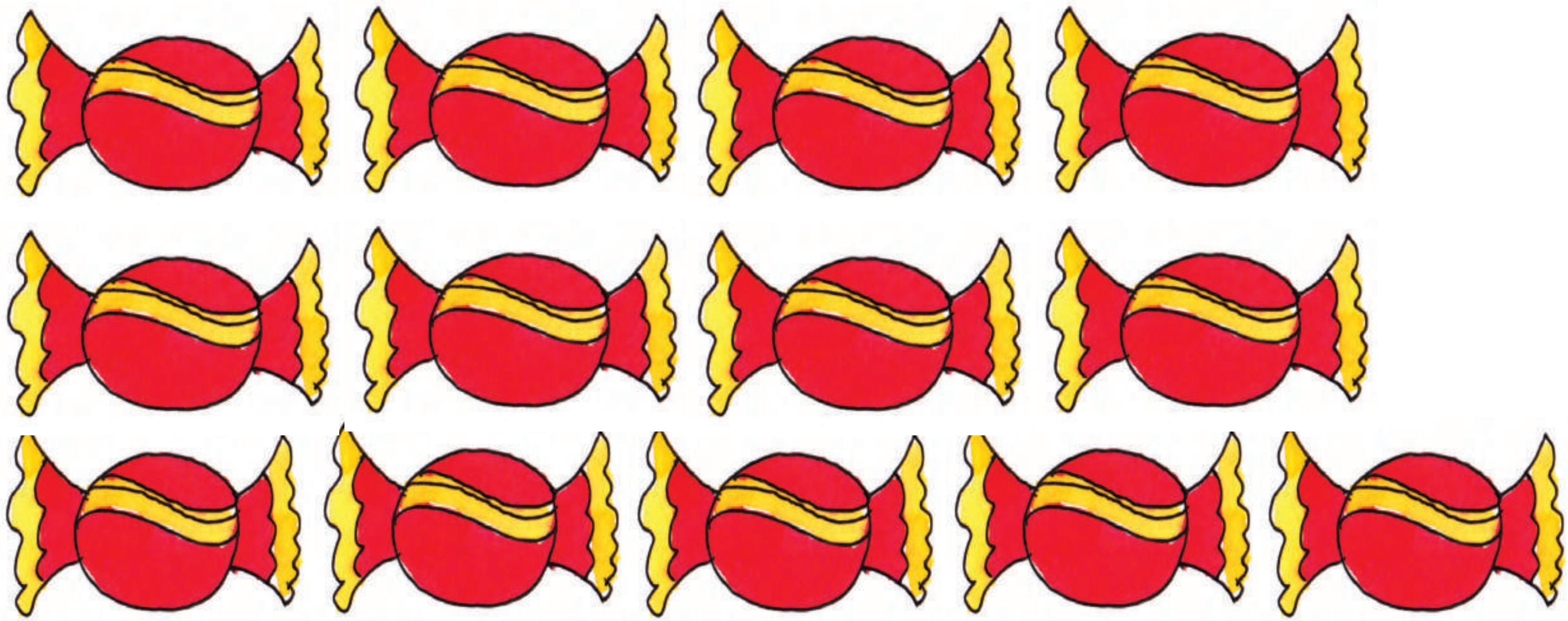

[ ] + [ ] + [ ] = [ ]

দ	এ
	[ ]
+	[ ]
+	[ ]
	[ ]

ছবি দেখে বুঝে লিখি

৫ - ২ = ৩

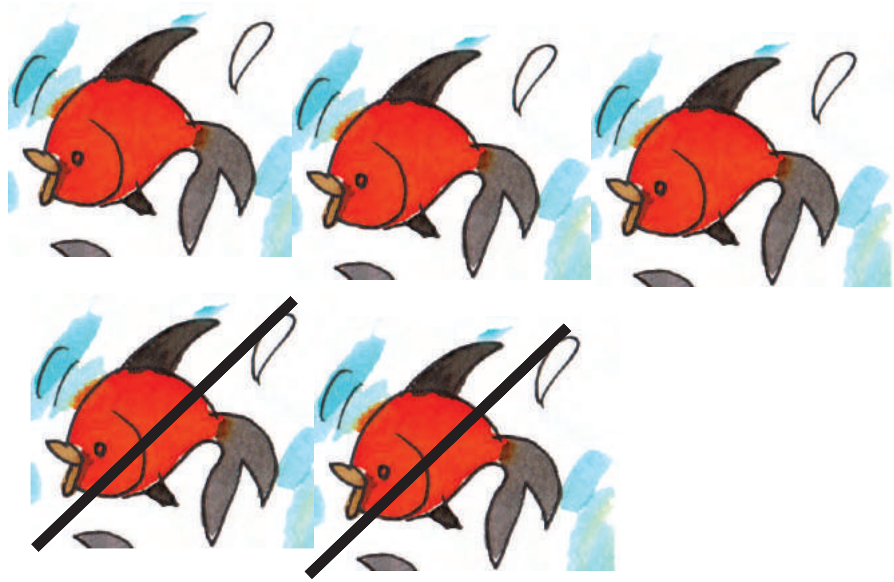

এ
৫
- ২
৩

এ
৬
- ৩

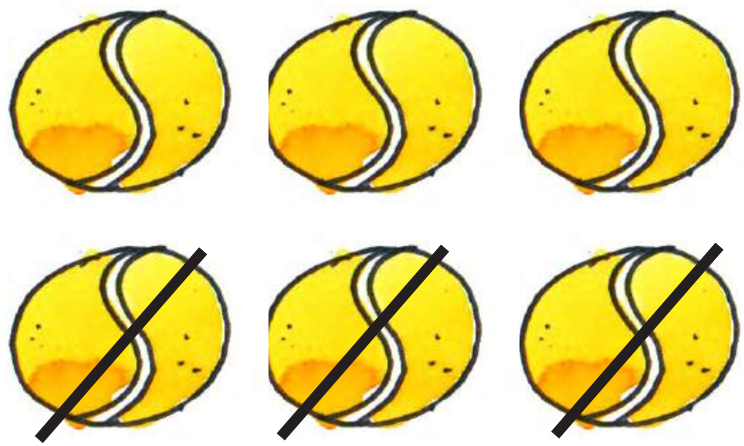

৬ - ৩ = ☐

□ - □ = □

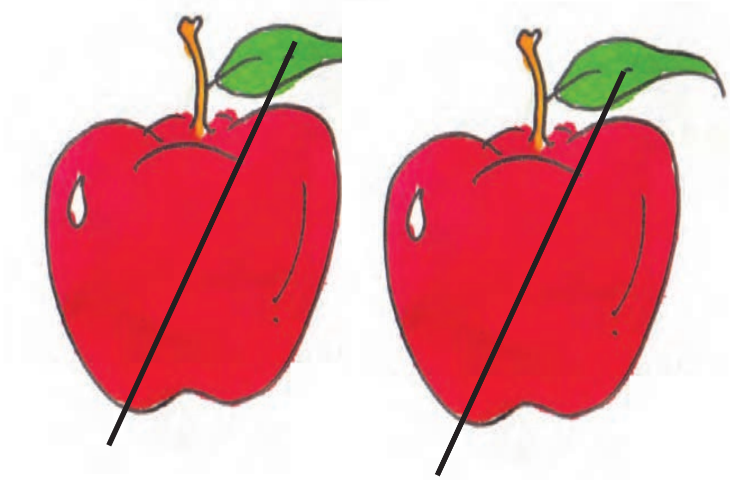

এ
□
- □

এ
৭
- ২

৭ - ২ = □

ফুলের কাছে বাঁদিক থেকে ৫ টি প্রজাপতি ও ডানদিক থেকে ৮ টি প্রজাপতি উড়ে আসছে। এখন ফুলের কাছে মোট কটি প্রজাপতি আছে দেখি।

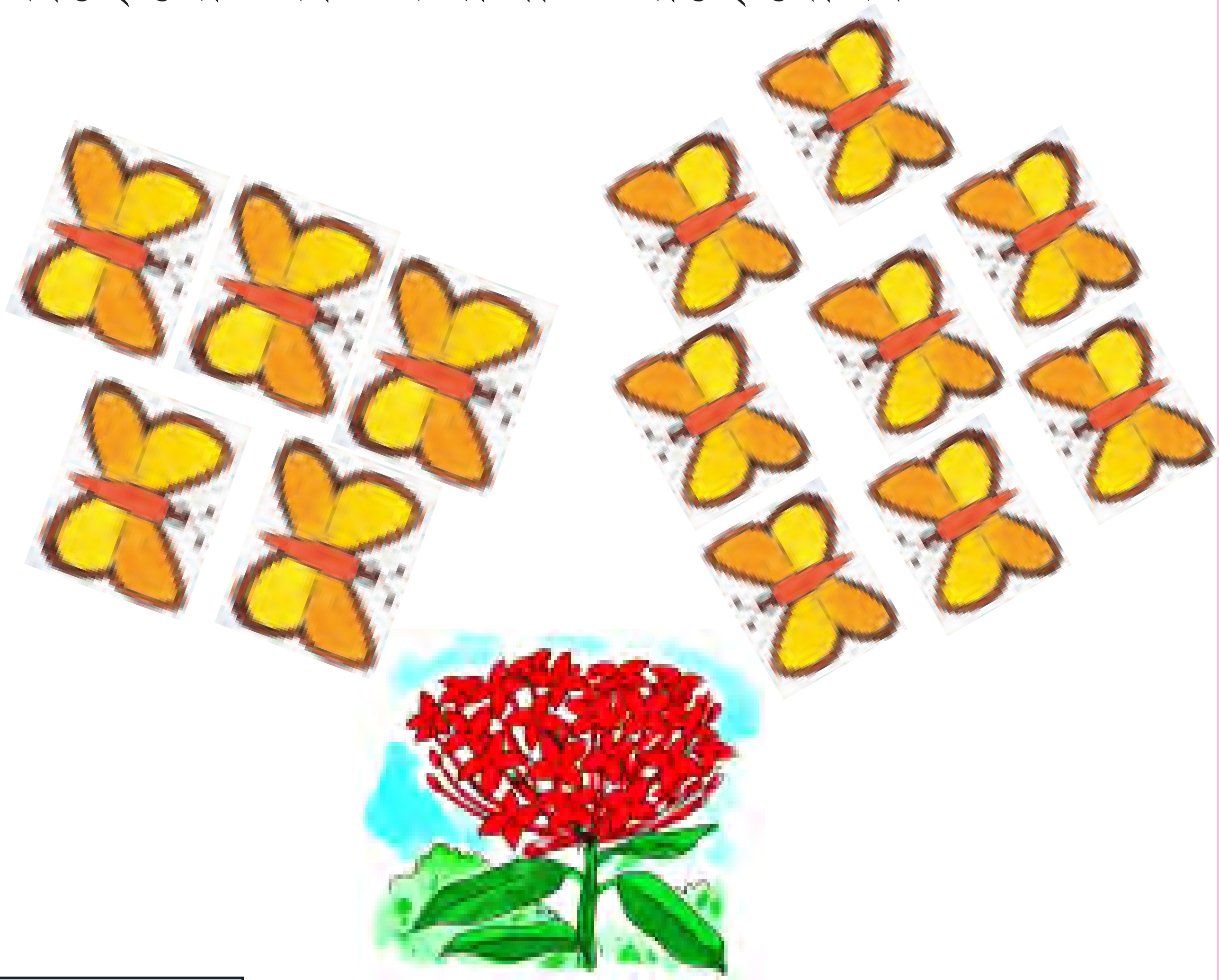

দ	এ

৮ + ৫ = ____ .

এখানে মোট ☐ টি প্রজাপতি আছে।

এক জায়গায় ৯ টি ফুল ছিল। তার থেকে ৫ টি ফুল তুলে নিলে, কটি ফুল সেখানে থাকবে দেখি।

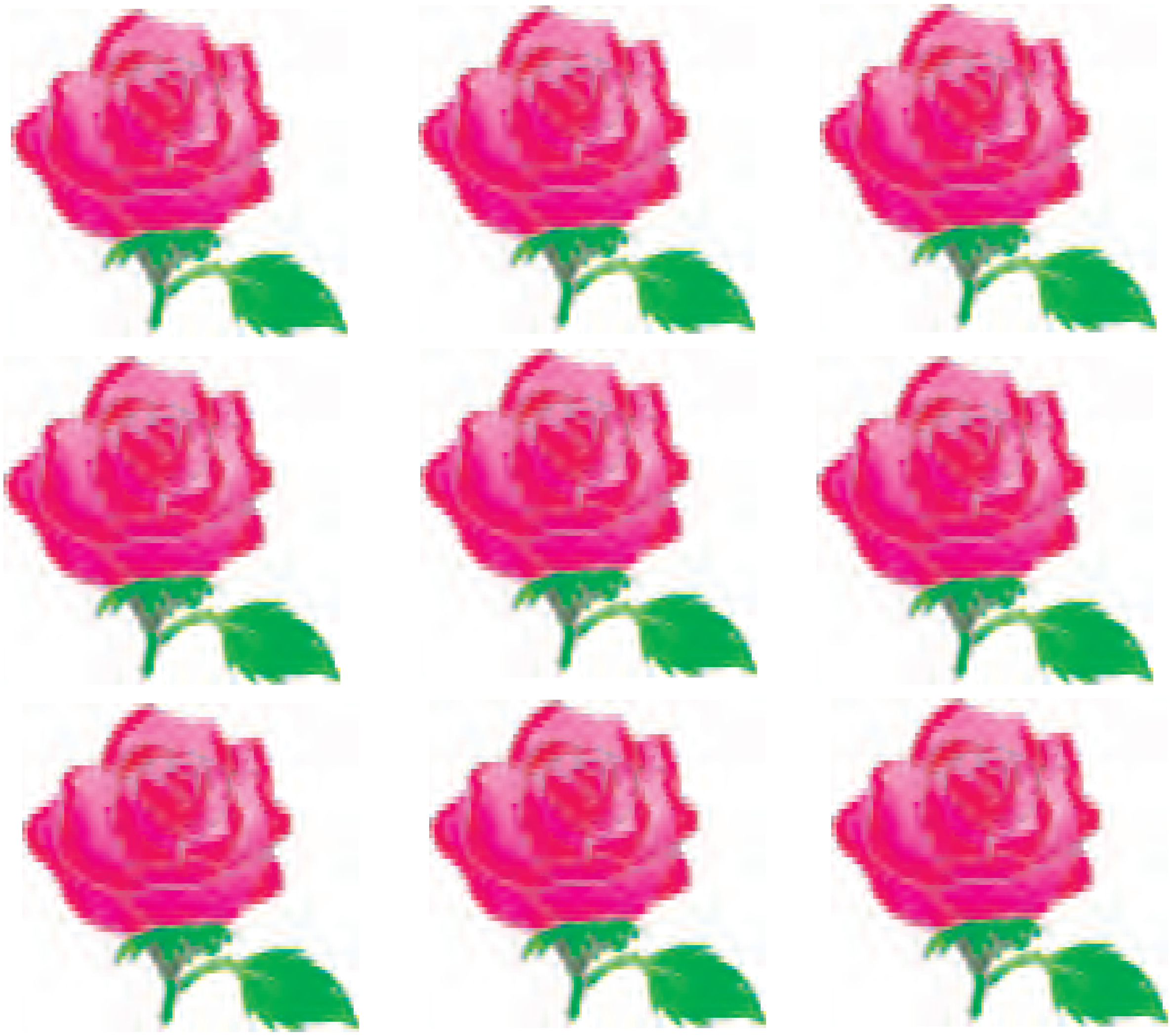

এ

___ ___ ___ = ___.

ওই জায়গায় ☐ টি ফুল রইল।

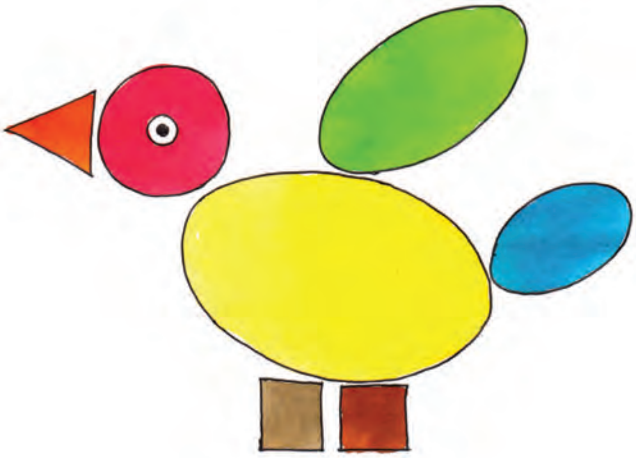

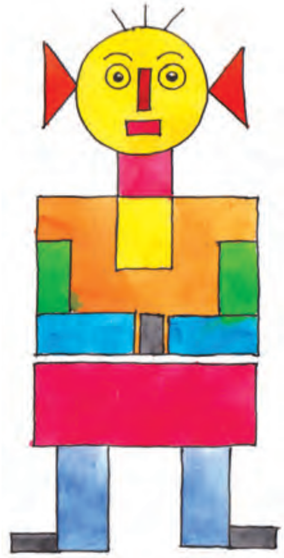

ফাঁকা জায়গায় নীচের আকারগুলি দিয়ে ছবি আঁকি ও রং করি

ছবি দেখে ফাঁকা ঘর ঠিকমতো ভরতি করি

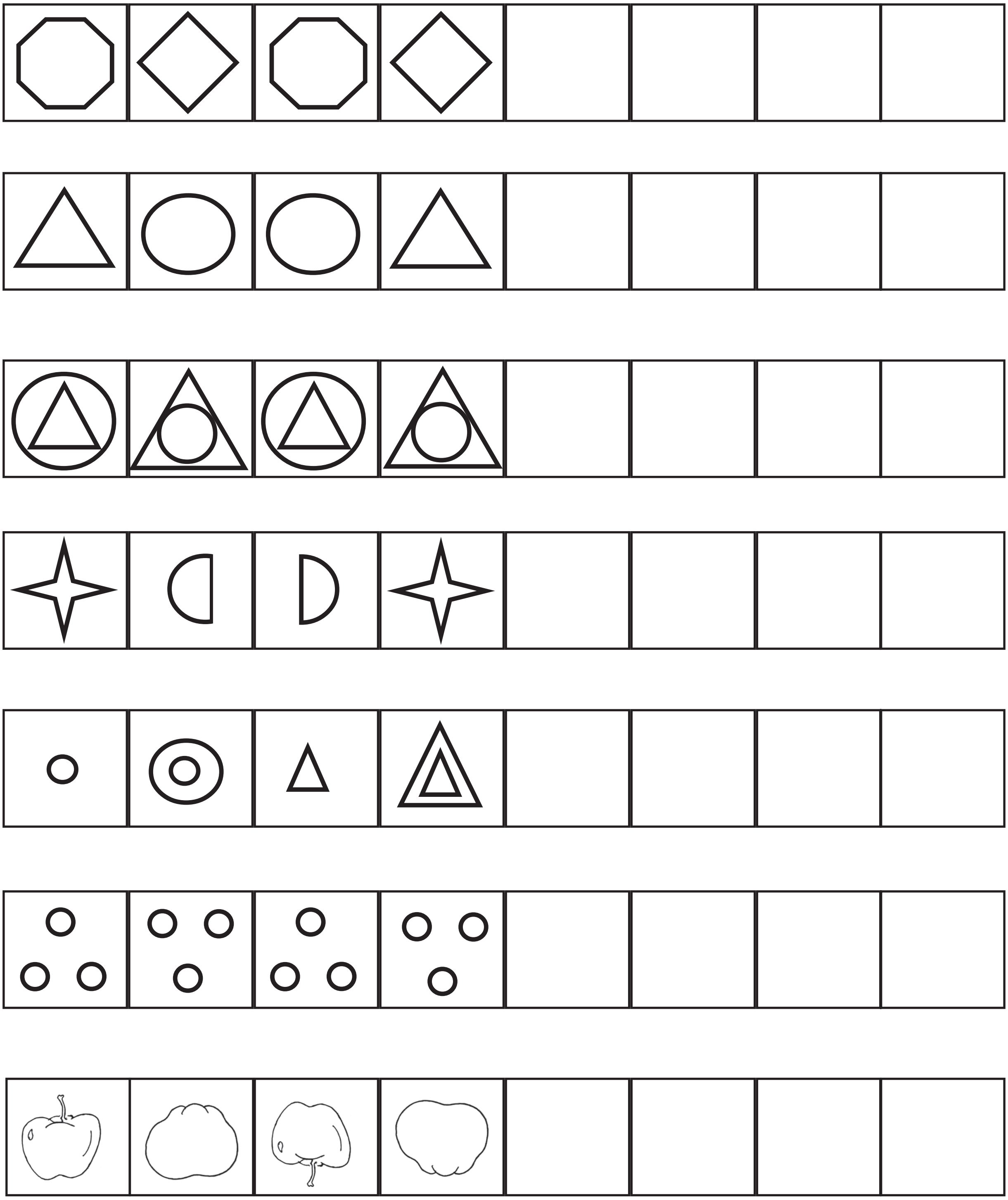

কাঠিতে বল বসাই

আজ আমরা বাগানে খেলা করব। গাছের নীচে অনেক আম পড়ে আছে। আমরা সেগুলো কুড়িয়ে এনে ঝুড়িতে জড়ো করব। এবার দেখি কে কতগুলো আম কুড়িয়ে আনলাম। নতুনভাবে কাঠি ও ৯টি লাল বল দিয়ে গুনব। কাঠিতে ৯ টার বেশি বল রাখা যায় না।

এই কাঠির নাম দিলাম একক কাঠি বা একক ঘর।

১ টি আমের জন্য কাঠিতে ১ টি লাল বল রাখব

২ টি আমের জন্য কাঠিতে ২ টি লাল বল রাখব

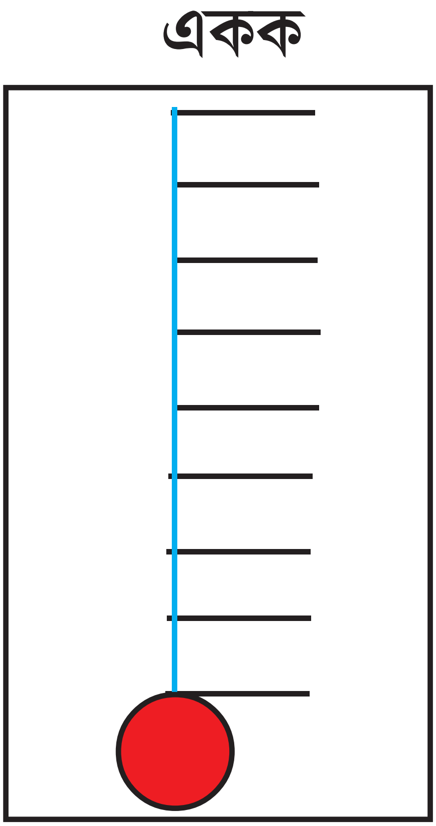

১ টি আম

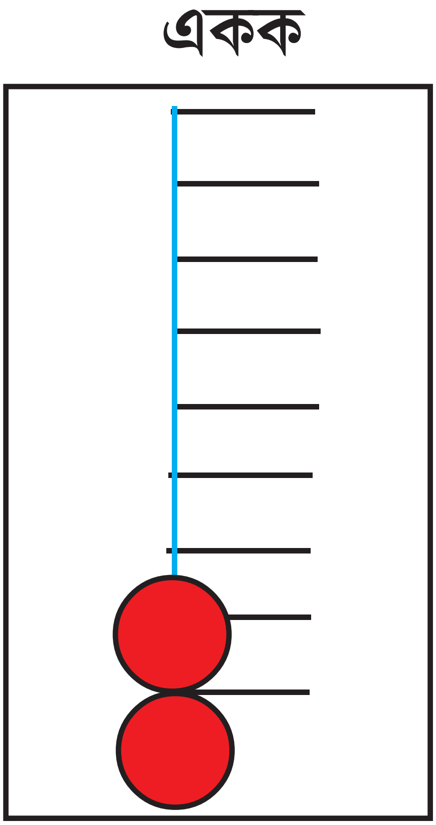

২ টি আম

এই কাঠির নাম দিলাম একক কাঠি বা একক ঘর।

৫ টি আমের জন্য কাঠিতে ৫ টি লাল বল রাখব

৯ টি আমের জন্য কাঠিতে ৯ টি লাল বল রাখব

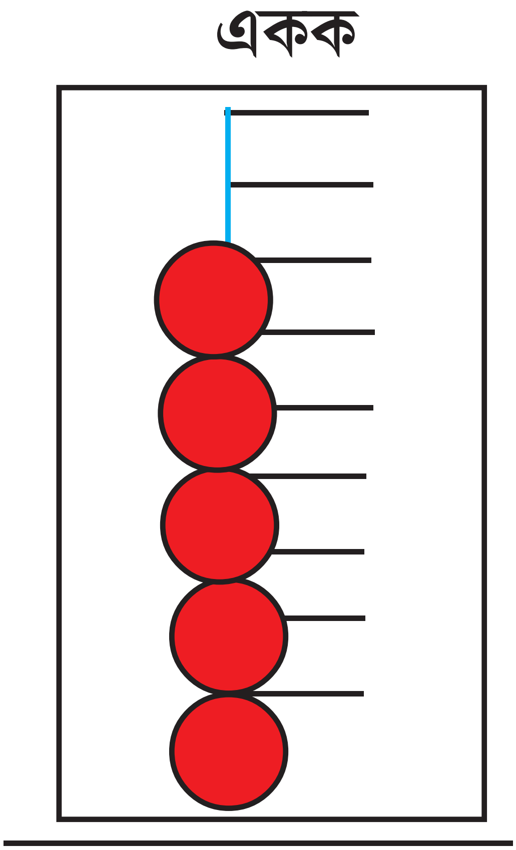

৫ টি আম

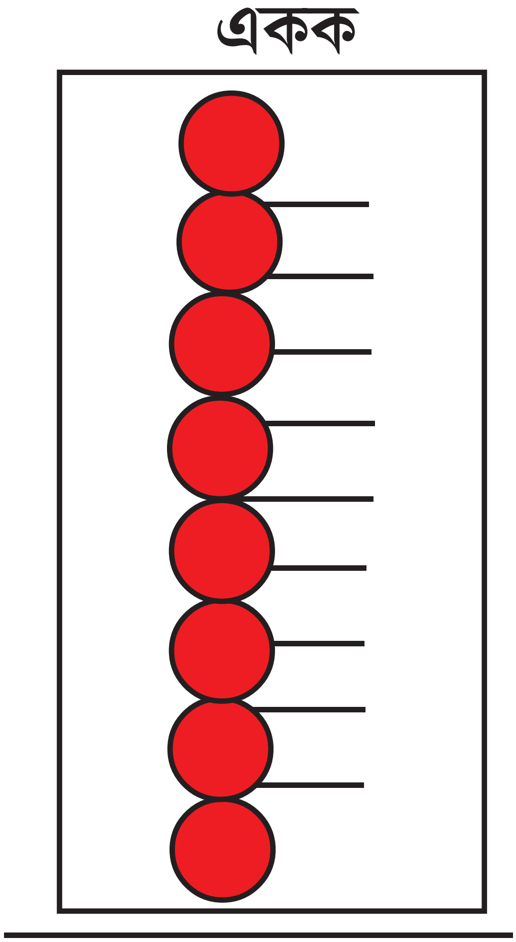

৯ টি আম

[কাঠিতে বল বসাই]

একক

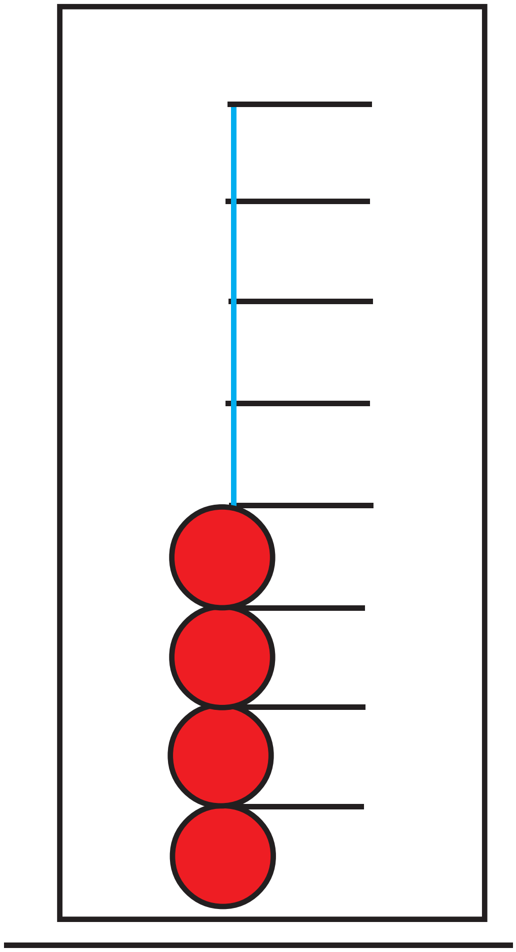

☐ টি আম

একক

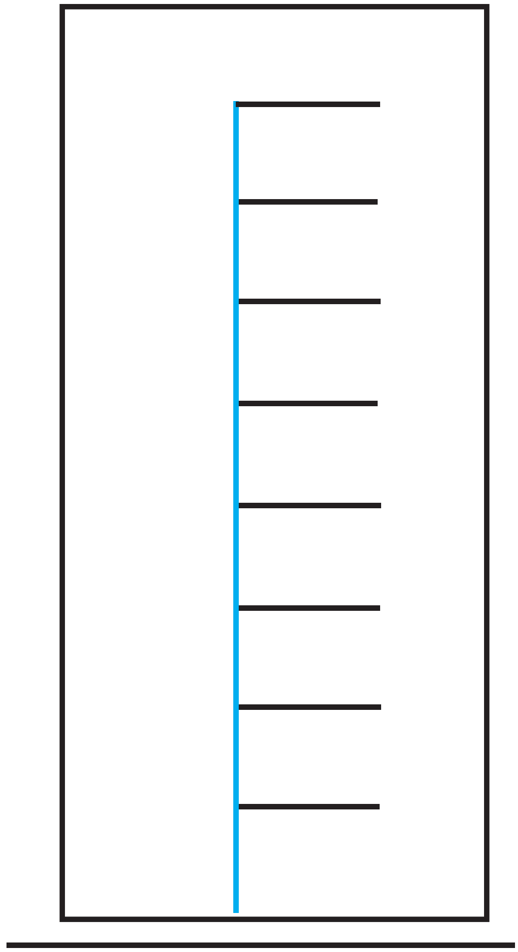

৬ টি আম

[কাঠিতে বল বসাই]

একক

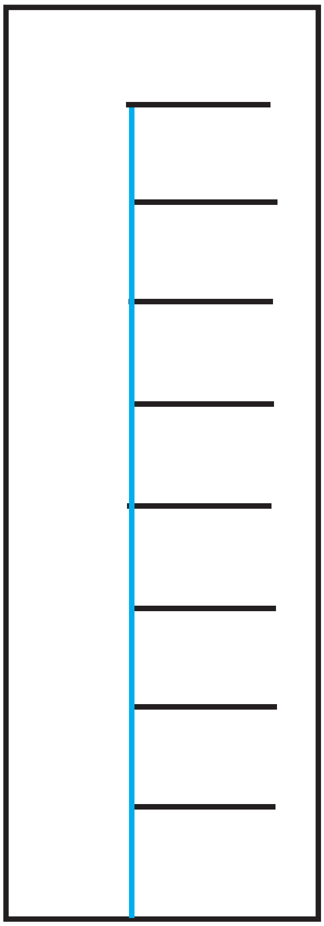

৭ টি আম

একক

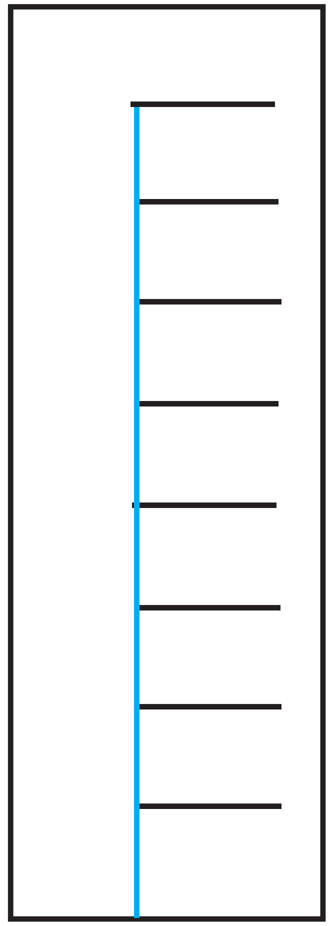

৯ টি আম

একক

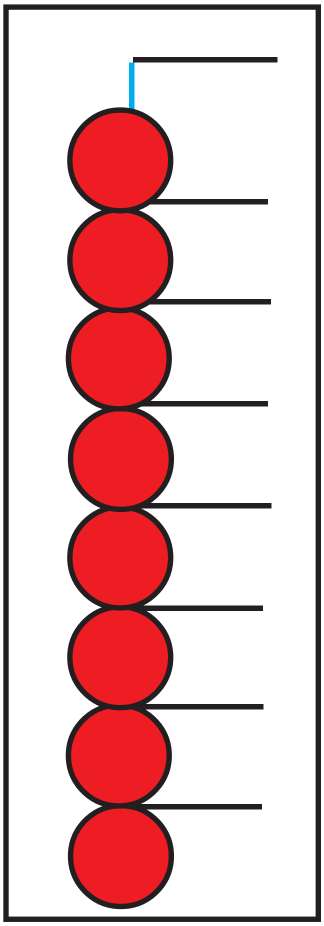

টি আম

কাঠিতে বল বসাই

মিলি ১০টি আম কুড়িয়েছে। রঙিন বল ও কাঠি দিয়ে সে গুনবে।

তাই আর একটা নতুন কাঠি দরকার। এই নতুন কাঠির

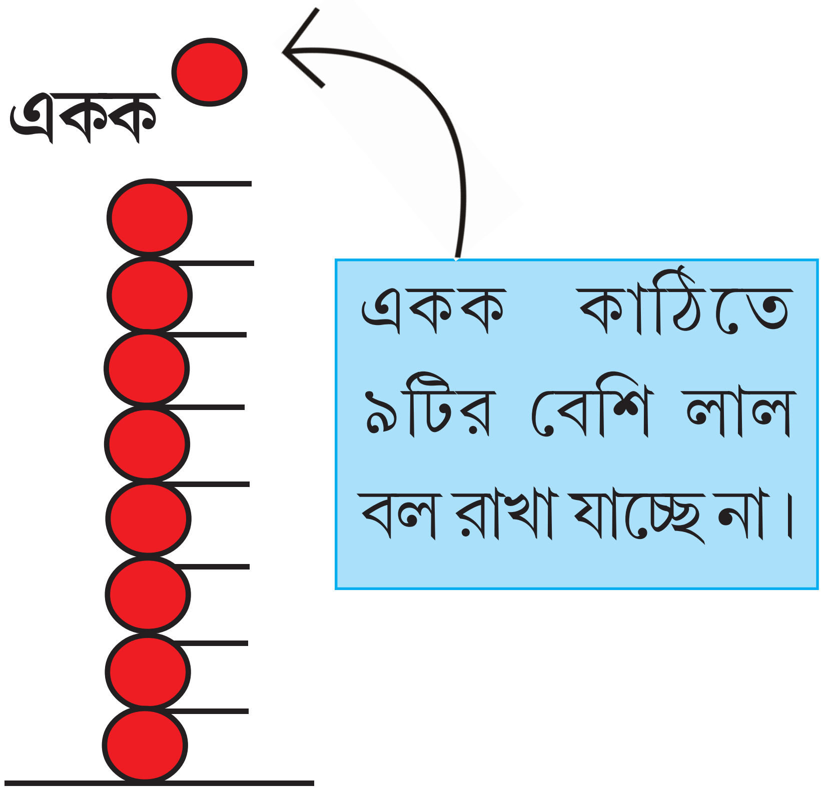

নাম দিলাম **দশক কাঠি বা দশক ঘর**।

তাই দশটি লাল বলের বদলে একটি হলুদ বল নিলাম।

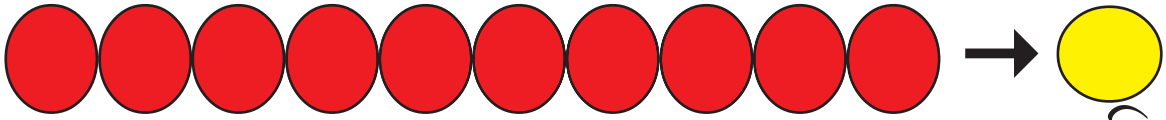

বল নিলাম।

তাই পেলাম,

→ ১০ →

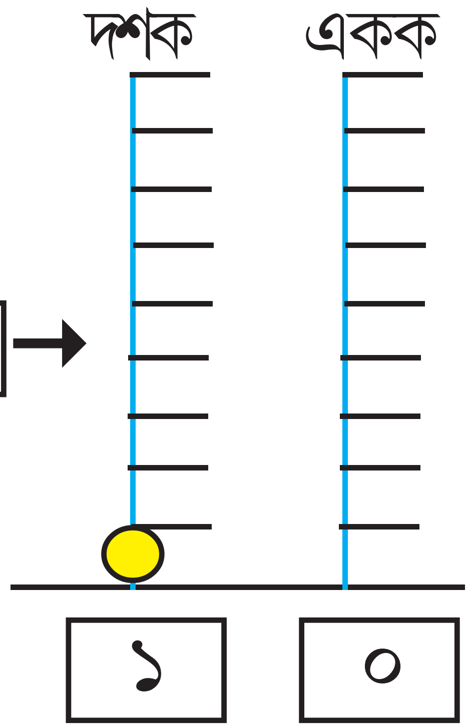

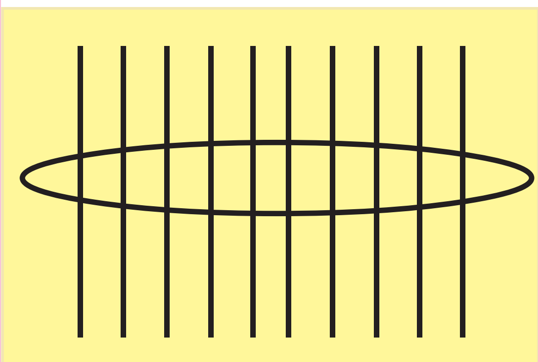

→ ১০ →

বল বসাই।

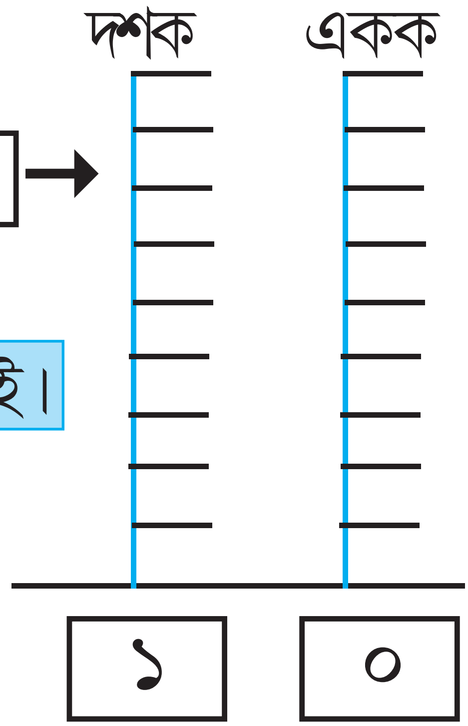

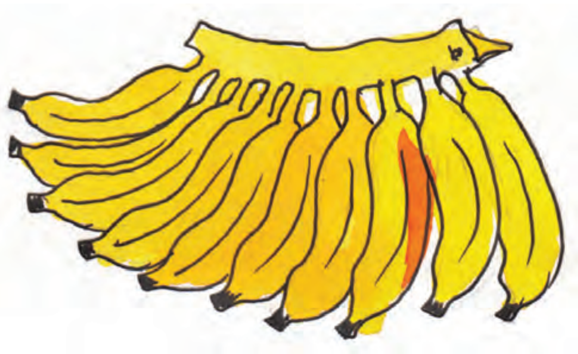

→ ১০ →

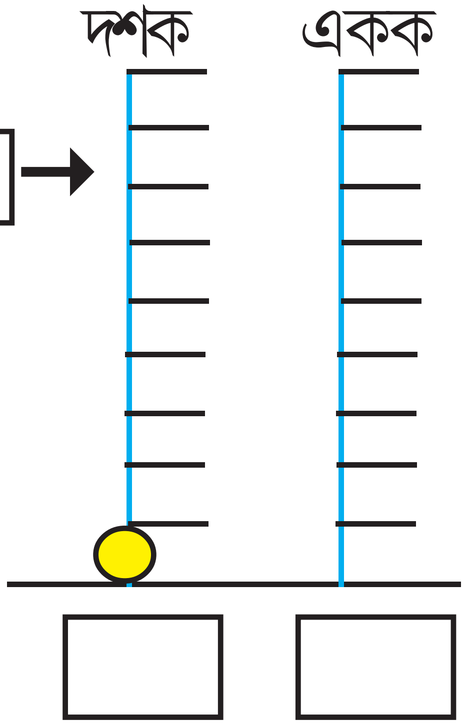

দশক কাঠিতে হলুদ বল বাড়িয়ে কী পাই দেখি :

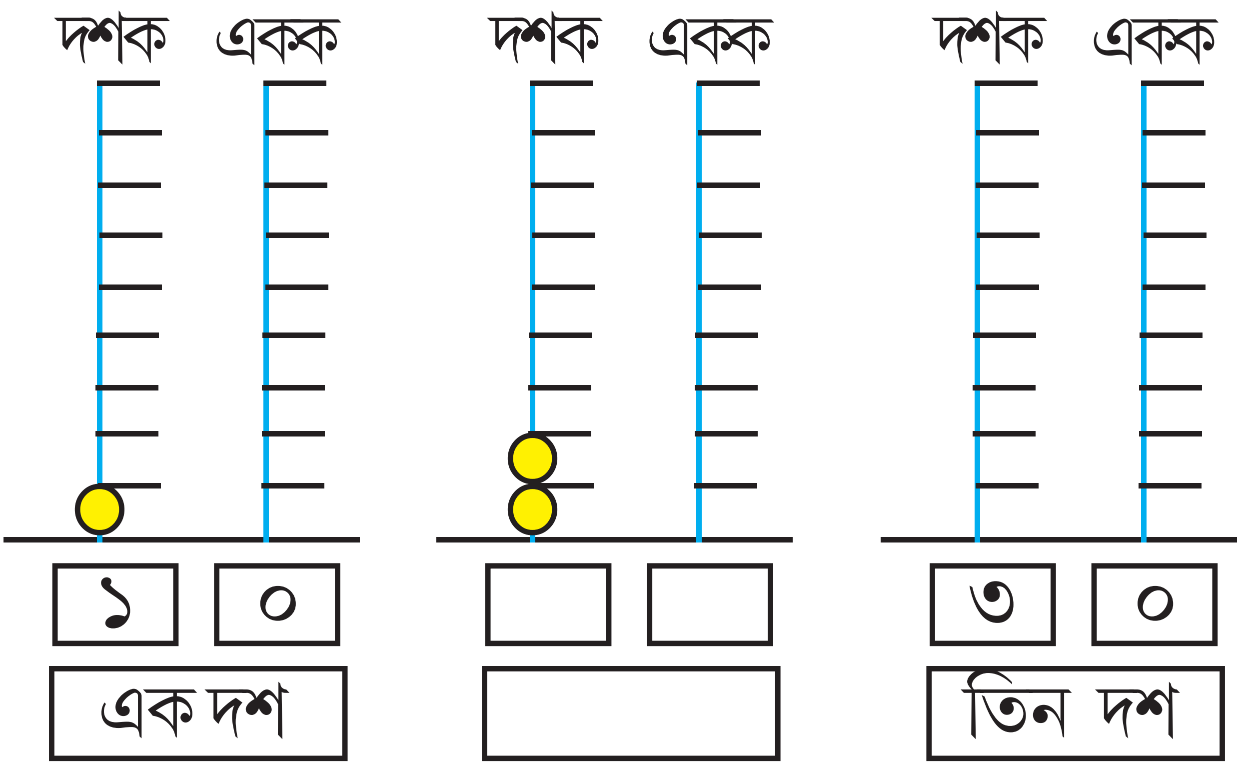

দশক কাঠিতে হলুদ বল বাড়িয়ে কী পাই দেখি :

দশক একক

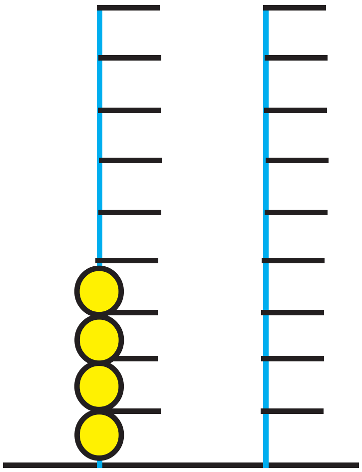

দশক	একক

দশক একক

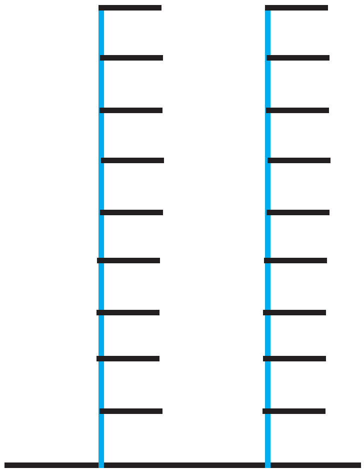

দশক	একক
৫	০

পাঁচ দশ

দশক একক

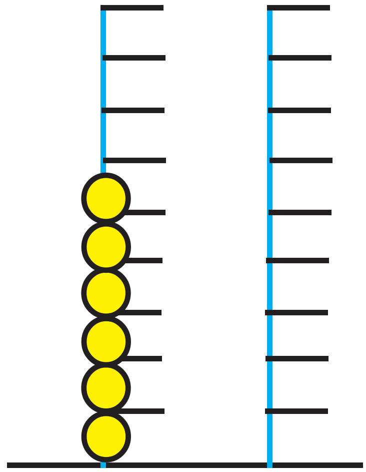

দশক	একক

দশক একক

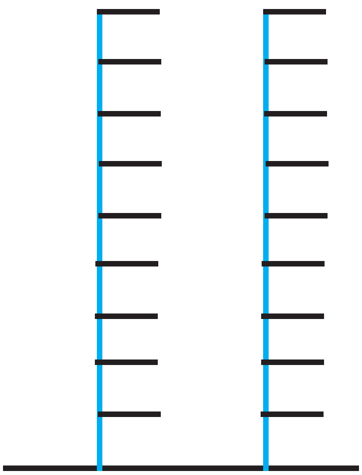

দশক	একক
৭	০

সাত দশ

দশক একক

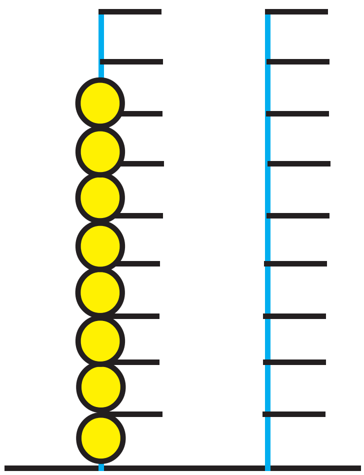

দশক	একক

দশক একক

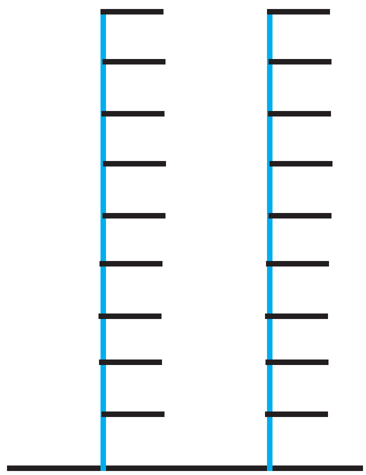

দশক	একক
৯	০

নয় দশ

কাঠিতে বল দেখি ও বুঝে ফাঁকা কাঠিতে বল বসাই

যদি এমনভাবে রাখি

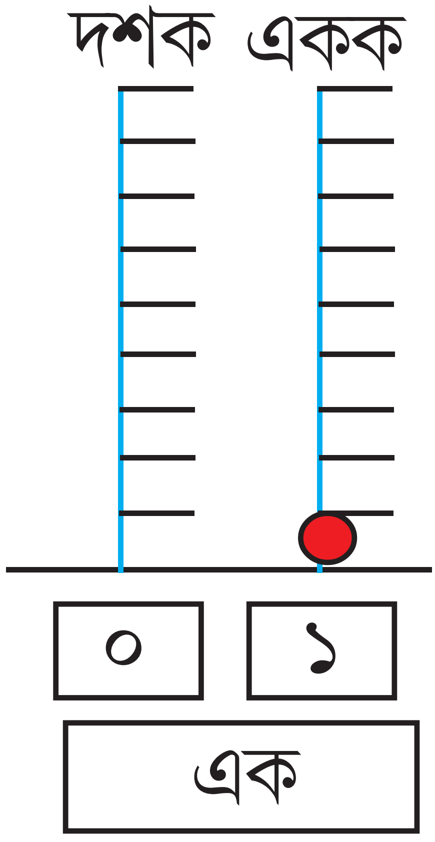

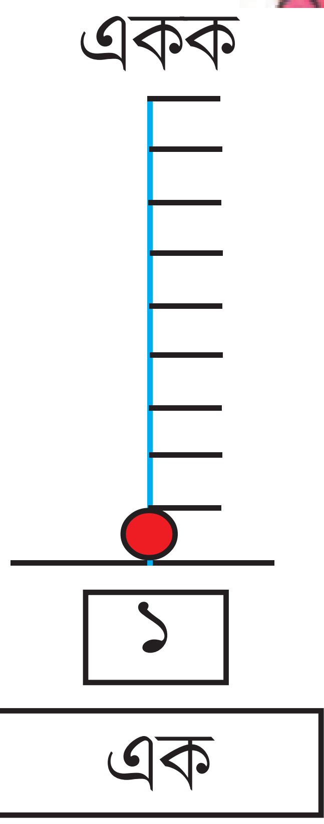

তাই ১ ও ০১ একই

কাঠি ও রঙিন বল দিয়ে ৩ ও ০৩ তৈরি করি—

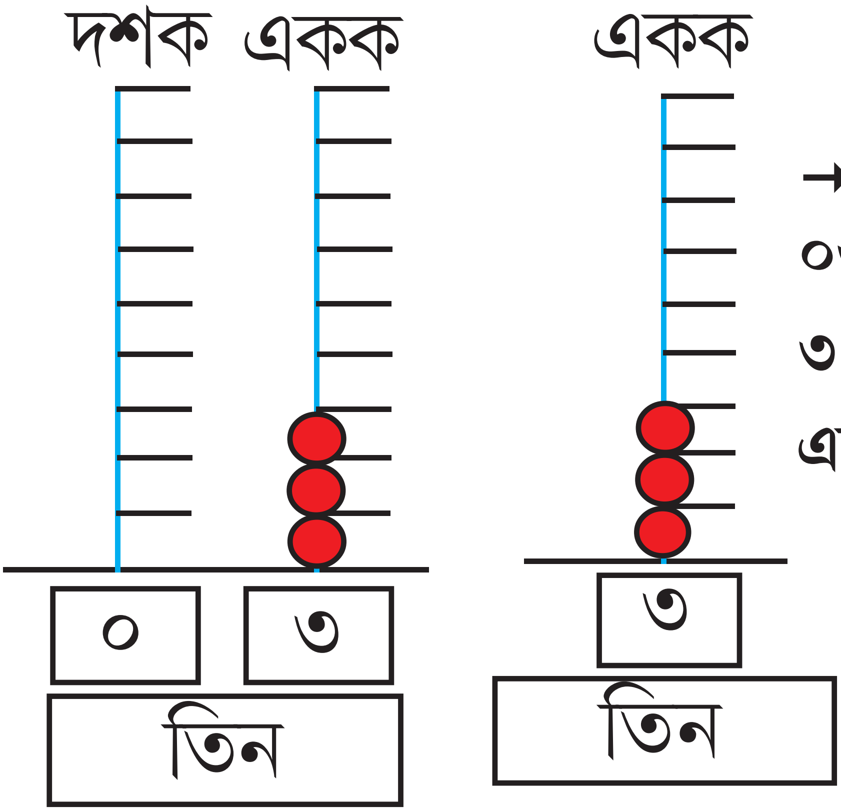

→ ০৩ ও ৩ একই।

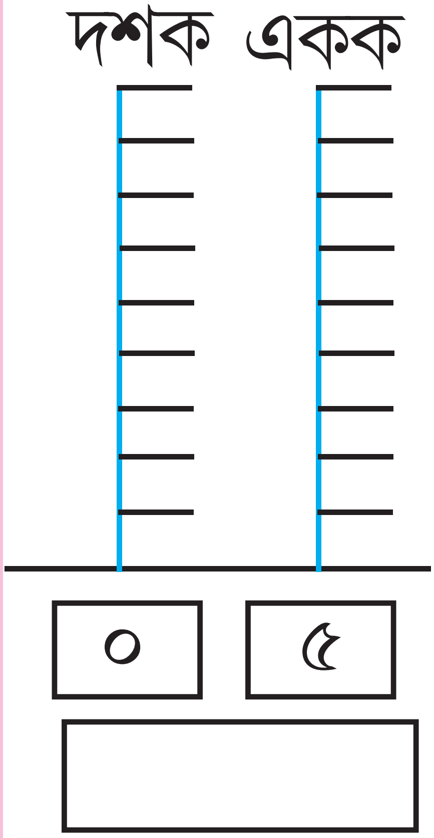

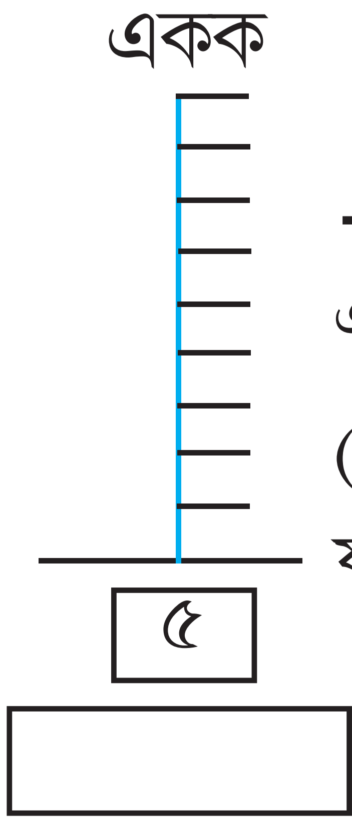

→ ☐ ও ☐ একই।

(বল বসাই ও ফাঁকা ঘরে লিখি)

দশটি করে নিয়ে দল করি। ফাঁকা ঘরে ঠিকমতো লিখি

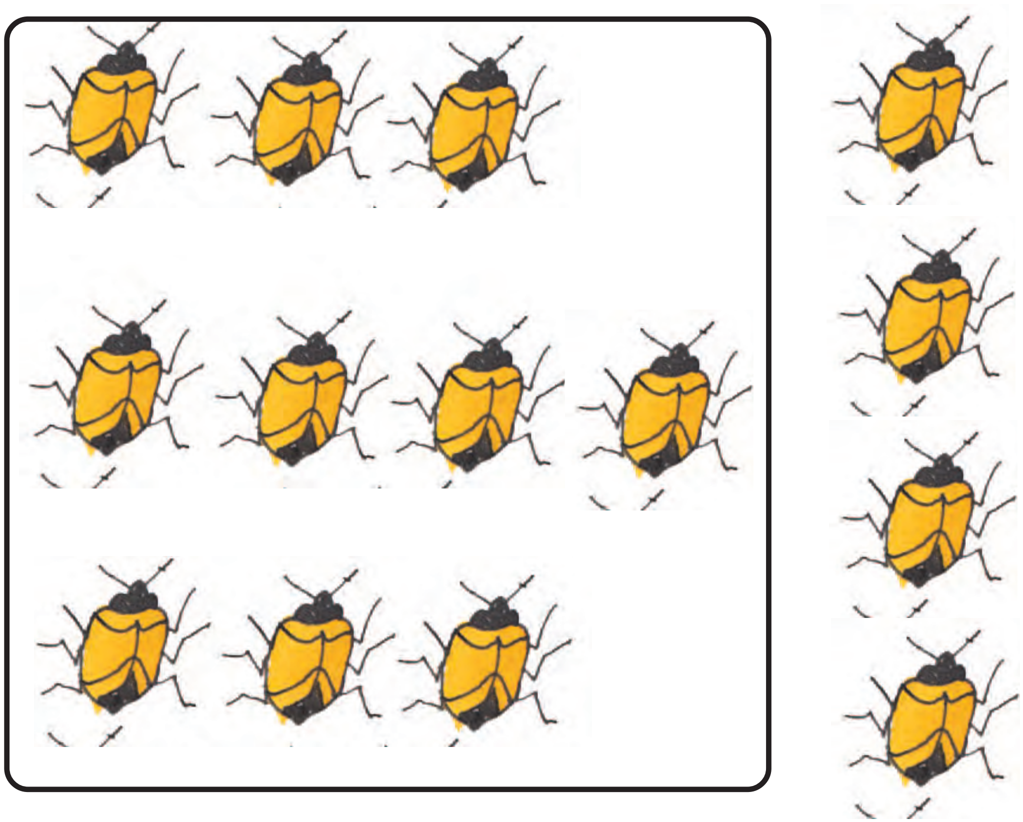

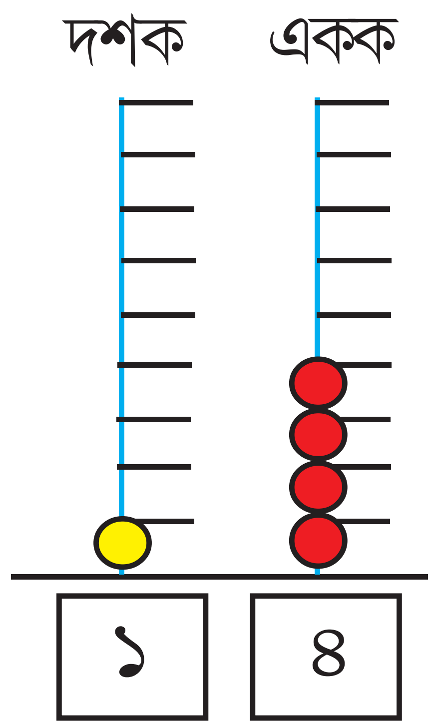

→ ১৪ → এক দশ চার

দশটি করে নিয়ে দল করি। ফাঁকা ঘরে ঠিকমতো লিখি

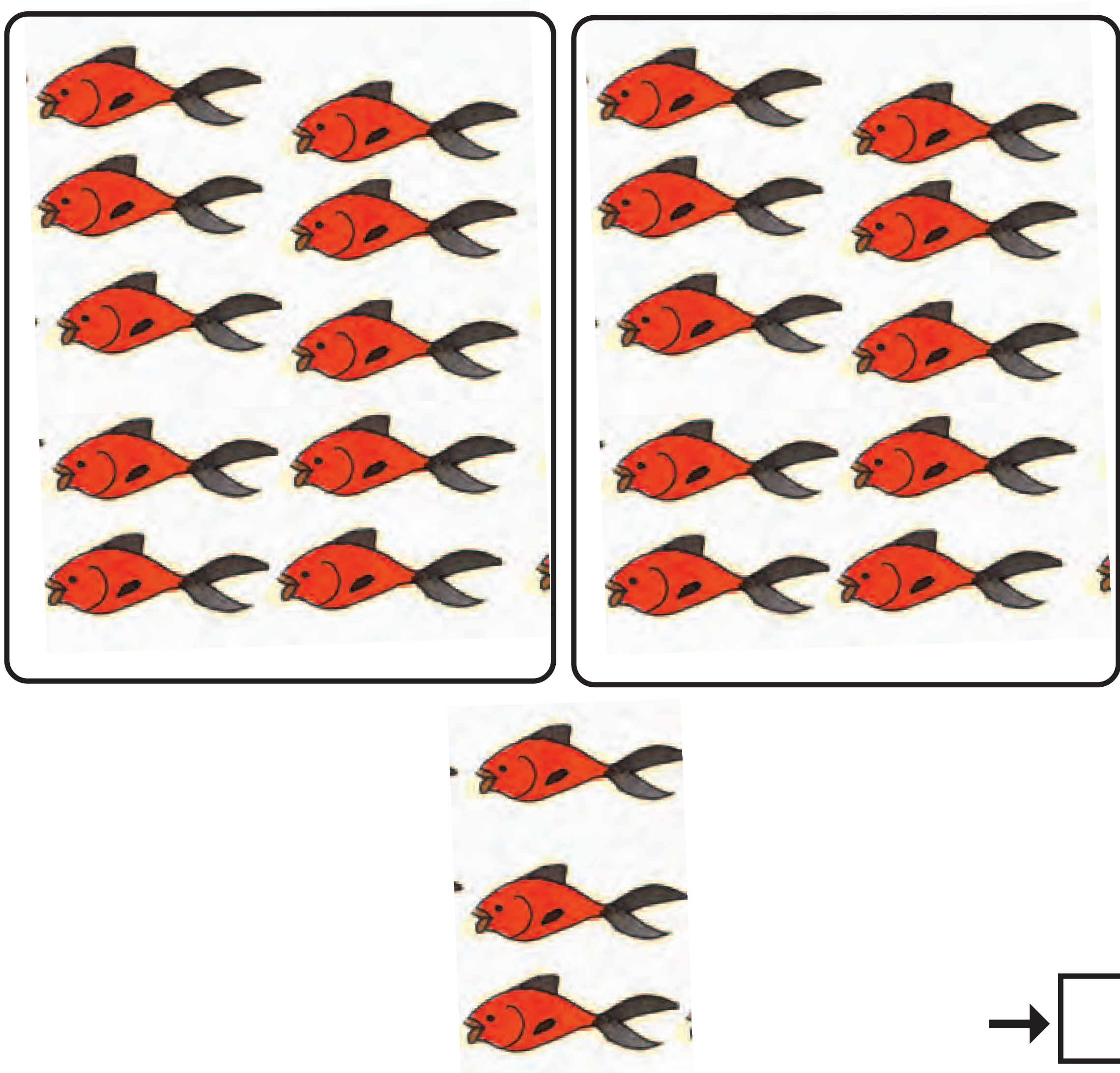

নিজে বল বসাই ও লিখি।

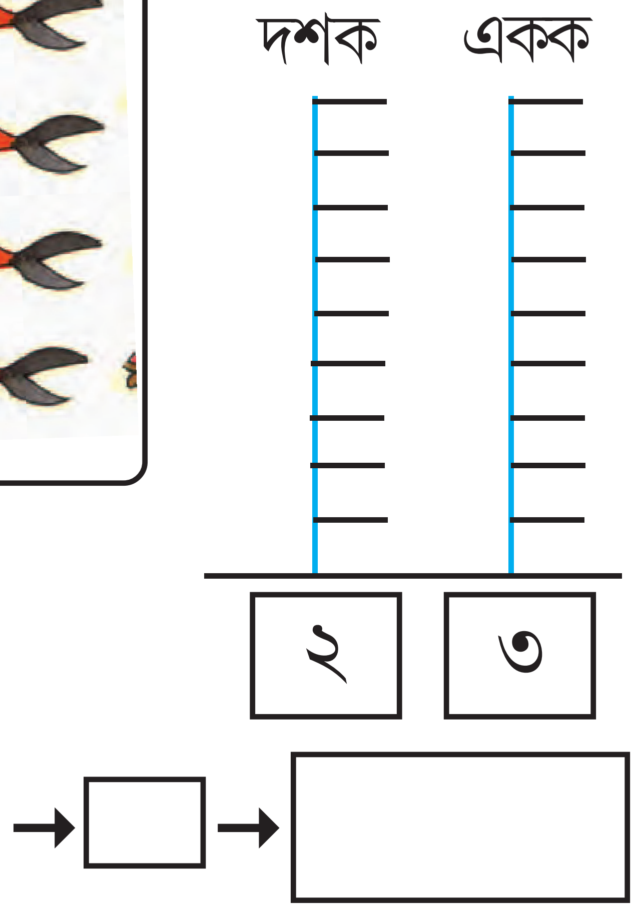

দশটি করে নিয়ে দল করি। ফাঁকা ঘরে ঠিকমতো লিখি

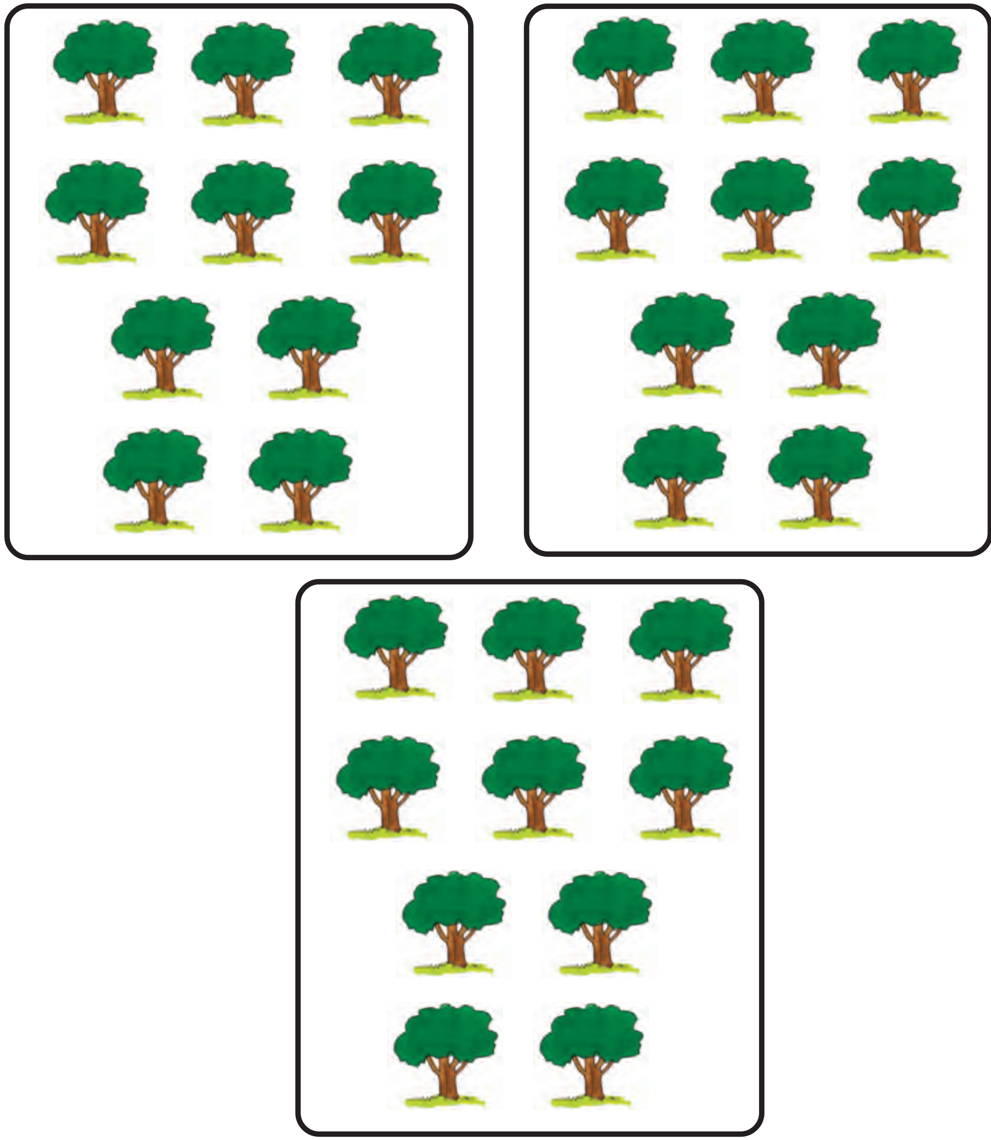

নিজে বল বসাই ও লিখি।

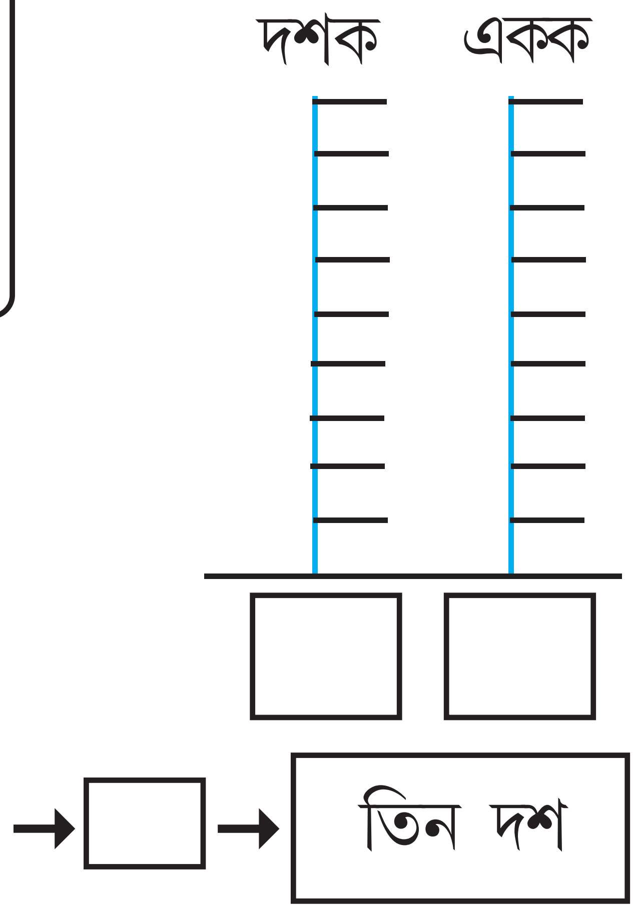

দশটি করে নিয়ে দল করি। ফাঁকা ঘরে ঠিকমতো লিখি

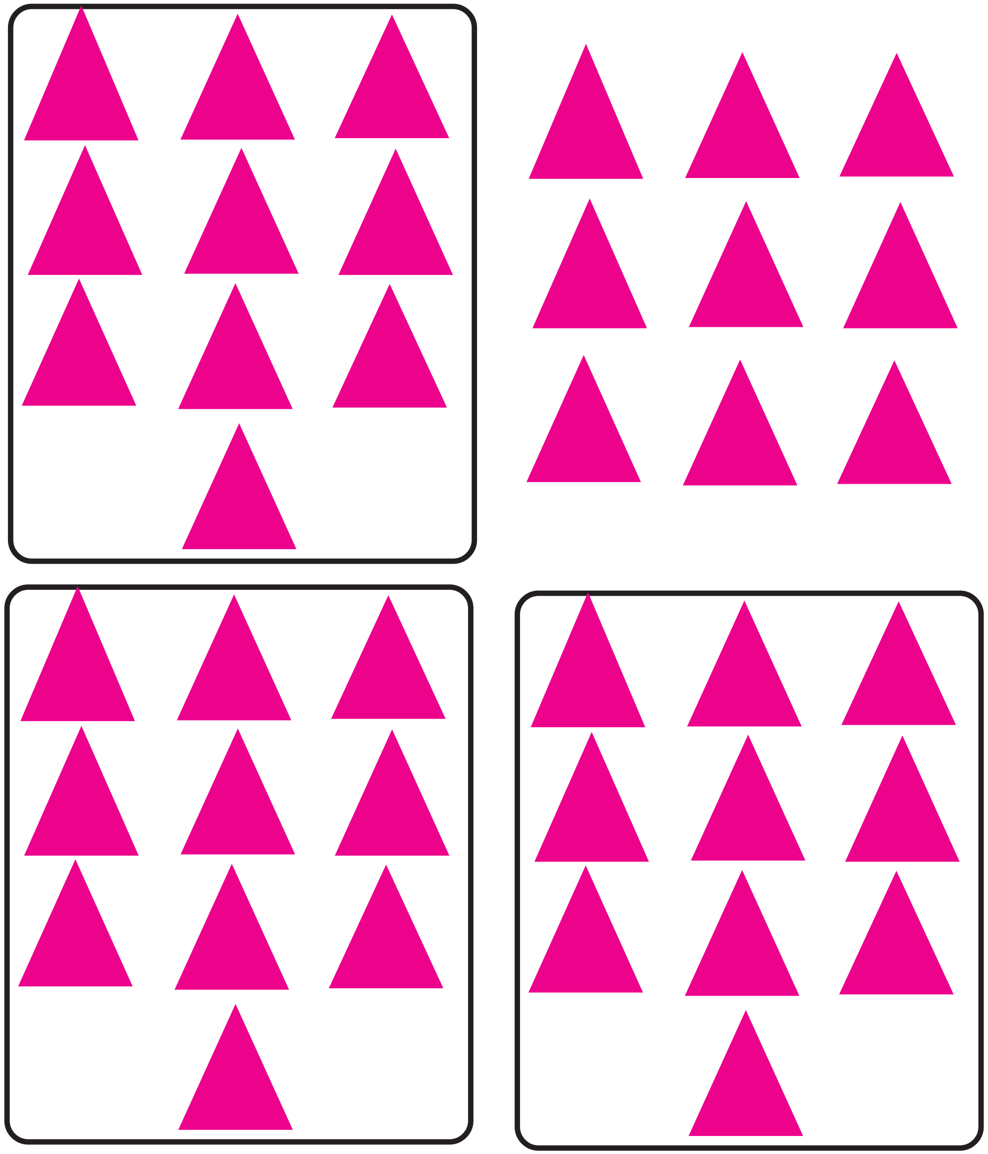

নিজে বল বসাই ও লিখি।

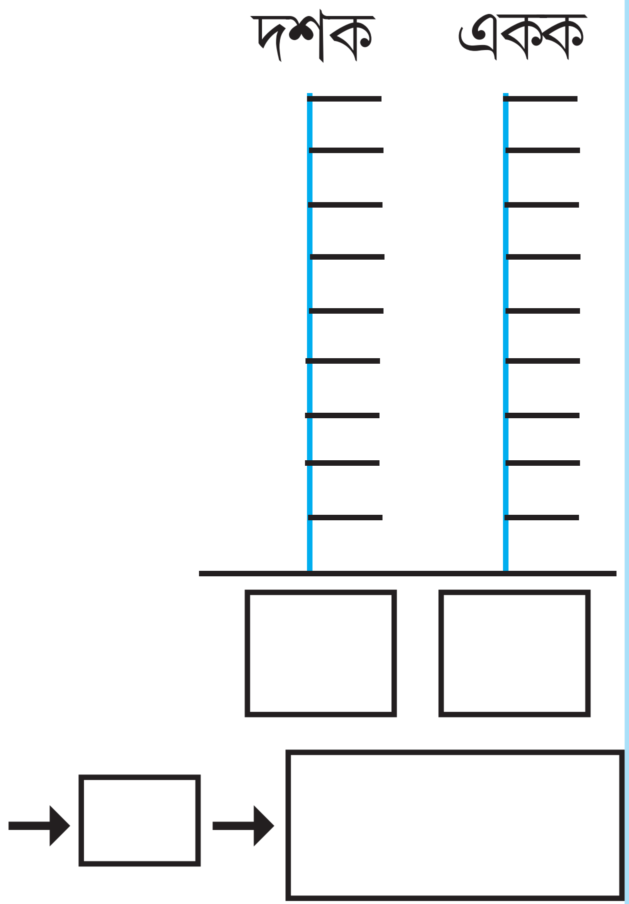

কটা বেলুন হলো দেখি

মেলায় গিয়ে সানিকে তার বাবা ১২ টি বেলুন কিনে দিল।
দিদি সানিকে আরও ৩ টি বেলুন দিল।
সানির এখন কটি বেলুন হলো দেখি।

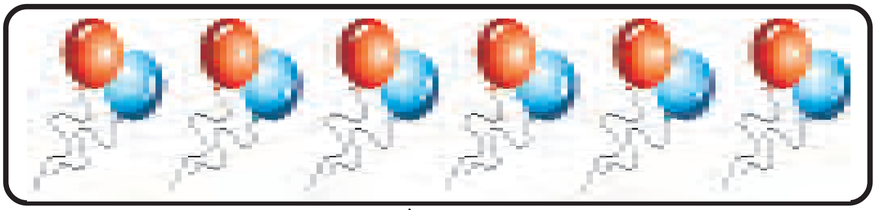

\+

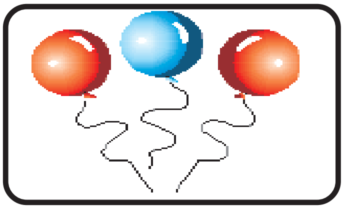

১২ টা বেলুন   ৩টে বেলুন

= ১৫টা বেলুন

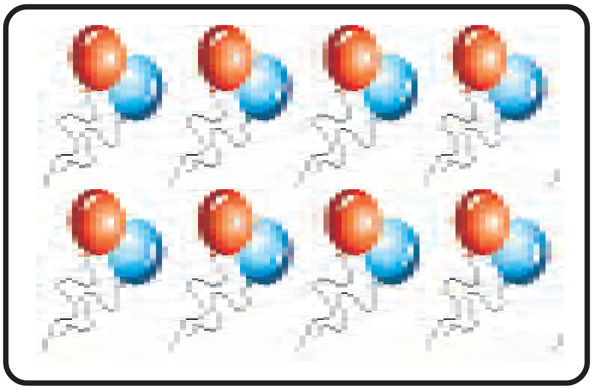

আলাদা ভাবে যোগ করি

দ	এ
১	২
+	৩
☐	টি

বেলুন পাই।

হাতেকলমে

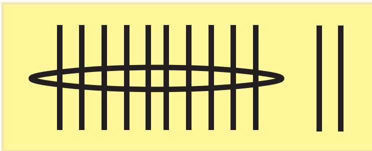 ও 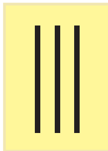 → 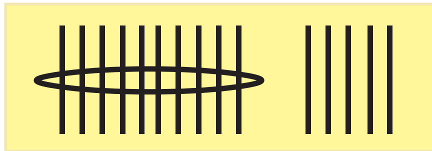

হাতেকলমে যাচাই করে দেখছি **১২ + ৩ = ১৫**

এবার ১৫ টি বেলুন ও ১১টা বেলুন মিলে কতগুলো বেলুন পাব দেখি।

	দ	এ
	১	৫
+	১	১
	২	৬

হাতেকলমে

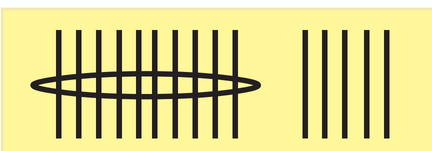 ও 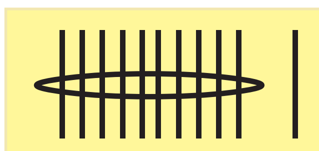

→ 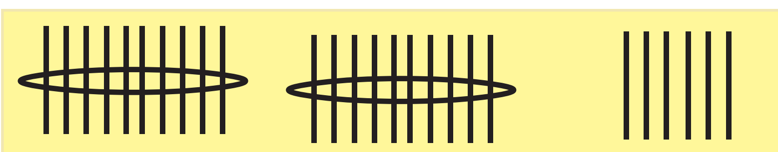

দেখছি, যোগের সময় এককের অঙ্কের নীচে এককের অঙ্ক ও দশকের অঙ্কের নীচে দশকের অঙ্ক বসবে।

বুঝি ও করি

যোগ করি :

১। ২২ + ৬ = ☐

	দ	এ
	২	২
+		৬

২। ৫০ + ২ = ☐

	দ	এ
+		

৩। ৪০ + ২০ = ☐

	দ	এ
	৪	০
+	২	০

৪। ৫২ + ১৬ = ☐

	দ	এ
+		

ছবি দেখি ও যোগ করি :

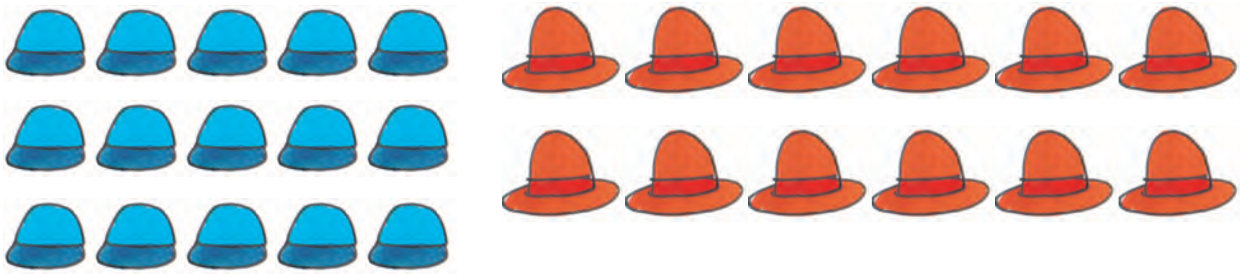

উৎসবে ছোটোরা রঙিন টুপি পরবে। একটি দোকানে ১৫ টি নীল টুপি ও ১২ টি লাল টুপি আছে। দোকানে দুটো রঙের মোট কটি টুপি আছে দেখি।

দোকানে মোট ☐ টি টুপি আছে।

দ	এ
১	৫
+১	২

পরিবেশ দিবসে গাছ লাগাব। আমরা ২৩ টি গাছ লাগিয়েছি। দিদিমণিরা ৩৬ টি গাছ লাগিয়েছেন। সবাই মিলে মোট কটি গাছ লাগিয়েছি দেখি।

সবাই মিলে মোট ☐ টি গাছ লাগিয়েছি।

দ	এ
☐	
+ ☐	
☐	

ফাঁকা ঘরে লিখি

১ টাকা ৫০ পয়সা

বা দেড় টাকা।

☐ টাকা ☐ পয়সা

বা আড়াই টাকা।

☐ টাকা ☐ পয়সা

বা সাড়ে তিন টাকা।

☐ টাকা ☐ পয়সা

বা সাড়ে চার টাকা।

☐ টাকা ☐ পয়সা

বা ☐ টাকা।

☐ টাকা ☐ পয়সা

বা ☐ টাকা।

ছবি দেখি ও দাগ দিয়ে মিল করি

	টাকা	
	২	

কোন কোন কয়েন ব্যবহার করলে পাশের দামটি মিলবে দেখে তাদের উপর (√) চিহ্ন দিই। যে কয়েনগুলি লাগবে না কেটে দিই।

	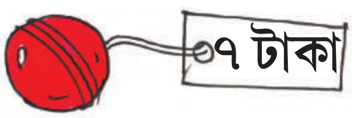
	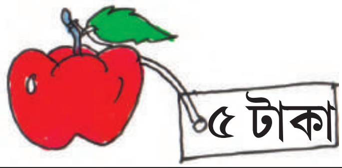
	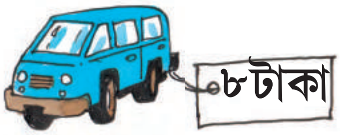

রঙিন কার্ড দিয়ে গুনি

আজ আমরা বন্ধুরা মিলে অনেক আম পেড়েছি। ঠিক করেছি যে রঙিন কার্ড দিয়ে নতুনভাবে কতগুলো আম পেলাম গুনব।

১টি আমের জন্য — ১ টি লাল কার্ড

২ টি আমের জন্য — ১ ১ টি লাল কার্ড

৩ টি আমের জন্য — ১ ১ ১ টি লাল কার্ড

এভাবে ৬টি আমের জন্য ______ টি লাল কার্ড।

আবার ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ টি লাল কার্ডের জন্য _____ টি আম।

এভাবে, ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ → ১০ (১০টি লাল কার্ডের বদলে একটি ১০-এর হলুদ কার্ড নিলাম।)

তাহলে আমরা ১২ টি আম রঙিন কার্ডের সাহায্যে কীভাবে দেখাব—

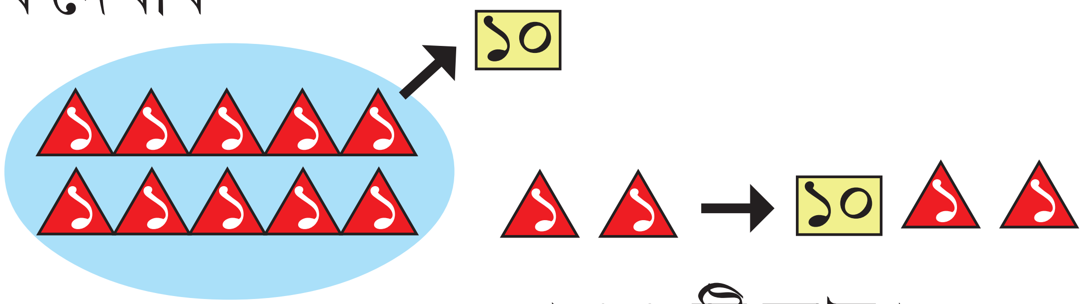

→ ১২ টি আম।

একইভাবে

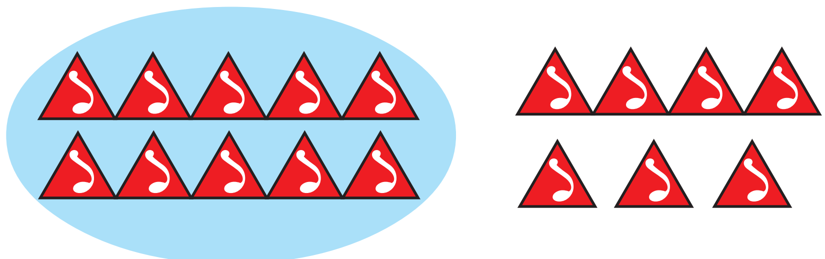

→ [ ] → [ ] টি আম।

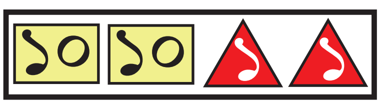

→ [ ] টি আম।

[ ] → ৩১ টি আম। (নিজে কার্ড বসাই।)

সংখ্যাগুলি পরপর যোগ করি। কী পাই দেখি :

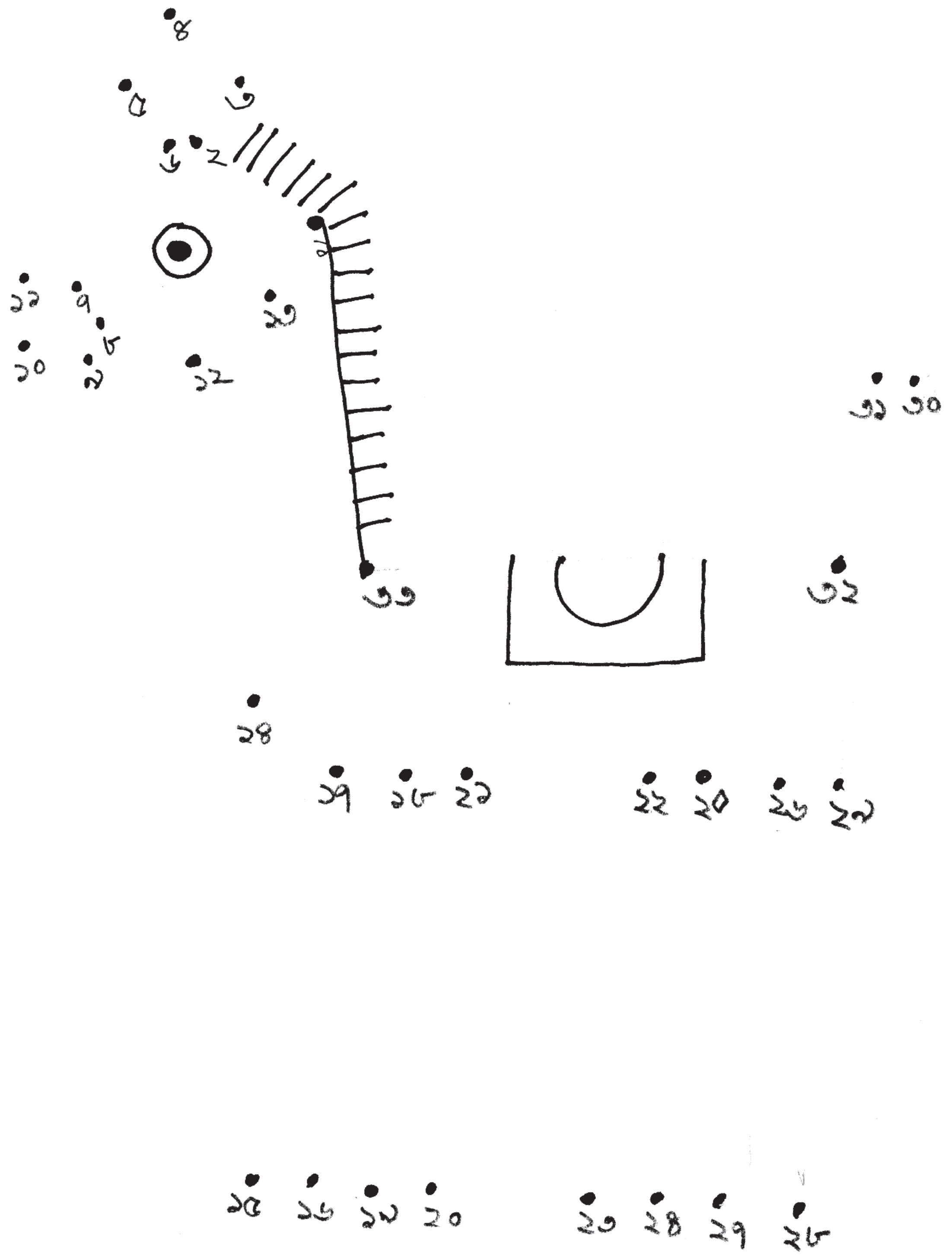

দুই

আমাদের দেশের জাতীয় সংগীত

জনগণমন-অধিনায়ক

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

জনগণমন-অধিনায়ক জয় হে ভারতভাগ্যবিধাতা!
পঞ্জাব সিন্ধু গুজরাট মরাঠা দ্রাবিড় উৎকল বঙ্গ
বিন্ধ্য হিমাচল যমুনা গঙ্গা উচ্ছলজলধিতরঙ্গ
তব শুভ নামে জাগে, তব শুভ আশিস মাগে,
গাহে তব জয়গাথা।
জনগণমঙ্গলদায়ক জয় হে ভারতভাগ্যবিধাতা!
জয় হে, জয় হে, জয় হে, জয় জয় জয়, জয় হে॥

নীচের ছবিটিকে সম্পূর্ণ করে রং করি :

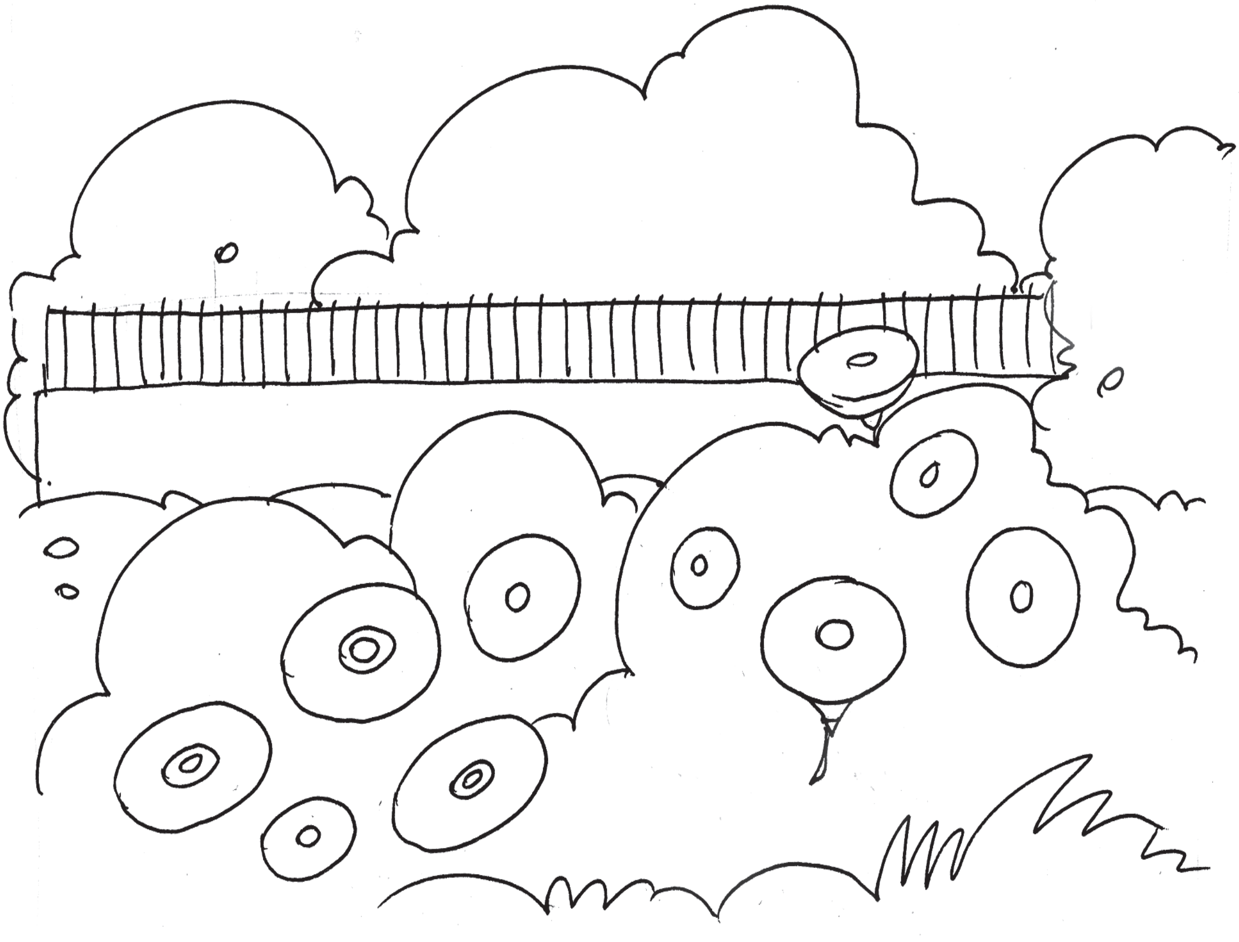

বর্ষার দিনে

অন্নদাশংকর রায়

শন শন হাওয়া বয়
এই আসে বিষ্টি
দরজা জানালা খোলা
ভেসে যায় ছিষ্টি।
তারপরে রোদ ওঠে
আহা, সে কী মিষ্টি!
আবার ঘনায় মেঘ
জোর আসে বিষ্টি
ঝাপসা দেখায় সব
যতদূর দৃষ্টি।
খিচুড়ির দিন এটা
চলো, করি ফিস্টি,
কী খেতে চাও, বলো
করি বসে লিস্টি।

 শিখন পরামর্শ : শিক্ষার্থীরা কবিতাটি পড়বে ও 'হাতেকলমে'র কাজগুলি করবে।

শব্দার্থ :

বিষ্টি — বাদল। ছিষ্টি = সৃষ্টি। ঘনায় — ঘন হয়ে আসে। ঝাপসা — অস্পষ্ট। দৃষ্টি — দেখা। ফিস্টি — বনভোজন। লিস্টি — তালিকা।

হাতে কলমে

১. ‘শন শন হাওয়া বয়’ — ‘শন শন’ বললেই আমরা হাওয়ার আওয়াজকে বুঝি। এমনই ‘টুপ টাপ’ আর ‘খিল খিল’ এই শব্দ দুটি কীসের আওয়াজ বোঝাতে ব্যবহৃত হয় লিখি।

২. মিষ্টি, ফিস্টি —এই শব্দদুটির মধ্যে যে যুক্তব্যঞ্জন আছে, তা ভেঙে দেখাই।

৩. কোন ঋতুর কথা ছড়াটিতে রয়েছে?

Look at the table :

Monday	Tuesday	Wednesday	Thursday	Friday	Saturday	Sunday
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30	31				

This is a page of a calendar. It shows the days of a month.

There are 12 months in a year. Some months have 30 days. Some months have 31 days.

Only February has 28 or 29 days.

 Learning tips : Students will read the names of months. And know about months in an year.

See and say :

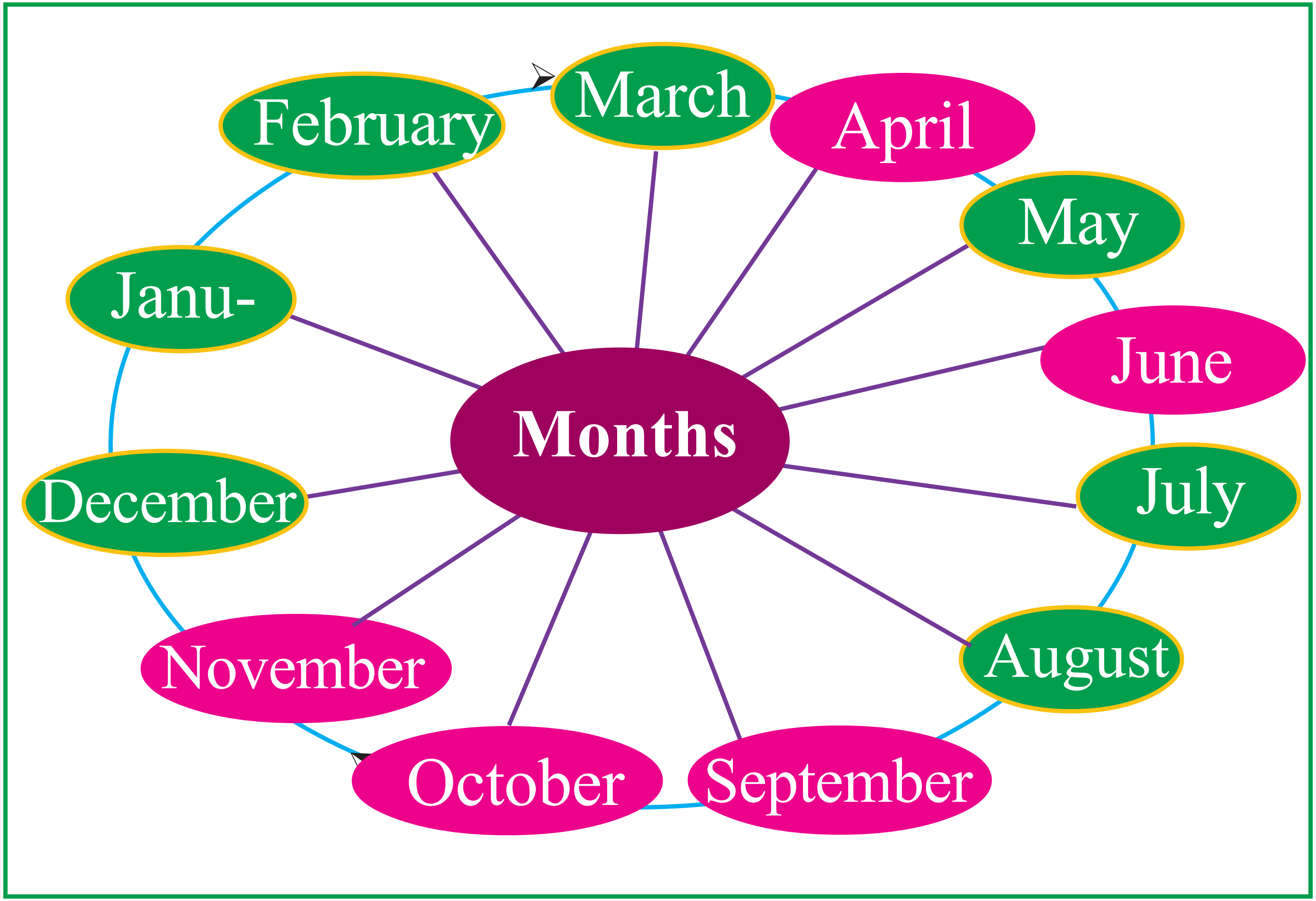
Months
Janu-
February
March
April
May
June
July
August
September
October
November
December

দৌড় প্রতিযোগিতা

উপরের ছবি দেখে নীচের ছকটি পূরণ করি।

ছবি দেখে ক্রমপর্যায় বা পূরণবাচক অবস্থান ঠিক করি

সবার আগে পৌঁছেছে ৩৭ লেখা জার্সি পরা মেয়েটি	সে হয়েছে প্রথম (1st)।

 শিখন পরামর্শ : ক্রমপর্যায় সূচক বা পূরণবাচক সংখ্যা সম্বন্ধে ধারণা গঠন।

দেখে মনে হয় এরপর আসবে ☐ লেখা জার্সি পরা মেয়েটি	সে হয়তো হবে দ্বিতীয় (2nd)।
দেখে মনে হয় এরপর আসবে ☐ লেখা জার্সি পরা মেয়েটি	সে হয়তো হবে তৃতীয় (3rd)।
দেখে মনে হয় এরপর আসবে ☐ লেখা জার্সি পরা মেয়েটি	সে হয়তো হবে চতুর্থ (4th)।
দেখে মনে হয় এরপর আসবে ☐ লেখা জার্সি পরা মেয়েটি	সে হয়তো হবে পঞ্চম (5th)।
দেখে মনে হয় এরপর আসবে ☐ লেখা জার্সি পরা মেয়েটি	সে হয়তো হবে ষষ্ঠ (6th)।

পরপর অবস্থান বোঝাতে **প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ, পঞ্চম ও ষষ্ঠ** শব্দ ব্যবহার করা হয়। এগুলিকে বলা হয় **ক্রমপর্যায় সূচক** বা **পূরণবাচক সংখ্যা**।

পূরণবাচক সংখ্যা লেখা ও পড়ার পদ্ধতি

নীচের ফাঁকা স্থানগুলি পূরণ করি :

কথায়	সংক্ষেপে	কথায়	সংক্ষেপে
প্রথম	১ম (1st)	ষষ্ঠ	৬ষ্ঠ (6th)
দ্বিতীয়	২য় (2nd)	সপ্তম	
তৃতীয়	৩য় (3rd)	অষ্টম	
চতুর্থ	৪র্থ (4th)	নবম	
পঞ্চম	৫ম (5th)	দশম	

গ্রীষ্মকালকে বাংলা বছরের প্রথম ঋতু ধরা হয়। নীচের খালি ঘরে সংক্ষেপে ঠিক পূরণবাচক সংখ্যা বসাই।

ক) গ্রীষ্মকাল বছরের ☐ ঋতু।

খ) হেমন্তকাল বছরের ☐ ঋতু।

গ) বসন্তকাল বছরের ☐ ঋতু।

ঘ) বর্ষাকাল বছরের ☐ ঋতু।

ঙ) শীতকাল বছরের ☐ ঋতু।

চ) শরৎকাল বছরের ☐ ঋতু।

 শিখন পরামর্শ : ক্রমপর্যায় সূচক বা পূরণবাচক সংখ্যার ব্যবহার।

বাদল দিনে

পুণ্যলতা চক্রবর্তী

সকালে চোখ মেলেই আবার চোখ বুজে ফেলল মীনা—উঃ— আর পারা যায় না। সারা রাত ধরে বৃষ্টি হলো, তবু এখনও টিপ-টিপ-টিপ! পাশে বসে বীণা গুন গুন করে গাইছিল 'সকাল বেলার বাদল আঁধারে', মীনা ঠোঁট ফুলিয়ে বলল 'এমন বিচ্ছিরি দিনেও তোর গান পায় দিদি? আমার তো কান্না পায়।' বীণা হেসে বলল 'তুই যে বাদলা দিন দুচোখে দেখতে পারিস না

শিখন পরামর্শ : শিক্ষার্থীরা গল্পটি পড়বে।

তাই তোর কান্না পায়, আমি বাদল ভালোবাসি তাই আমার গান পায়। নে, এখন উঠে মুখ ধুয়ে চা খাবি চল।'

চা খেতে বসে ঝমাঝম্ বৃষ্টি নামল। ছোটো ভাই নন্দ হাততালি দিয়ে বলল 'বেশ মজা! আজ ইস্কুলে যেতে হবে না—আয় বৃষ্টি হে—নে, বিস্কুট দিব মে—নে।' মীনা বলল 'যা বৃষ্টি ঝরে যা—মাখন রুটি গরম চা।'

(নন্দ) 'আয় মেঘ ঝেঁ—পে, দুধ দিব মে—পে'

(মীনা) 'যারে মেঘ উড়ে যা— দেশ ছেড়ে দূরে যা'

মেঘ জল যাই হোক্, বাবা ঠিক সময়ে অফিস যাবেন— তাঁর অনেক কাজ। রাস্তায় জল জমেছে, মা তাড়াতাড়ি স্টোভে রান্না চাপালেন।

 শিখন পরামর্শ : শিক্ষার্থীরা গল্পটি পড়বে ।

নন্দ কেমন মজা করে বৃষ্টিতে স্নান করল, মীনার কাল একটু কাশি হয়েছিল বলে, ভিজতে পেল না, তাই মনটা আরো খারাপ হয়ে গেল। মায়ের রান্না চমৎকার খিচুড়ি আলুভাজা, ডিমের বড়া খেয়ে, তবে মনটা আবার ভালো হলো !

দুপুরে, মা শুয়ে বই পড়ছেন, বীণা সেলাই করছে, নন্দ কাগজের নৌকো বানিয়ে জলে ভাসাচ্ছে, মীনার কোনো কিছুতেই মন বসছে না— সেলাই হাতে নিয়ে, নেড়ে চেড়ে রেখে দিল; নন্দর পাশে বসে দু-চারটা নৌকো ভাসিয়েই 'দূর ছাই' ! বলে উঠে পড়ল; একটা গল্পের বই নিয়ে বসল।—যেই না গল্পের ছোট্ট মেয়েটি গভীর বনে পথ হারিয়ে ফেলল, অমনি বইটা ছুঁড়ে

ফেলে দিল। তারপর মুখখানা হাঁড়িপানা করে জানালার ধারে বসে রইল।

সামনে রাস্তার ধারে ধুলোমাখা রোদেপোড়া গাছটা বৃষ্টির জলে স্নান করে তাজা হয়েছে, সবুজ পাতার মাঝে ফুটে আছে গোল গোল, ফুরফুরে, হলদে কদমফুল! গাছতলায় কত ময়লা জমেছিল, সেসব এখন সবুজ ঘাসে ঢেকে গিয়েছে; চুষে ফেলে দেওয়া আমের আঁটি থেকে ছোটো চারা বেরিয়েছে, কচি লালাপাতা চিকচিক করছে, শেওলাপড়া পাঁচিলটা মনে হলো যেন সবুজ মখমল দিয়ে মোড়া —দেখতে দেখতে হাঁড়ি মুখখানা হাসিমুখ হয়ে এল।

হঠাৎ খিল খিল করে জোরে হেসে উঠল মীনা। নন্দ ছুটে এল 'কী হলো ভাই ছোটদি?'

 শিখন পরামর্শ : শিক্ষার্থীরা গল্পটি পড়বে।

‘একটা ছোট্ট ছেলে সামনের রোয়াকে বসে কী যেন খাচ্ছিল, ঐ বড়ো ছেলেটা তার হাত থেকে খাবারটা ছিনিয়ে নিয়ে পালাতে গিয়ে, পা পিছলে—হিঃ-হিঃ-হিঃ— জানালা দিয়ে দেখে নন্দও হো-হো করে হেসে উঠল, একেবারে কাদামাখা ভূত! বেশ হয়েছে — যেমন কর্ম তেমনি ফল!’

বিকেলে আবার কালো মেঘে আকাশ ছেয়ে গেল ; বাদল মেঘে গুরু গুরু মাদল বাজল, শুরু হলো ঝোড়ো হাওয়ার পাগলা নাচন । বৃষ্টি নামবার ঠিক আগেই বাবা বাড়ি ফিরলেন। ভিতরে ঢুকেই বেশ লোভনীয় একটা

শিখন পরামর্শ : শিক্ষার্থীরা গল্পটি পড়বে ।

গন্ধ তাঁর নাকে এল, কানে গেল একটা মিষ্টি গানের সুর। দেখলেন, মা গরম হালুয়া তৈরি করছেন, আর বীণা মীনা চায়ের টেবিল সাজাতে সাজাতে গান করছে — 'মেঘের জটা উড়িয়ে দিয়ে নৃত্য কে করে -এ-এ-এ- এ- এ—।' নন্দ গাইতে পারে না, সে ওদের গানের তালে তালে হেলেদুলে নৃত্য করছে!

শব্দার্থ :

টিপ-টিপ — হালকা বৃষ্টির শব্দ। গুনগুন — মৃদু শব্দ। ঝমঝম — ভারী বৃষ্টির শব্দ। হাঁড়িপানা — গম্ভীর। মখমল — কোমল পোশাক। রোয়াক — ঘরের সামনের পাকা দালান। মাদল — বাজনা বিশেষ।

Fill in the table :

Number of days	Name of the month(s)
7+7+7+7 = 28	
7+7+7+7+1 = 29	
7+7+7+7+2 = 30	
7+7+7+7+3 = 31	

Listen and say :

Thirty days has September
April, June and November,
February has twenty-eight alone
All the rest have thirty-one,
Excepting leap year, that's the time
When February's days are twentynine.

Learning tips : Students will do the activities. They will tell the rhyme along with the teacher.

The months of a year come in the following order :

1. January
2. February
3. March
4. April
5. May
6. June
7. July
8. August
9. September
10. October
11. November
12. December

নীচের ছবিগুলি দেখি (গ্রীষ্মকাল বাংলা বছরের প্রথম ঋতু) :

গ্রীষ্মকাল

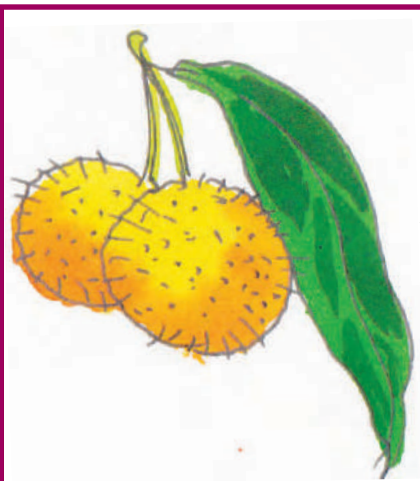

বর্ষাকাল

শরৎকাল

হেমন্তকাল

শীতকাল

বসন্তকাল

শিখন পরামর্শ : শিক্ষার্থীরা ক্রমপর্যায় সূচক বা পূরণবাচক সংখ্যার ব্যবহার করে উপরের কাজগুলি করবে।

পূরণবাচক সংখ্যা বসিয়ে নীচের খালি ঘর পূরণ করি :

(উপরে দেওয়া ছবিগুলি ঋতুর ক্রমপর্যায় বা পূরণবাচক সংখ্যা অনুযায়ী আছে।)

ছবি	কথায়	সংক্ষেপে

হাতেকলমে

১. নীচের প্রশ্নগুলোর উত্তর লিখি :

১.১ বীণা সকালবেলা কোন গান গাইছিল?

১.২ বীণা-মীনার ছোটো ভাইয়ের নাম কী?

১.৩ মা কীসে রান্না বসালেন?

১.৪ মীনা বৃষ্টিতে স্নান করতে পারল না কেন?

১.৫ দুপুরবেলা কে কী করছিল লিখি:

মা	মীনা	বীণা	নন্দ

১.৬ বর্ষার কোন ফুলের কথা গল্পে খুঁজে পেলে?

২. বাক্য রচনা করি:

বৃষ্টি : ______________________

কান্না : ______________________

রাস্তা : ______________________

গল্প : ______________________

শিখন পরামর্শ : শিক্ষার্থীরা **'বাদল দিনে'** গল্পটি পড়বে ও 'হাতেকলমে'র কাজগুলি করবে।

Fill in the gaps :

a. The first month of a year is ______________________ .

b. ______________________ comes between May and July.

c. The last month of a year is ______________________ .

d. The month that never has thirty or thirty-one days is __________ .

See and Say :

April, May and June
summer

July and August
monsoon

 Learning tips : Students will do the activities. They will read the names of months and seasons.

September and October

early autumn

November

late autumn

December and January

winter

February and March

spring

There are six seasons in West Bengal.

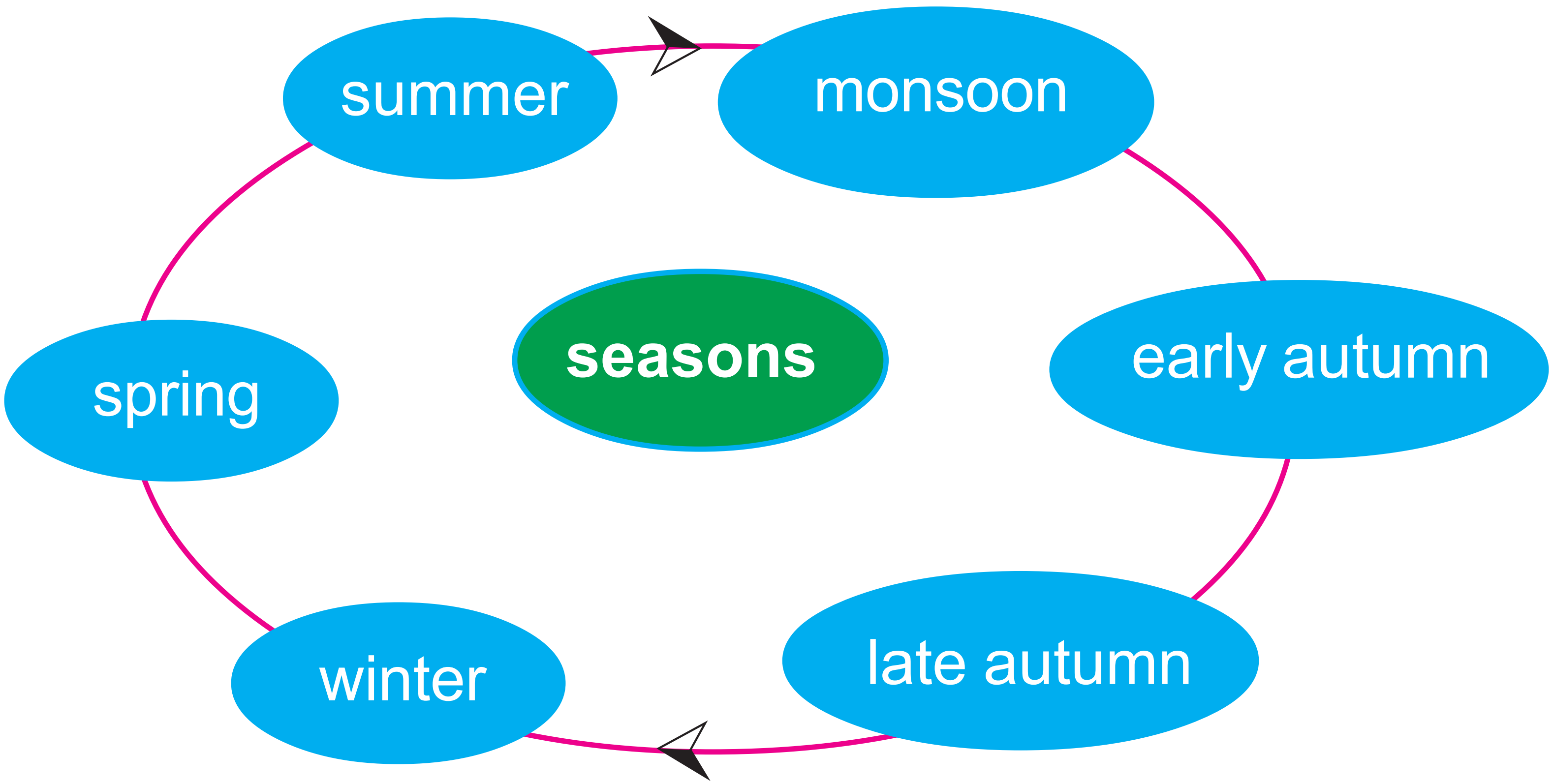

Learning tips : They will read the names of months and seasons. Students will do the activities.

Read the words on the screen. Fill in the boxes below :

summer	monsoon	early autumn
late autumn	winter	spring

কার্ড দিয়ে সংখ্যা বাড়াই

১০ -এর কার্ডের খেলা।

পলাশ ও পিয়ালী আজ ১০-এর কার্ড নিয়ে খেলা করবে।

আমি একটা করে কার্ড তোকে দেবো।
তুই কত পেলি গুনে বলবি।

দিলাম	পেলাম		
১০ →	১০	৩০	দশ
১০ ১০ →	১০ + ১০	৩০	কুড়ি
১০ ১০ ১০ →	১০ + ১০ + ১০	৩০	ত্রিশ
১০ ১০ ১০ ১০ →	১০ + ১০ + ১০ + ১০	৪০	চল্লিশ
১০ ১০ ১০ ১০ ১০ →	১০ + ১০ + ১০ + ১০ + ১০	৫০	পঞ্চাশ

 শিখন সামর্থ্য : কাজের মাধ্যমে ১০-এর যোগ। অঙ্কে লেখা ও কথায় লেখা।

দিলাম		পেলাম		
১০ ১০ ১০ ১০ ১০ ১০	→	১০ + ১০ + ১০ +১০+১০+১০	৬০	ষাট
১০ ১০ ১০ ১০ ১০ ১০ ১০	→	১০ + ১০ + ১০ +১০+১০+১০ +১০	৭০	সত্তর
১০ ১০ ১০ ১০ ১০ ১০ ১০ ১০	→	১০ + ১০ + ১০ +১০+১০+১০ +১০ +১০	৮০	আশি
১০ ১০ ১০ ১০ ১০ ১০ ১০ ১০ ১০	→	১০ + ১০ + ১০ +১০+১০+১০ +১০+১০+১০	৯০	নব্বই

৩. 'এমন বিচ্ছিরি দিনেও তোর গান পায় দিদি?'— বাক্যটিতে একটি প্রশ্ন করা হয়েছে। এমন আরো কয়েকটি বাক্য খুঁজে লিখি।

৪. 'কর্ম'-এই শব্দে যুক্তবর্ণ 'র্ম'। 'রেফ' যোগে আরো দশটি শব্দ লিখি।

৫. আমার পড়া সহজ পাঠে বৃষ্টির কথা রয়েছে এমন পাঁচটি বাক্য সুন্দর করে লিখি।

৬. যুক্তব্যঞ্জন যোগে একই অর্থের অন্য শব্দ শিখি :

নাচ	[ ] [ত্য]	গান	[স] [ ] [ ]
মজা	[ ] [ন] [ ]	মেয়ে	[ক] [ ]
আম	[আ] [ ]	বাদল	[ব] [ ]
ঠোঁট	[ও] [ ]	পাঁচিল	[ ] [চী] [ ]

 শিখন পরামর্শ : শিক্ষার্থীরা **'বাদল দিনে'** গল্পটি পড়বে ও 'হাতেকলমে'র কাজগুলি করবে।

৭. গল্প থেকে খুঁজে নিয়ে বৃষ্টির দিনের মুখরোচক খাবারগুলির নাম লিখি :

....

৮. বিপরীত অর্থের শব্দ পাঠ থেকে খুঁজে নিয়ে লিখি :

হাসি, রোদ , পিছনে, পরে , তেতো, মজা।

৯. গল্পটি পড়ে 'আমি কে' — তা নীচে লিখি :

৯.১. বাদল দিনে আমার কান্না পায়।

....

৯.২. মেঘ জল যাই হোক, ঠিক সময়ে অফিস যাব।

....

৯.৩. বৃষ্টির দিনে দুপুরে শুয়ে শুয়ে বই পড়ছি.

....

৯.৪. সবুজ পাতার মাঝে ফুটে আছি গোল গোল, ফুরফুরে, হলদে। ....

৯.৫. গাইতে না জানলেও গানের তালে নাচতে পারি। ....

এসো রং করি :

শিখন পরামর্শ : শিক্ষার্থীরা উপরের কাজটি করবে।

Fill in the boxes correctly with names of seasons :

a) black cloud, strong wind [ ]

b) very hot, dry pond [ ]

c) new leaf, blossoms [ ]

d) cold wind, marigold [ ]

e) mist, dry leaf [ ]

f) white cloud, light rain [ ]

Learning tips : Students will do the activities. Teacher will encourage the students to participate in **Tell the class** activity.

Let's read :

The weather changes from day to day. Some days are sunny. Other days are cloudy. Some days are rainy. Other days are snowy or windy. The weather is always changing. We have different weather in different seasons.

Tell the class :

Different people like different seasons. Which season do you like the most? Why do you like the season so much?

রঙিন কার্ডের খেলা

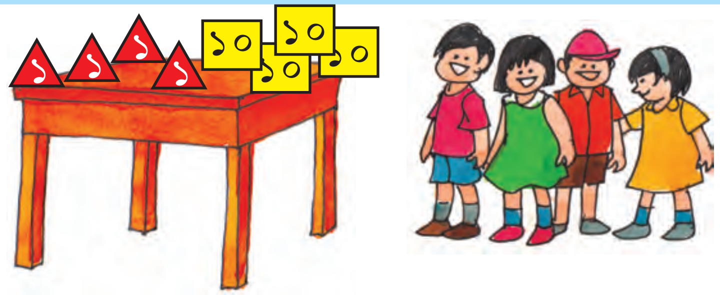

দশক একক ১০	স্থানীয় মানে বিস্তার করে লিখি ১০ + ০	অঙ্কে লিখি ১০
	স্থানীয় মান অনুসারে কথায় লিখি এক দশক শূন্য একক	কথায় লিখি দশ

শিখন পরামর্শ : ১১ থেকে ২০ পর্যন্ত স্থানীয়মানে বিস্তার করে লেখা, স্থানীয় মান অনুসারে কথায় লেখা, অঙ্কে লেখা ও কথায় লেখার ধারণা।

দশক	একক	স্থানীয় মানে বিস্তার করে লিখি	অঙ্কে লিখি
১০	১	১০ + ১	১১
		স্থানীয় মান অনুসারে কথায় লিখি	কথায় লিখি
		এক দশক এক একক	এগারো

দশক	একক	স্থানীয় মানে বিস্তার করে লিখি	অঙ্কে লিখি
১০	১ ১		
		স্থানীয় মান অনুসারে কথায় লিখি	কথায় লিখি
			বারো

দশক	একক	স্থানীয় মানে বিস্তার করে লিখি	অঙ্কে লিখি
১০	১ ১ ১		
		স্থানীয় মান অনুসারে কথায় লিখি	কথায় লিখি
			তেরো

দশক	একক	স্থানীয় মানে বিস্তার করে লিখি	অঙ্কে লিখি
১০	১ ১ ১ ১		
		স্থানীয় মান অনুসারে কথায় লিখি	কথায় লিখি
			চোদ্দ

দশক একক	স্থানীয় মানে বিস্তার করে লিখি	অঙ্কে লিখি
	১০ + ৫	১৫
	স্থানীয় মান অনুসারে কথায় লিখি	কথায় লিখি
		পনেরো

দশক একক	স্থানীয় মানে বিস্তার করে লিখি	অঙ্কে লিখি
	১০ + ৬	১৬
	স্থানীয় মান অনুসারে কথায় লিখি	কথায় লিখি
		ষোলো

দশক একক	স্থানীয় মানে বিস্তার করে লিখি	অঙ্কে লিখি
	১০ + ৭	১৭
	স্থানীয় মান অনুসারে কথায় লিখি	কথায় লিখি
		সতেরো

দশক একক	স্থানীয় মানে বিস্তার করে লিখি	অঙ্কে লিখি
	১০ + ৮	১৮
	স্থানীয় মান অনুসারে কথায় লিখি	কথায় লিখি
		আঠারো

দশক একক	স্থানীয় মানে বিস্তার করে লিখি	অঙ্কে লিখি
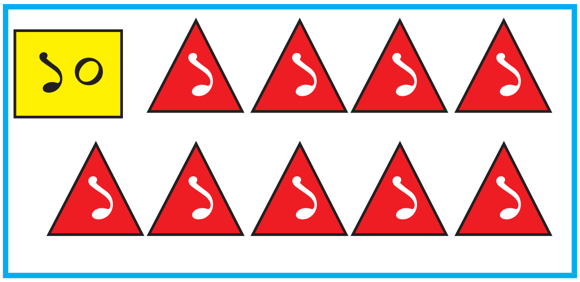		
	স্থানীয় মান অনুসারে কথায় লিখি	কথায় লিখি
		উনিশ

দশক একক	স্থানীয় মানে বিস্তার করে লিখি	অঙ্কে লিখি
১০ ১০	২০ + ০	
	স্থানীয় মান অনুসারে কথায় লিখি	কথায় লিখি
		কুড়ি

বারোমেসে

সুভাষ মুখোপাধ্যায়

ঝড় ওঠে বৈশাখে, জষ্টিতে আম পাকে
কম করে দুটো মাস দারুণ গরম থাকে।
আষাঢ়ে মেঘের মেলা, শ্রাবণে বন্ধ খেলা
কম করে দুটো মাস চলে বরষার পালা।
ভাদ্রে টেঁকে না মন, আশ্বিনে পার্বণ
শরতের সাদাফুলে ঢেকে যায় কাশবন।
কার্তিকে ধান তোলা, অঘ্রানে ভরে গোলা

শিখন পরামর্শ : শিক্ষার্থীরা কবিতাটি পড়বে। বিভিন্ন মাসের বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে তাদের ধারণা গড়ে উঠবে।

হেমন্তে হিম লেগে গোবিন্দ গালফোলা।

ফাল্গুনে ভরে ফাগে, চৈত্রে পরব লাগে

বসন্তে ফুল নিয়ে মধুরস রাত জাগে।।

শব্দার্থ :

দারুণ–— ভীষণ, প্রচণ্ড। পালা –— (এখানে) পর্যায়। পার্বণ–— উৎসব। অঘ্রান –— অগ্রহায়ণ (মাসের নাম)। গোলা –— যেখানে ধান জমা করা হয়। ফাগ–— রং। বারোমেসে–— বারোমাসের।

জষ্টি—জৈষ্ঠ (মাসের নাম)

হাতেকলমে

১। নীচের কোনটি মাসের নাম আর কোনটি ঋতুর নাম তা আলাদাভাবে লিখি:

বৈশাখ   আশ্বিন

হেমন্ত   ভাদ্র

শরৎ

বসন্ত   শ্রাবণ

কার্তিক

মাস	ঋতু

২। শূন্যস্থান পূরণ করি:

২.১ বৈশাখের ঝড়কে চিনি __________ নামে।

২.২ বাংলায় ‘জষ্টি’ হলো __________ মাস, আর ‘অঘ্রান’ হলো __________ মাস।

 শিখন পরামর্শ : শিক্ষার্থীরা উপরের ‘হাতেকলমে’র কাজগুলি করবে।

৩। কোন ঋতু কবির চোখে কেমন :

গ্রীষ্ম	
বর্ষা	
শরৎ	
হেমন্ত	
শীত	
বসন্ত	

৪। বিপরীতার্থক শব্দ লিখি : পাকা, গরম, কম, রাত।

৫। বাক্যরচনা করি : ঝড়, পার্বণ, ফুল, হিম।

See and say :

a ball	an orange
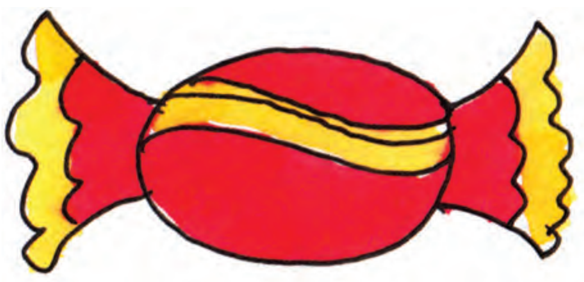 a cup	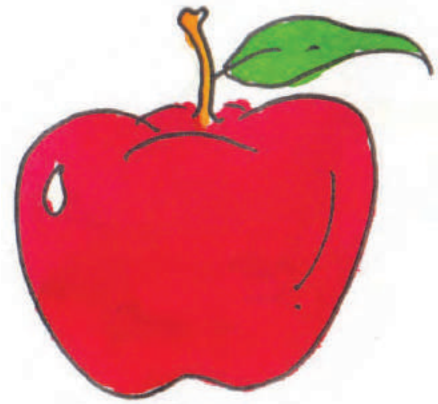 an apple
a doll	an egg

Learning tips : Students will read the table. They will learn the use of **a** and **an** and see the use of **the**.

See and say :

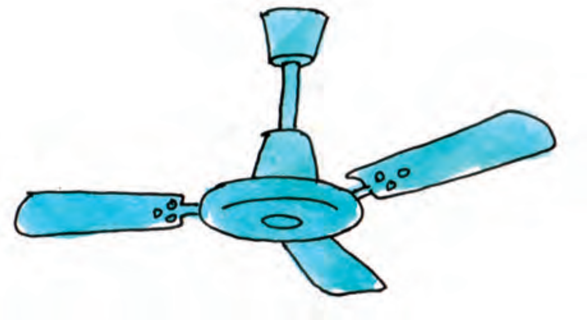

a fan

an igloo

a table

an umbrella

a mat

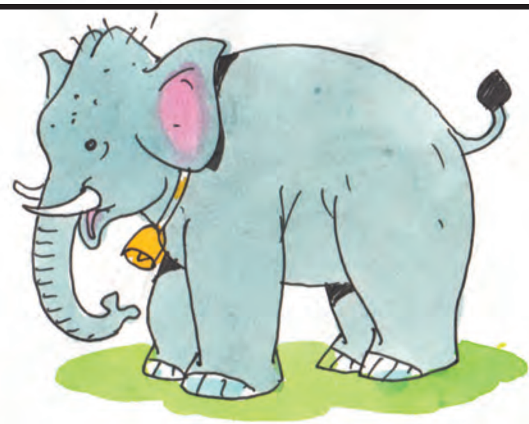

an elephant

Use of a and an :

1. **We use (say and write) a or an for one object.**

2. **We use a before consonant sounds.**

3. **We use an before vowel sounds.**

but always ...

the sun

the earth

ফাঁকা ঘর ঠিকমতো ভরতি করি

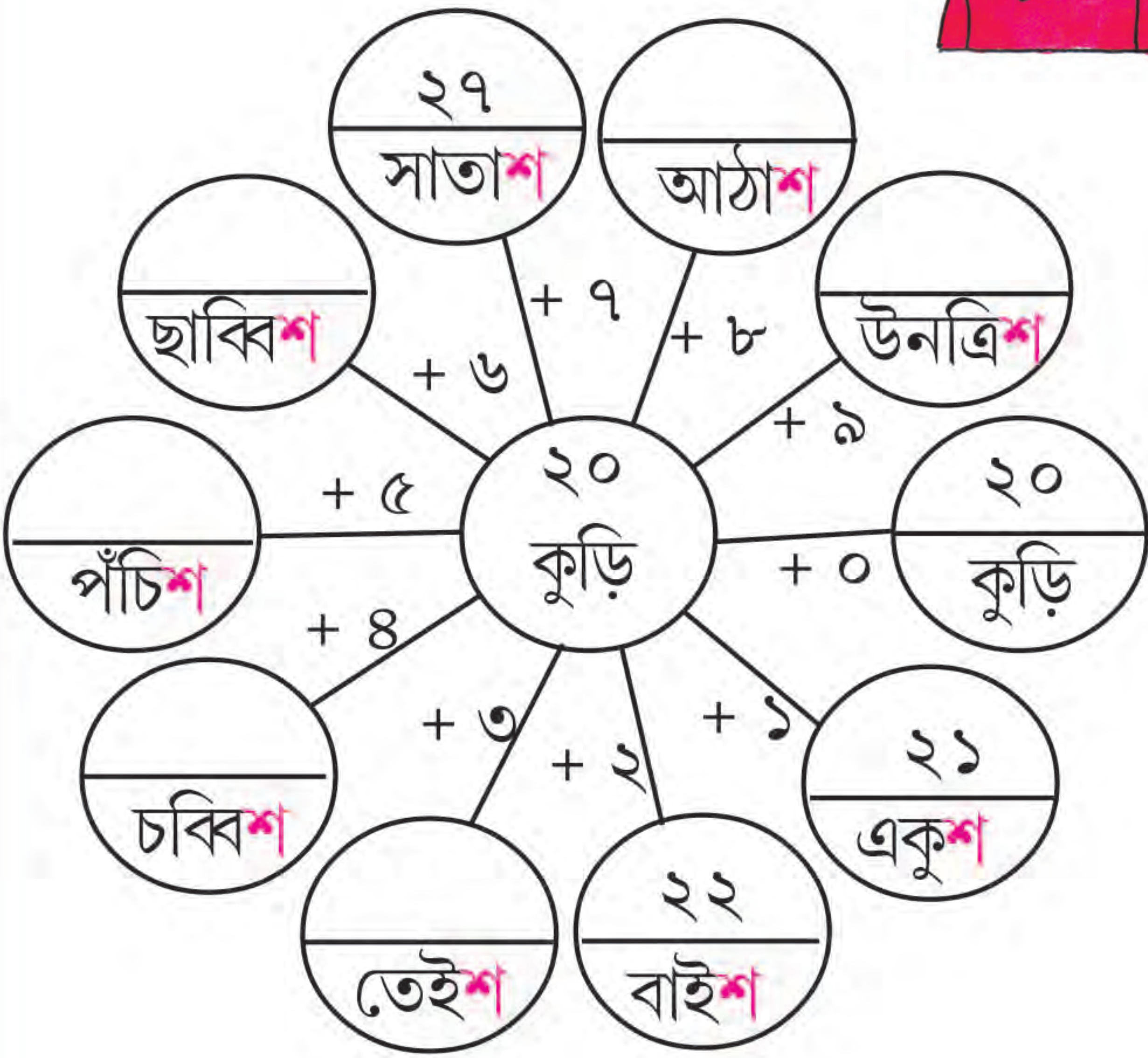

শিখন পরামর্শ : ২১ থেকে ৫০ পর্যন্ত স্থানীয় মানে বিস্তার করে লেখা, স্থানীয় মান অনুসারে কথায় লেখা, অঙ্কে লেখা ও কথায় লেখার ধারণা।

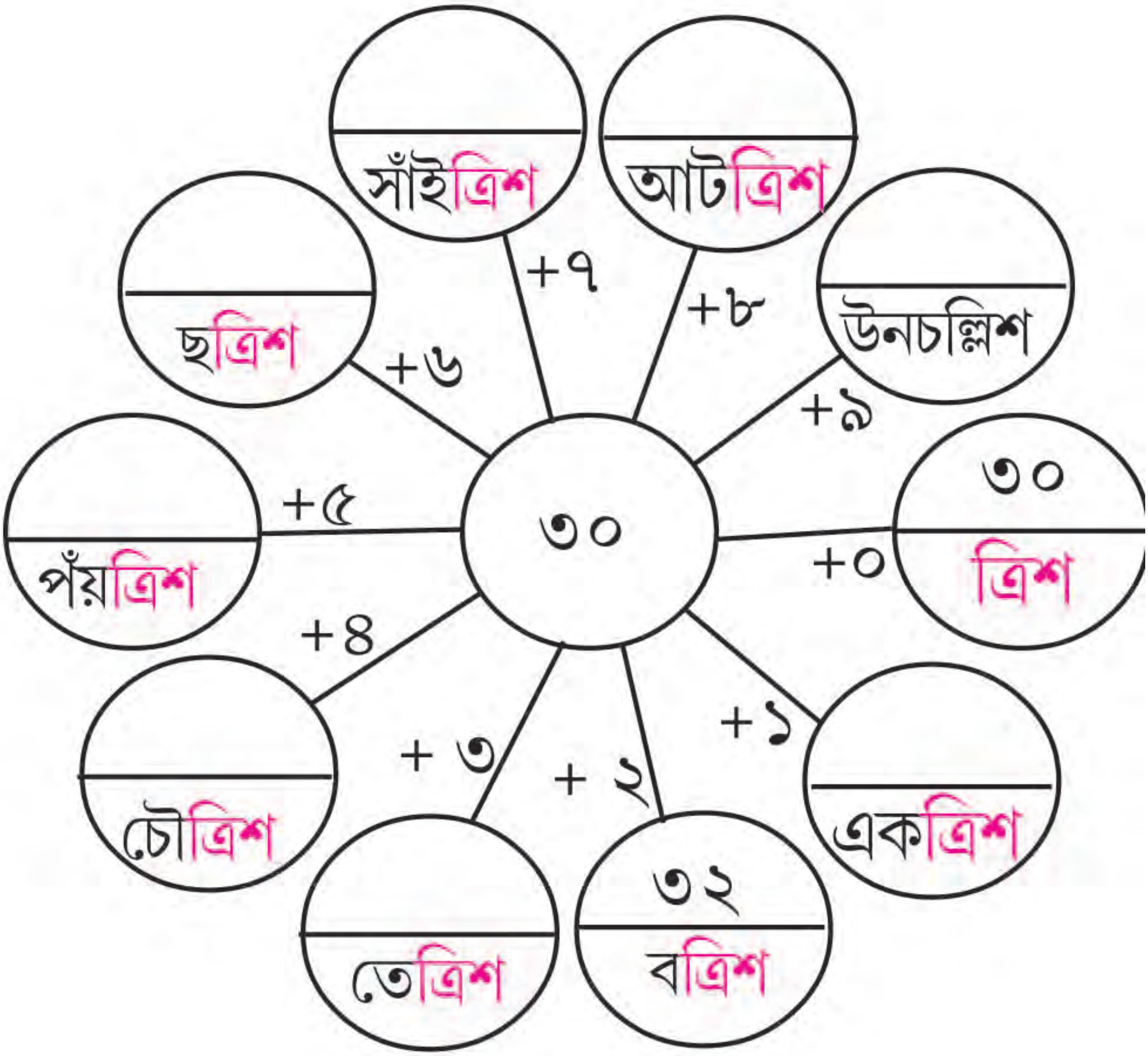
৩০
সাঁইত্রিশ
আটত্রিশ
উনচল্লিশ
ছত্রিশ
পঁয়ত্রিশ
চৌত্রিশ
তেত্রিশ
৩২
বত্রিশ
একত্রিশ
৩০
ত্রিশ
+৭
+৮
+৯
+৬
+৫
+০
+৪
+ ৩
+ ২
+১

৩৯	+১	৪০	চল্লিশ
৪০	+১	৪১	একচল্লিশ
৪১	+১		বিয়াল্লিশ
৪২	+১		তেতাল্লিশ
৪৩	+১		চুয়াল্লিশ
৪৪	+১		পঁয়তাল্লিশ
৪৫	+১		ছেচল্লিশ
৪৬	+১		সাতচল্লিশ
৪৭	+১		আটচল্লিশ
৪৮	+১		উনপঞ্চাশ
৪৯	+১		পঞ্চাশ

রঙিন কার্ড নিয়ে খেলি

কার্ড দেখি ও সংখ্যা তৈরি করি —

দশক একক স্থানীয় মানে বিস্তার অঙ্কে লিখি কথায় লিখি

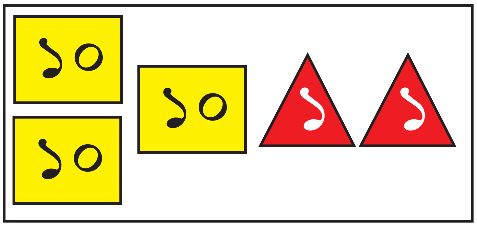

→ ৩০ + ২ | ৩২ | বত্রিশ

যে সংখ্যা দেখছি তা **প্রকৃত মান** যা বোঝাচ্ছে **স্থানীয় মান**

দশকের ঘরের সংখ্যার প্রকৃত মান ৩ ও স্থানীয় মান ৩০

এককের ঘরের সংখ্যার প্রকৃত মান ও স্থানীয় মান ২

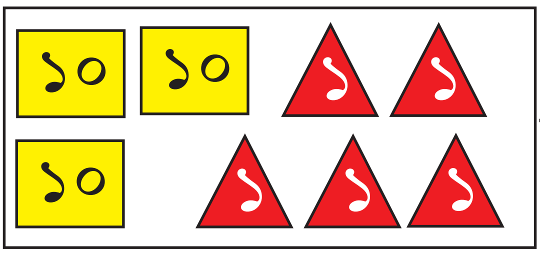

→ ☐ ☐ ☐

দশকের ঘরের সংখ্যার প্রকৃত মান ☐ ও স্থানীয় মান ☐

এককের ঘরের সংখ্যার প্রকৃত মান ☐ ও স্থানীয় মান ☐

শিখন পরামর্শ : প্রকৃত মান ও স্থানীয় মানের ধারণা।

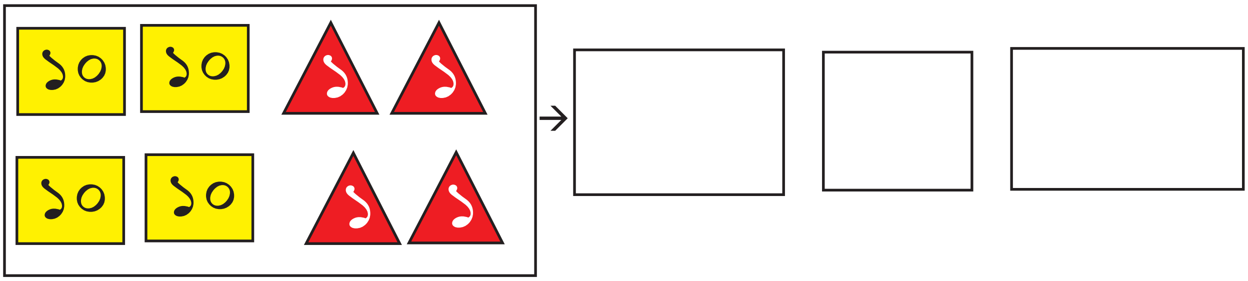

দশকের ঘরের সংখ্যার প্রকৃত মান ☐ ও স্থানীয় মান ☐
এককের ঘরের সংখ্যার প্রকৃত মান ☐ ও স্থানীয় মান ☐

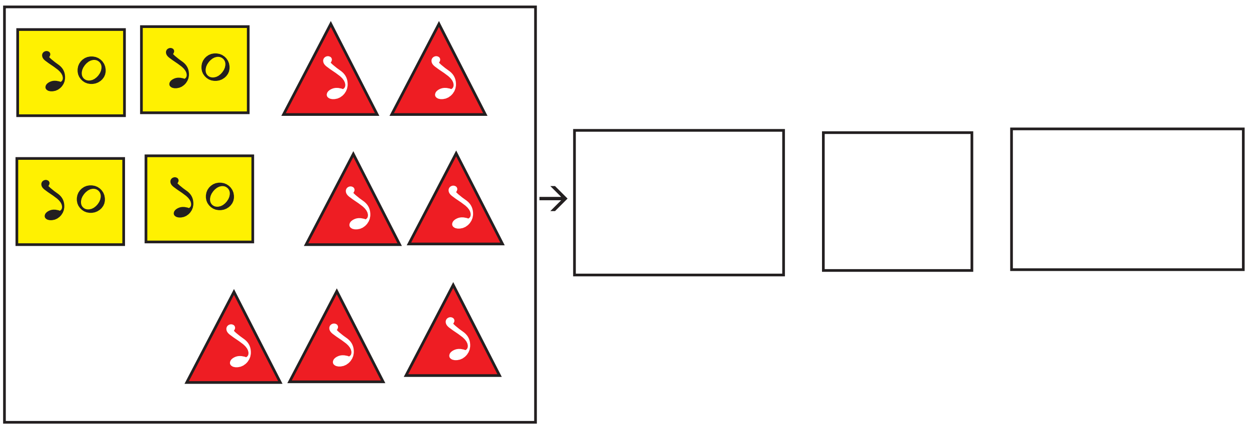

দশকের ঘরের সংখ্যার প্রকৃত মান ☐ ও স্থানীয় মান ☐
এককের ঘরের সংখ্যার প্রকৃত মান ☐ ও স্থানীয় মান ☐

সংখ্যা	প্রকৃত মান	স্থানীয় মান
২ (৬)	৬	৬
৭ (৬)		
৩ (৮)		

সংখ্যা	প্রকৃত মান	স্থানীয় মান
৩ (০)	৬	৬
৯ (৯)		
৮ (২)		

ফাঁকা ঘর ঠিকমতো ভরতি করি

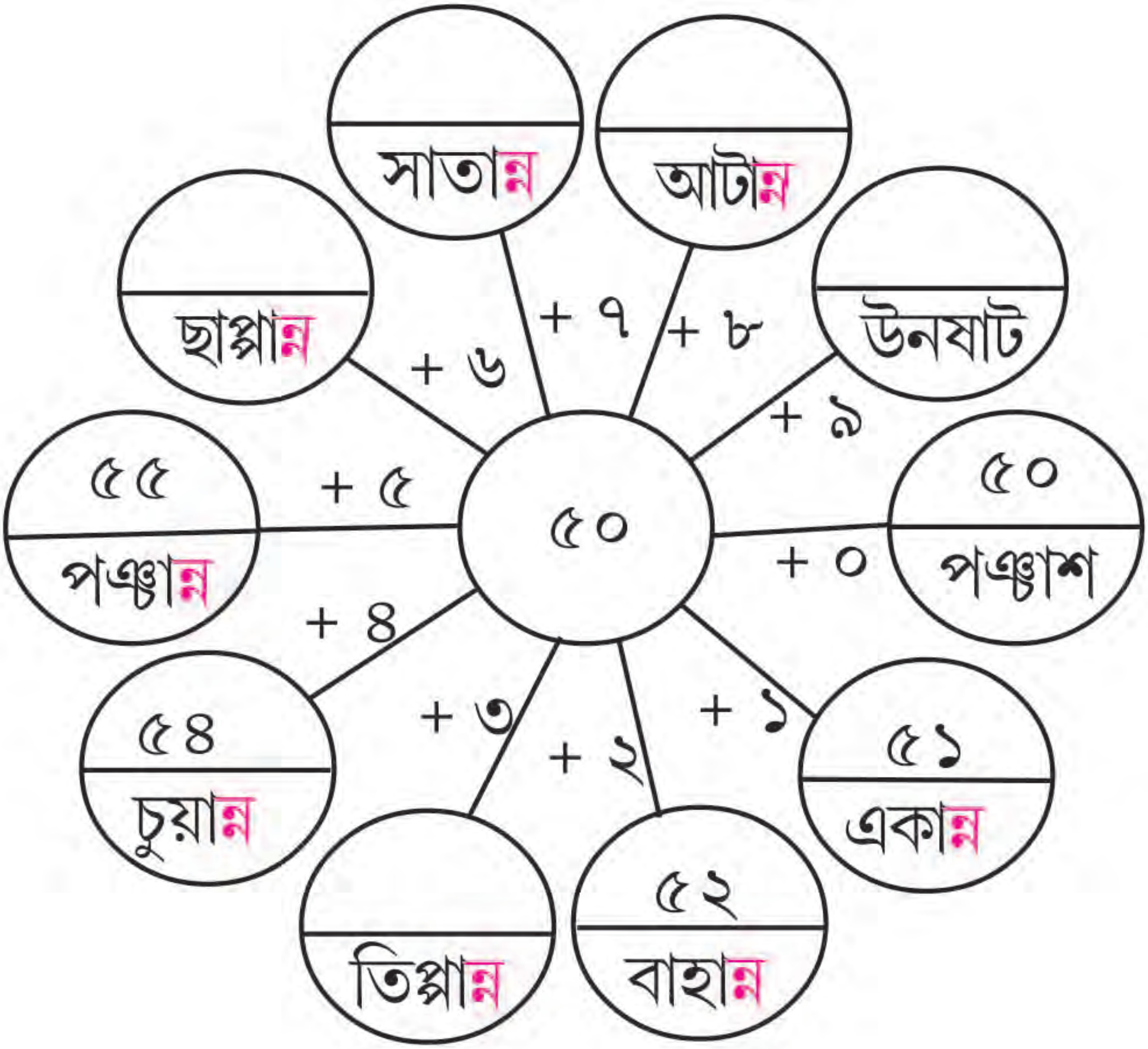

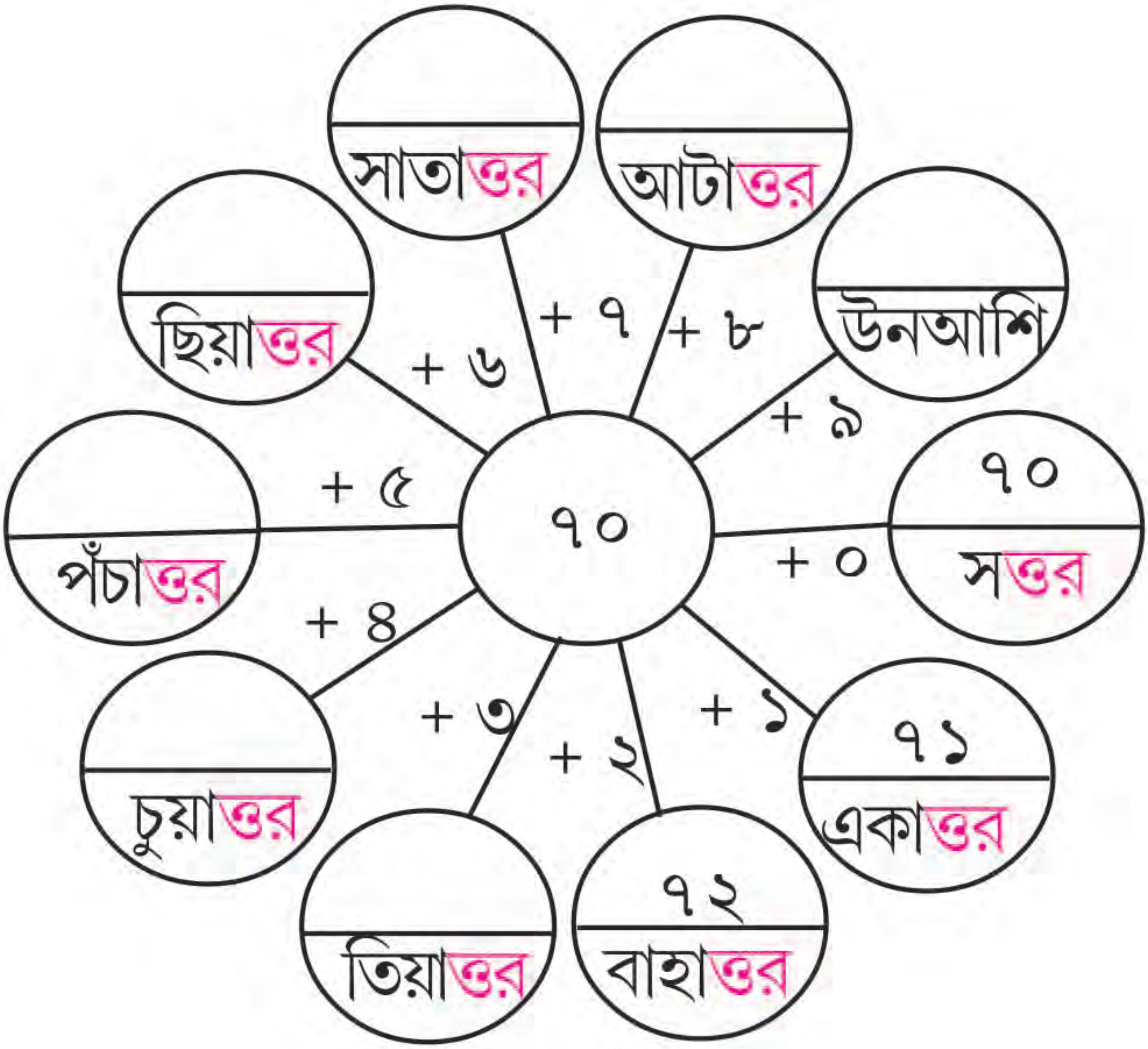
৭০
সাতাত্তর
আটাত্তর
উনআশি
ছিয়াত্তর
+ ৭
+ ৮
+ ৬
+ ৯
৭০
সত্তর
+ ৫
+ ০
পঁচাত্তর
+ ৪
+ ৩
+ ১
+ ২
৭১
একাত্তর
চুয়াত্তর
৭২
বাহাত্তর
তিয়াত্তর

৫৯	+১	৬০	ষাট
৬০	+১	৬১	একষট্টি
৬১	+১		বাষট্টি
৬২	+১		তেষট্টি
৬৩	+১		চৌষট্টি
৬৪	+১		পঁয়ষট্টি
৬৫	+১		ছেষট্টি
৬৬	+১		সাতষট্টি
৬৭	+১		আটষট্টি
৬৮	+১		উনসত্তর
৬৯	+১		সত্তর

See the pictures. Write 'a', 'an' or 'the' to fill in the gaps :

(1) This is ________________ house.

(2) This is ________________ axe.

(3) This is ________________ eagle.

(4) This is ________________ train.

(5) This is ________________ moon.

Learning tips : Students will do the activities.